সেনসেক্স : ৮১,১৮৬.৪৪ (-৮৭২.৯৮)

নিফটি : ২৪,৬৮৩.৯০ (-২৬১.৫৫)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

একটাই ট্যাক্স : মমতা
জিএসটি দেওয়ার পরও রাস্তায় টোল ট্যাক্স দিতে হচ্ছে শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের। শিলিগুড়ির কাছে সরকারি মঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতার হুঁশিয়ারি, একটার বেশি ট্যাক্স নেওয়া যাবে না। » ৮

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে উদ্যোগী ট্রাম্প
ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব নেওয়ার পর এবার রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতেও উদ্যোগী হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩১°	৩২°
সর্বনিম্ন	২২°	২৩°	২৪°	২৩°

মমতা-রিজিজু কথা, মোদির প্রতিনিধিদলে অভিষেক » ৭

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 21 May 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 3

২৯শে উত্তরবঙ্গে আসছেন মোদি

অভিজিৎ ঘোষ ও ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২০ মে : এই প্রথম আলিপুরদুয়ার শহরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ২৯ মে বৃহস্পতিবার প্যারেড গ্রাউন্ডে তাঁর জনসভা করার কথা। সেইসঙ্গে একটি প্রশাসনিক সভাও করবেন বলে খবর। সেই সভার জন্য মঙ্গলবার প্যারেড গ্রাউন্ডে মাঠ পরিদর্শনে আসেন বিজেপির নেতারা। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর সভার প্রস্তুতি নিয়ে জেলা বিজেপি কার্যালয়ে একটি বৈঠকও হয়। সেখানে ছিলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা সহ বিজেপির একাধিক নেতা।

চিকেন নেক সংলগ্ন আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারায় একটি সামরিক বিমানঘাঁটি রয়েছে। এই চিকেন নেক নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হুমকি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলার তৃণমূলে যোগদান- এই আবহে প্রধানমন্ত্রীর আলিপুরদুয়ার সফর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক, দু'দিক থেকেই বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

এরপর আটের পাতায়

উন্নয়নের খতিয়ান

> শুধু জলপাইগুড়ি জেলায় পথশ্রী প্রকল্পে ৩৪৯ কোটি টাকা খরচ করে ১০৮৪ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এর পরেও যাঁরা টাকার হিসাব চাইছেন, তাঁদের লজ্জা নেই।
>
> - মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ মে : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগের অন্ত নেই। কিন্তু তাতে বাংলায় যে উন্নয়ন থমকে নেই, সেটাই বোঝালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে তাঁর ভাষণের প্রায় ৫২ মিনিট ধরে ছিল শুধু উন্নয়নের খতিয়ান। এজন্য লিখিত ফিরিস্তি পড়ে শোনান মুখ্যমন্ত্রী। 'আমি ম্যাজিশিয়ান নই যে, সবকিছু রাতারাতি করে দেব' বলেও তিনি দাবি করলেন, 'ভোটের আগে যা যা বলেছিলাম, সবটাই করে দিয়েছি।'

উপলক্ষ্য ছিল সরকারি পরিষেবা বিলি। শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়িতে হেলিপ্যাড ময়দানে মঙ্গলবার ওই কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিলেন তাঁর ভাষায় বিরূপ সমালোচনার, নেতিবাচক খবরের। তাঁর কথায়, 'বাংলায় যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে, ওরা তা দেখতে পায় না। শুধু কুৎসা করে, অপপ্রচার করে। ওরা কুৎসা করুক, রাজ্যে ৯৭টি সামাজিক প্রকল্পে আমরা কাজ করে যাব।'

উত্তরবঙ্গের আট জেলার মানুষ কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন, তার তালিকা তুলে ধরে মমতা বলেন, 'আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি। ১০০ দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনা, গ্রামীণ রাস্তা ইত্যাদি প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক বরাদ্দ আটকে রেখেছে। কিন্তু আমরা সমস্ত কাজ করাচ্ছি। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি দিয়েছি। বাংলার বাড়িও দিচ্ছি।'

স্কুল ছাত্রীর হাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। -সূত্রধর

শিলান্যাস

- ধূপগুড়িতে ১০০ শয্যার মহকুমা হাসপাতাল, বরাদ্দ ২৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা
- বানারহাটে ৩০ শয্যার গ্রামীণ হাসপাতাল, বরাদ্দ ৩০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা
- মালবাজার থেকে বড়দিঘি পর্যন্ত রাস্তা, বরাদ্দ ১৩ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা
- রাজগঞ্জের ঠাকুরনগরে ১০ শয্যার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বরাদ্দ ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা
- শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় বায়োমাইনিং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বরাদ্দ ৪৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা
- বিধাননগর বাজারের মানোন্নয়ন, বরাদ্দ ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা

তাঁর হিসেবে, কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাওনা। পুরো টাকাটাই কেন্দ্র আটকে রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'এই রাজ্যে আমি সবার জন্য সবাইকে নিয়েই উন্নয়নের কাজ করি। যে কারণে আমি দাঙ্গা চাই না। শান্তি চাই, স্বস্তি চাই।' যদিও বিজেপি বা অন্য কোনও দলের নাম মুখে আনেননি তিনি। শুধু বলেছেন, 'দাঙ্গা হলে রাজনীতির লোকেরা দাঙ্গা করার সুযোগ পেয়ে যাবে।'

বিজেপির নাম একবারই উচ্চারণ করেছেন চা বাগানের সমস্যা বলতে গিয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'ভোটের আগে বিজেপির এক নেতা বলেছিলেন, সব চা বাগান খুলে দেব। কিন্তু বিজেপি একটাও বাগান খুলতে পারেনি। আমরা দায়িত্ব নিয়ে আলিপুরদুয়ারে আটটি এবং জলপাইগুড়িতে সাতটি চা বাগান খুলেছি।

এরপর আটের পাতায়

পথে মারধর হাসপাতালকর্মীকে

নিরাপত্তায় প্রশ্ন কোচবিহারে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ মে : কোচবিহার শহরের নিরাপত্তা আরও একবার প্রশ্নের মুখে। সোমবার রাতে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে ডিউটি সেরে ফেরার পথে হাসপাতালের সামনেই সেখানকার এক কর্মীকে দুষ্কৃতীরা বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় আনন্দ সেন নামে ওই কর্মীকে ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়। কী কারণে তাঁকে মারধর করা হল তা আনন্দের কাছে পরিষ্কার নয়। কয়েক মাস আগে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে রাতের বেলায় শহরে এক ব্যবসায়ীকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। শহরে চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা তো লেগেই রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এধরনের ঘটনা ঘটায় রাতের শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন জোরালো হচ্ছে। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'পুলিশের তরফে নিয়মিত টহলদারি চলে। হাসপাতালের ওই কর্মীকে মারধরের ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

আনন্দ এমজেএন মেডিকেলের ইসিজি টেকনিসিয়ান। সোমবার ডিউটি শেষ করে রাত আটটা ২০ মিনিটের দিকে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ১ নম্বর কালীঘাট রোড এলাকায় বাড়িতে ফিরছিলেন। তার আগেই হাসপাতাল চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় বেশ কয়েকজন তাঁকে আটকে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। আনন্দ বললেন, 'স্কুটারে চেপে কয়েকজন এসে আমার পথ আটকে দাঁড়ায়। কিছু না বলেই মারধর করতে থাকে। কারও সঙ্গে আমার কোনও ঝামেলা হয়নি। তাই কী কারণে আমার ওপর আক্রমণ তা কিছুই ঝুঝে উঠতে পারছি না।' সবকিছু জানিয়ে আনন্দর স্ত্রী পিংকি বর্মন মঙ্গলবার কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। দোষীদের কড়া শাস্তির জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন।

আক্রমণের কারণ নিয়ে পুলিশও দ্বিধায় পড়েছে। তারা ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। সোমবার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠন ডিএসও এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) মধ্যে সংঘর্ষ হয়। কয়েকজন ডিএসও কর্মী এমজেএন মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। ডিএসও-র অভিযোগ ছিল, তৃণমূলের কয়েকজন কর্মী হাসপাতালের ভিতরে তাদের উপর নজর রাখছিল। বাইরে গেলে ডিএসও কর্মীদের মারধর করা হবে বলে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও ওঠে।

এরপর আটের পাতায়

ধন্দে পুলিশ

- বাড়ি ফেরার পথে এমজেএনের সামনেই এক কর্মীকে বেধড়ক মারধর
- আনন্দ সেন নামে ওই কর্মীকে ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়
- ঠিক কী কারণে ওই ব্যক্তির ওপর আক্রমণ তা পরিষ্কার নয়, ধন্দে পুলিশ
- টিএমসিপি ভুল করে ঘটনাটি ঘটিয়েছে বলে ডিএসও'র অভিযোগ, মানতে চায়নি তৃণমূলের সংগঠন

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রবির বিরোধ চরমে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ মে : সোমবার শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুরজ ঘোষ কোচবিহার পুরসভার বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলেছিলেন। মঙ্গলবার ব্যবসায়ী সমিতির জেলা সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধেই সরাসরি কর ফাঁকি দেবার অভিযোগ তুললেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এছাড়াও মিউটেশন ফি, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি নিয়ে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ নিয়েও পালটা সরব হয়েছেন রবি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ করায় কোচবিহার পুরসভার সঙ্গে জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সংঘাত আরও বাড়ল বলেই মনে করছে সব মহল।

মঙ্গলবার পুরসভায় নিজের ঘরে বসে সংবাদমাধ্যমের কাছে সুরজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন রবি। গতকালই রবি বলেছিলেন, সুরজ মুখ্যমন্ত্রীকে বিভ্রান্ত করছেন। মঙ্গলবার তিনি বলেন, 'জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জমির ব্যবসা করেন। তার কোনও লাইসেন্স নেই। প্রোমোটারি করেন। তারও কোনও লাইসেন্স নেই। তিনি রেডিমেড গার্মেন্টসের ব্যবসার জন্য দুটি ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে সেই জায়গায় দুটো শোরুম চালাচ্ছেন। গার্মেন্টসের ট্রেড লাইসেন্সের জন্য ৭০০ টাকা করে ট্যাক্স দিতে হয়। অথচ একটি শোরুমের ট্যাক্স ৮০০০-৮৫০০ টাকা করে।

এরপর আটের পাতায়

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT **SILIGURI** Ph: 9311399671. RENAULT **GANGTOK** Ph: 8929207318. RENAULT **MALDA** Ph: 8527236841. RENAULT **RAIGANJ** Ph: 9311700645. RENAULT **ASANSOL** Ph: 8527240471. RENAULT **BALURGHAT** Ph: 7428438946. RENAULT **BANKURA** Ph: 9667215385. RENAULT **BURDWAN** Ph: 8130499627. RENAULT **BERHAMPORE** Ph: 8527235410. RENAULT **BONGAIGAON** Ph: 9582232858. RENAULT **DURGAPUR** Ph: 8527240447. RENAULT **KRISHNANAGAR** Ph: 8448488211. RENAULT **SINGUR** Ph: 9311700650. RENAULT **SURI** Ph: 8377905404. **KOLKATA:** RENAULT **KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD)** Ph: 8527234918, RENAULT **KOLKATA SOUTH (ALIPORE)** Ph: 8527240425, RENAULT **RAJARHAT** Ph: 8527240370, RENAULT **BT ROAD** Ph: 9311489001. RENAULT **KHARAGPUR** Ph: 9933376767.

শিলিগুড়ি প্রধান শাখা
জেলা : দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(Erstwhile Allahabad Bank)

আইএফএসসি কোড : আইডিআইবি000S692
ইমেল : s692@indianbank.co.in

রেফ : বিআর/এসএলজি/২০২৪-২৫/পান্না ট্রেডিং / পুনরুদ্ধার নোটিশ তারিখ : ১৩.০৫.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

প্রতি,

১) মেসার্স পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশন স্বত্বাধিকারী : শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার (ঋণগ্রহীতা)
২) ঠিকানা : ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধান নগর, ওয়ার্ড নং – ৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ – ৭৩৪০০৩

২) শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার, কানহাইয়া লাল খটিক-এর পুত্র (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা)
ঠিকানা : ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধান নগর, ওয়ার্ড নং – ৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ – ৭৩৪০০৩

ম্যাডাম / প্রিয় স্যর

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২) সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর অন্তর্গত রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি হিসেবে, অ্যাকাউন্ট নং (নগদ আমানত প্রদত্ত এমএসএমই লোন অ্যাকাউন্ট নং – ৫০৫১৬৮৮৩৬৫৭) পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশনের দ্বারা সুবিধা সরবরাহকারী, শাখা : শিলিগুড়ি প্রধান স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের নোটিশ।

সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে ০৬.০১.২০২৪ তারিখে ৬০ দিনের একটি চাহিদা নোটিশ ধার্য করা হয়েছে। নোটিশটিতে ঋণগ্রহীতা(গণ) / এবং জামিনদাতা(গণ) / প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে নিম্নে উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি / সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতা এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা বন্ধকরত / চার্জড এবং সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্গত সেকশন ১৩(৪)-এর আইনগত বিধিবদ্ধতা মেনে চলার দ্বারা সম্পত্তিগুলির দখল (প্রতীকী) করা হয়েছে।

[illegible]

তারিখ : ১৩.০৫.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিল কার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি – ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৫৪০১১৭, ইমেল : S692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট-IV-এ (রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিক্রয় নোটিশ

[illegible]

তারিখ : ২০.০৫.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড
ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in | ই-অকশন ওয়েবসাইট | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৯০৮৩৭০১৮১৫

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৫৪০১১৭, * ইমেল : S692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট-IV-এ (রুল ৮(৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

[illegible]

তারিখ : ২০.০৫.২০২৫, স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড
ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in | ই-অকশন ওয়েবসাইট | সম্পত্তির অবস্থান | সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৯০৮৩৭০১৮১৫

পিছোল রেড পান্ডা গণনা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২০ মে : আবহাওয়ার কারণে আপাতত পিছিয়ে গেল রেড পান্ডা গণনা। চলতি মাসেই নেওড়াভ্যালি ও সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে রেড পান্ডা গণনার কথা ছিল। বর্তমানে পাহাড়ে এখন রোজই বৃষ্টি হচ্ছে। সেই কারণে গণনার কাজে সমস্যা হবে দেখে বন দপ্তর সিদ্ধান্ত বদল করেছে। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, 'আগামী নভেম্বরে গণনা করার কথা ভেবে রাখা হয়েছে। এর মাঝে যদি আবহাওয়া ভালো হয় তবে তখনও প্রচেষ্টা করা হবে।'

পাহাড়ের দুই জাতীয় উদ্যানে রেড পান্ডা গণনার জন্য বন দপ্তর মোট ৫০টি টিম তৈরি করে রেখেছে। কালিম্পংয়ের নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০-১০ হাজার ফুট উঁচুতে। ৮৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। অন্যদিকে, সিকিম ও নেপাল সীমান্তের সিঙ্গালিলা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৩০০ ফুট উঁচুতে। এই জাতীয় উদ্যানের সবচেয়ে উঁচু এলাকাটি ৭ হাজার ফুট উচ্চতায়। আয়তন ২০৩ বর্গকিলোমিটার। পাহাড়ে বৃষ্টিপাতের জন্য বিশেষ করে উঁচু এলাকার জঙ্গলে কাজ করতে গিয়ে বনকর্মীদের অসুবিধা হয়। পাশাপাশি বৃষ্টির কারণে রেড পান্ডার বিষ্ঠা সংগ্রহ করাও সমস্যাজনক। ওই বিষ্ঠা হায়দরাবাদের ল্যাবরেটরিতে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে রেড পান্ডার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এর আগে শেষবার রেড পান্ডা গণনা হয়েছে ২০১৯ সালে। তখন সিঙ্গালিলায় ৩২টি ও নেওড়াভ্যালিতে ৩৫টি রেড পান্ডার হদিস মিলেছিল। রেড পান্ডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজার্ভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন) রেড পান্ডাকে বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পূর্ব হিমালয়ে এদের বাস। দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক রেড পান্ডার সংরক্ষণে তোপকেদাড়াতে সাফল্যের সঙ্গে একাধিক কৃত্রিম প্রজনন করেছে।

৩০ কিমি বাইক চালিয়ে রক্তদান

শীতলকুচি, ২০ মে : প্রায় ৩০ কিলোমিটার বাইক চালিয়ে এসে মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন এক তরুণ। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গায়। শীতলকুচি ব্লকের দেওয়ানকোট জয়দুয়ার গ্রামের গৃহবধূ সুস্মিতা বর্মন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। সুস্মিতা গর্ভবতী, শরীরে হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়ায় রক্তের প্রয়োজন পড়ে। তাঁর রক্তের গ্রুপ 'এ' পজিটিভ।

ব্লাড ব্যাংকে ওই গ্রুপের রক্ত মিলছিল না। পরে সুস্মিতার প্রতিবেশী মিরাজুল ইসলাম রক্তের প্রয়োজন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। ওই পোস্টে সাড়া দিয়ে শীতলকুচি ব্লকের নগরলালবাজার গ্রামের তরুণ আনারুল ইসলাম রক্ত দান করতে এগিয়ে আসেন। তরুণের বাড়ি মাথাভাঙ্গা শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে।

এই দীর্ঘপথ বাইক চালিয়ে এসে রক্তদান করেন আনারুল। তাঁর এই মহৎ কাজের প্রশংসা করেছেন অনেকেই। আনারুল বলেন, 'এক মায়ের জীবন বাঁচাতে পেরে ভালো লাগছে। আগামীদিনেও এই কাজ করে যাব।' রক্ত পেয়ে খুশি সুস্মিতা বর্মনের পরিবার। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে আনারুলকে।

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
EXAMINATION NOTIFICATION
[P.G. & U.G. under D.E. Mode]

The students are requested to visit www.nbu.ac.in or https://cdoe.nbu.ac.in for detailed information regarding P.G. & U.G. Odd & Even Semester Examinations (under Distance and Online Education Mode) held in July, 2025.

Advt. No. 05/R-2025, Dated : 21.05.2025 Registrar (Addl. Charge)

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৬৬/০০১/২৫-২৬, তারিখ : ১৬-০৫-২০২৫। নিচের স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : কেটি২৫৫২৮২;
বন্ধ/খোলার তারিখ : ০৫-০৬-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (কপার কন্ডাক্টর) স্পেসিফিকেশন নং: আইআরএস: এস-৬৩/২০১৪ (রিভি ৪.০) বা টেন্ডার খোলার তারিখ অনুযায়ী সর্বশেষ সংশোধনী অনুসারে, সাইজ: ১২ কোর × ১.৫ বর্গমিমি।
প্রাপক:-এসএসই/এসআইজি /মালদা টাউন, এনএফআর। পরিমাণ:- ১৮ কিমি।
দ্রষ্টব্য :- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য দরদাতা ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) দেখতে পারেন। উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক দরদাতাদেরকে অবশ্যই উক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করে তাদের অফার ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদেরকে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং অথরিটি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং-এর উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/৪৫/২৫-২৬, তারিখ : ১৬-০৫-২০২৫; নিচের স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: ডিওয়াইসিইই-পিএস- [illegible]
[illegible] www.ireps.gov.in [illegible]
ডেপুটি সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

[illegible] www.ireps.gov.in [illegible]
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

রঙ্গিয়া মণ্ডলে টিআরডি সম্পর্কীয় কাজ

[illegible] টেন্ডার রাশি: ৮২,৬০,৭৩৬.২৯/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৬৬,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩১-০৫-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

কোন গতিপথে ঘুরবে, রাই ও নীলুর জীবন?
মিঠিঝোরা তোলপাড় ৩ দিন রাত ১০.১৫ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সংসার সংগ্রাম, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ সুদ আসল, সন্ধে ৭.০০ চ্যাম্পিয়ন, রাত ১০.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো, ১.০০ জ্যাকপট
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অন্যায় অবিচার, বিকেল ৪.৩০ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.৩০ ঘাতক, রাত ১০.৩০ রংবাজ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ লোফার, দুপুর ২.০০ আসল নকল, বিকেল ৫.০০ জীবন যুদ্ধ, রাত ১০.৩০ গীত সংগীত, ১.০৫ পাসওয়ার্ড
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ব্যবধান
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আঘাত
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সমাধান
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.১৯ কুলি নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.৫২ বঙ্গারাজু, বিকেল ৪.৫২ বজরঙ্গী-টু, সন্ধে ৭.৫৫ ফাইভডি, রাত ১০.৫৫ গুমনাম
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.৪৫ কর্জ, দুপুর ২.১৫ হিরো, বিকেল ৪.১৫ বীরে দি ওয়েডিং, সন্ধে ৬.৩০ হমরাজ, রাত ৯.০০ এক ভিলেন, ১১.১৫ আনইন্ডিয়ান
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪১ বীরে দি ওয়েডিং, দুপুর ১.৪৯ বব বিশ্বাস, বিকেল ৪.০৯ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৬.৩০ দ্য তাসখন্দ ফাইলস, রাত ৯.০ বরেলি কি বরফি, ১১.০৩ জওয়ানি জানেমন
স্টার মুভিজ : দুপুর ১.১৫ টেকেন-টু, বিকেল .৫০০ জন কার্টার, সন্ধে ৭.০০ অ্যাকুয়াম্যান অ্যান্ড দ্য লস্ট কিংডম, রাত ৯.০০ ন্যাশনাল ট্রেজার, ১১.০০ গডজিলা ভার্সেস কং

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ
সন্ধে ৬.০০ **সান বাংলা**

আনইন্ডিয়ান রাত ১১.১৫
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

রোশনাই রাত ১০.০০ **স্টার জলসা**

অ্যাফিডেভিট

গত ৪/৩/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st class J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Manju Das থেকে Manju Rani Das হলাম। Manju Das এবং Manju Rani Das একই ব্যক্তি। (C/115570)

E-Tender notice

Sealed tender are hereby invited by the Executive Officer, H.C.Pur-I Panchayat Samity under 15th FC (Tied) vide Memo No. 289/H.C.Pur-I, Date : 15/05/2025. Interested persons may visit https://wbtenders.gov.in for details.

Sd/-
Executive Officer
H.C.Pur-I, Panchayat Samity
Malda

কাটিহার ডিভিশনে ডাটা লগার টার্মিনালের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-০৯, তারিখ: ১৬-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে এফট্রোনিক্স নির্মিত ডাটা লগার টার্মিনাল [illegible]
[illegible] http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙ্গিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ১৬-০৫-২০২৫; [illegible]
[illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

গুয়াহাটিতে এলুমিনো ধার্মিক ওয়েলডিং পোর্শনের যোগান

[illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
মাণ্ডলিক অভিযন্তা/গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্স (WB63 20190005891) ROBEL HOSSAIN থাকায় 14-05-2025 সদর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে RUBEL HOQUE হলাম, বলাইরহাট, বলরামপুর, কোচবিহার। (C/116517)

ভুলবশত আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর WB 63 19920908549-এ তরুণ কুমার বিশ্বাস হওয়ায়, দিনহাটা নোটারি কোর্টে 19/5/25 ইং তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে তরুণ বিশ্বাস হলাম। পিতা, মৃত পিতর বিশ্বাস। তরুণ বিশ্বাস / তরুণ কুমার বিশ্বাস একই ব্যক্তি। গ্রাম, বড় আটিয়াবাড়ি, কোচবিহার। (D/S)

ড্রাইভিং লাইসেন্স (No WB6920090000359)-এ আমার নাম ভুলবশত Bidhu Paul উল্লেখ থাকায় ২০/৫/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bidhu Paul থেকে Biddu Paul হলাম। (C/115571)

কর্মখালি

পরিশ্রমী floor manager - under 30, H.S.(P) চাই। Mall in Gangtok. 9434117292. (C/116355)

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/116355)

প্রচুর সিকিউরিটি গার্ড চাই। স্থান : শিলিগুড়ি (M) 8170837161, রায়গঞ্জ (M) 9046427575, গঙ্গারামপুর (M) 9064417137. থাকা, খাওয়া এবং OT সুব্যবস্থা আছে। (C/116355)

Math, English, General Studies, Reasoning Faculty and Office Staff required for a Govt. Exams preparation coaching institute for its Coochbehar and Alipurduar Branch. Interested Candidate may contact - 7407762660. (C/115936)

হারানো/প্রাপ্তি

I Rupam Roy lost my Caste Certificate No. 14/FKT/SC, 15/01/2015 on 16/05/2025 while traveling. If found contact to 7548950270. (B/S)

ব্যবসা

পার্টটাইম কাজ / ফুলটাইম কাজ - Be Your Own Boss, Flexible Work Hours, Work from home / office, any background. ফোন : 9874601682. (K)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
North Bengal Development Department
ABRIDGED NOTICE

Walk-in-interview for Accountant (Contractual) and Accounts Clerk (Contractual) will be held on 04.06.2025 from 11.00 am at the North Bengal Development Department Annex Building Conference Hall, Uttarkanya.
For details pl contact at No-0353-2568143/ 0353-2568077 or see the Notice Board of the department.

Sd/-
Joint Secretary
to the Government of West Bengal

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ০৪/২০২৫, তারিখ : ১৬-০৫-২০২৫। নিচের স্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
ক্রম. নং : ১; টেন্ডার নং : ০১২৪৫২৬৪

কাজের বিবরণ	টেন্ডার পরিমাণ	টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
পিএসসি স্লিপার ১ ইন ১২ ৬০ কেজি ওয়েল্ড যোগ্য সিএমএস ক্রসিং (ভাউচ সিএমএসসি) উৎপাদন ও সরবরাহ আরডিএসও'র ড্রয়িং নং ৬৪১২।	পিএল নং ৬০০৬০২৭০ = ৫০ সেট	০৬০৬২০২৫

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেন। উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক বাক্তিদের অবশ্যই উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ ইন করে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের অফার জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০-এর অধীন সার্টিফাইং এজেন্সিগুলো থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করুন।
পিসিএমএম/সিওএস, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। নতুন ফ্ল্যাট বা বাড়ি নেওয়ার সিদ্ধান্ত। বৃষ : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সামান্য মনোমালিন্য। মিথুন : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানসিক শান্তি। কর্কট : নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। বাবার পরামর্শে দাম্পত্যের জটিলতা কাটবে। সিংহ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। কন্যা : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে উৎকণ্ঠার কারণ নেই। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। সন্তানে সুখ। তুলা : মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। জীবনের কোনও স্বপ্নপূরণ আজ। পেটের রোগে দুর্ভোগ। বৃশ্চিক : বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসবে। মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। পদোন্নতি। ধনু : ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। ছোট্ট কোনও বিষয় নিয়ে অযথা আশঙ্কা। মকর : স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। খুব পরিশ্রমে যাবে দিনটি। ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরবে। কুম্ভ : অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকুন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। মীন : সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ করে ফেলতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ৩১ বৈশাখ, ২১ মে, ২০২৫, ৬ জেঠ, সংবৎ ৯ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২২ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১১। বুধবার, নবমী রাত্রি ১০।৩২। শতভিষানক্ষত্র দিবা ২।৪৬। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ৮।৫৭। তৈতিলকরণ দিবা ১১।২২ গতে গরকরণ রাত্রি ১০।৩২ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ২।৪৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ২।৪৬ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, রাত্রি ১০।৩২ গতে উত্তরে। কালবেলাদি- ৮।১৬ গতে ৯।৫৫ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।১৬ গতে ৩।৩৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ২।৪৬ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১০।৫৭ গতে যাত্রা মধ্যম পুনঃ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৫ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ১।৫০ গতে ৫।২৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫০ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ১।২৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার করিমপুরে পথ দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা একটি ছোট গাড়িতে কলকাতায় যাচ্ছিলেন। কলকাতা থেকে করিমপুরগামী একটি বাস দ্রুতগতিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছোট গাড়িটিকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা জখমদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে পাঁচজনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

ডাম্পারের চাকায় ছিন্নভিন্ন

ছেলেকে দিয়ে দেহ তোলাল পুলিশ

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২০ মে : পাথর বোঝাই ডাম্পারের চাকায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া বাবার দেহাংশ ছেলেকে দিয়ে রাস্তা থেকে তোলাল পুলিশ। হাড়হিম করা সেই দৃশ্য চাক্ষুষ করে সোমবার রাতে কার্যত শিউরে ওঠেন পূর্ব বর্ধমানের গুসকরার বাসিন্দারা। মৃতের ছেলে সুদীপ দাস মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা আমার বাবার দেহের টুকরো টুকরো অংশ আমাকেই তুলতে বলেছিল পুলিশ।' পুলিশের এমন অমানবিক ভূমিকায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। ঘটনার কথা জেনে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে আইনজীবীরা।

সোমবার রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে গুসকরা বাস টার্মিনার্সের কাছে। পাথর বোঝাই একটি ডাম্পার পিষে দেয় লটারির টিকিট বিক্রেতা প্রদীপকুমার দাসকে। সেখানেই দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন প্রদীপের ছেলে সুদীপ, পৌঁছোয় গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশও। এরপরেই পুলিশ সুদীপকে তাঁর বাবার দেহাংশ রাস্তা থেকে তুলতে বলে। এই বিষয়ে জেলার পুলিশ সুপার সায়ক দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখছি কী হয়েছে।' ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিন্দার ঝড় তুলেছেন সকলে।

ঝুলেই রইল নিয়োগ

কলকাতা, ২০ মে : সুপার নিউমেরারি বা অতিরিক্ত শূন্যপদে আপাতত নিয়োগ নয়। কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর একক বেঞ্চ অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগের ওপর স্থগিতাদেশ পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন তালিকাভুক্ত চাকরিপ্রার্থীরা। মঙ্গলবার এই মামলাতেই ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, একক বেঞ্চে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। ফলে ১৬০০ অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগের বিষয়টি ঝুলেই রইল।

অর্থ সংকটে নয়া পন্থা

উদ্বৃত্ত বরাদ্দ ফেরত দিতে সব দপ্তরকে নির্দেশ নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ মে : সরকারের সব দপ্তরের খরচ না হওয়া বরাদ্দ অর্থ চেয়ে পাঠাল নবান্নে অর্থ দপ্তর। গত আর্থিক বছরের দপ্তরগুলির খরচ না হওয়া বিভিন্ন খাতের টাকা ফিরে পেতেই অর্থ দপ্তর সব দপ্তরকে জরুরি ভিত্তিতে এই সার্কুলার (১৬২৯ এফওয়াই) পাঠিয়েছে। চলতি মাসের ৩১ মে'র মধ্যে দপ্তরগুলিকে অব্যবহৃত ওই টাকা ফেরত দিতে হবে। অর্থ দপ্তর সূত্রে মঙ্গলবার নবান্নের খবর, গত আর্থিক বছরের (২০২৪-২৫) ৩১ মার্চের মধ্যে সব দপ্তরকেই বিভিন্ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে অর্থ দপ্তর, যাতে দপ্তরগুলি আর্থিক বছরের পুরো বরাদ্দ অর্থ কাজে লাগাতে পারে। যদিও আর্থিক বছরের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে বরাদ্দ অর্থের পুরোটা কাজে লাগানো দপ্তরগুলির পক্ষে সম্ভব হয় না। সব দপ্তরেরই কিছু টাকা থেকে যায়। বিভিন্ন ব্যাংকে তা জমা থাকে। এবার ব্যাংকে গচ্ছিত দপ্তরগুলির খরচ না হওয়া অর্থ এ মাসের মধ্যেই ফেরত চায় অর্থ দপ্তর।

নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, প্রবল আর্থিক সংকটের কারণে চাপ সামলাতে রাজ্য সরকার এখন হন্যে হয়ে অর্থ সংস্থানের মরিয়া চেষ্টা শুরু করেছে। একদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে বিপুল পরিমাণ অর্থ জোগাড়ের চেষ্টা। অন্যদিকে রাজকোষ ও রাজস্ব ঘাটতির চাপ সামাল দিতে অর্থ দপ্তরের লাগাতার চেষ্টা। সব মিলিয়ে বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও প্রায় দিশাহারা অবস্থা নবান্নের অর্থ দপ্তরের। তার মধ্যে রাজ্য যদি আবার ২৭ জুনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ)-র ২৫ শতাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে অর্থ দপ্তরের শিরে সংক্রান্তির আশঙ্কা। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, অর্থের সংস্থান করতেই হবে অর্থ দপ্তরকে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে সব সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতেই হবে। এতে কোনও ছাড় নেই। এই নির্দেশের পর নবান্নে অর্থ দপ্তরে এখন যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার নবান্নে অর্থ দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'যেখান সেখান থেকে এখন টাকা পাওয়ার সুযোগ আছে। আমরা তা উদ্ধারে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। সেই লক্ষ্যে এখন বিভিন্ন দপ্তরের খরচ না হওয়া অর্থ চলতি মাসের মধ্যে পেতে জরুরি পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

জরুরি ব্যবস্থা

- প্রবল আর্থিক সংকটের কারণে রাজ্য সরকার এখন হন্যে হয়ে অর্থসংস্থানের মরিয়া চেষ্টা করেছে
- একদিকে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে বিপুল পরিমাণ অর্থ জোগাড়ের চেষ্টা
- অন্যদিকে রাজকোষ ও রাজস্ব ঘাটতির চাপও সামাল দিতে হচ্ছে
- এই সমস্ত কারণে এখন বিভিন্ন দপ্তরের খরচ না হওয়া অর্থ পেতে জরুরি পদক্ষেপ করছে নবান্ন

শস্যবিমায় ১৫৮ কোটি

কলকাতা, ২০ মে : গত রবি মরশুমে খারাপ আবহাওয়ার কারণে রাজ্যের আলু চাষিদের ক্ষতি হয়েছিল। মঙ্গলবার ১ লক্ষ আলু চাষির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বাংলা শস্যবিমা প্রকল্পে মোট ১৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এদিন এই খবর জানিয়ে বলেছেন, '২০১৯ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে মোট ৩৭২০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছে। আগামীদিনেও রাজ্য সরকার রাজ্যের কৃষকদের পাশে থাকবে।'

ছবি 'বিকৃত'

কলকাতা, ২০ মে : পাক গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া জ্যোতি মালহোত্রার সঙ্গে সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্যের ছবি এআই দিয়ে বিকৃত করে ভাইরাল করা হয়েছে। এই অভিযোগে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন সৃজন। তাঁর অভিযোগ, ওই ছবি আসলে ব্রিগেডের সময় তাঁর সঙ্গে এক এসএফআই কর্মীর ছবি। কিন্তু তা বিকৃত করা হয়েছে। সৃজনের দাবি, রাজনীতিতে এঁটে উঠতে না পেরে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে।

৩২ হাজার নিয়োগে যুক্তি পর্ষদের

টাকা দিয়ে চাকরির প্রমাণ মেলেনি

কলকাতা, ২০ মে : টাকা দিয়ে চাকরি হয়ে থাকার প্রমাণ মেলেনি বলে প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি মামলায় আদালতে যুক্তি দিল রাজ্য। এই মামলায় প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে পর্ষদের আইনজীবী দাবি করেন, তিনি বিচারপতির মতো আচরণ না করে আইনজীবীর মতো আচরণ করেছেন। অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের একাংশের বক্তব্যের ভিত্তিতে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে তা যথাযথ নয় বলে সওয়াল পর্ষদের। পর্ষদের যুক্তি, দুর্নীতি আর অনিয়ম একই বিষয় নয়। দুর্নীতির কথা বলা হলেও কাউকে চিহ্নিত করা যায়নি। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'একজন চাকরিপ্রার্থী দুর্নীতির অভিযোগ করে মামলা করতে পারে। তবে পর্ষদের অন্দরে কী ঘটছে তা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়।'

পর্ষদের দাবি, অকৃতকার্যদের বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল একক বেঞ্চ। সেই পথে এগিয়েছে রায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, যে প্রক্রিয়ায় বিশাল সংখ্যক পরীক্ষার্থী যুক্ত রয়েছে, সেখানে সতর্কভাবে পদক্ষেপ করতে হয়। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা কেউ ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন না। বেশি নম্বর দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগে সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা যায় কি? তবে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী জানতে চান, পর্ষদ নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনার বিষয়ে কী কী নির্ভরযোগ্য পদক্ষেপ করেছে। পর্ষদ জানায়, ১ লক্ষ ২০ হাজার প্রার্থী অংশ নেয়। ৪২ হাজারের বেশি শূন্যপদ ছিল। দুর্নীতির অভিযোগ করলে প্রমাণ করতে হয়। যদিও পর্ষদ এদিন সম্পূর্ণ বক্তব্য শেষ করতে পারেনি। ১২ জুন মামলার পরবর্তী শুনানি।

আলিপুরে সবুজ অ্যানাকোন্ডা

কলকাতা, ২০ মে : আলিপুর চিড়িয়াখানায় চেন্নাই থেকে সবুজ অ্যানাকোন্ডা আনার কথা চলছে। কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলেই চেন্নাইয়ের মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাংক থেকে সেটিকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হবে। সম্প্রতি চিড়িয়াখানার একটি দল মাদ্রাজ গিয়ে ওই অ্যানাকোন্ডা পছন্দ করে এসেছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু কেন্দ্রের অনুমতির অপেক্ষা। দীর্ঘদিন ধরে সবুজ অ্যানাকোন্ডা আনার পরিকল্পনা ছিল চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের। বিদেশেও খোঁজ করা হয়েছিল।

চ্যালেঞ্জ

কলকাতা, ২০ মে : চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য ২৫ ও ২০ হাজার টাকা করে ভাতা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বঞ্চিত চাকরিহারারা। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

কমিটিতে অভিষেক, অস্বস্তিতে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ মে : সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তিতে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে রাজ্য বিজেপি। ইউসুফ পাঠানকে অন্তর্ভুক্ত করেও শেষপর্যন্ত তৃণমূলের শর্তে যেভাবে তাঁর জায়গায় অভিষেককে নেওয়া হল, তাতে মোদি-শা'র মমতা নির্ভরতাই আবার একবার স্পষ্ট হল বলে দাবি করেছে রাজ্য বিজেপির একাংশ। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে যা নিশ্চিতভাবেই দলের অস্বস্তি বাড়াল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে বঙ্গ বিজেপির অন্দরে। দিল্লির এক্তিয়ারকে কার্যত চ্যালেঞ্জ করে ইউসুফ পাঠানের নাম প্রত্যাহার করার ঘোষণার পর, রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেছিলেন, এটা কোনও রাজনৈতিক সফর নয়। কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল। ফলে এই দলের সদস্য নির্বাচনের এক্তিয়ার কেন্দ্র সরকারের। কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য বলেছিলেন, এটা ভারত সরকারের প্রতিনিধিদল। এখানে বিভাজনের রাজনীতি করা উচিত নয় মুখ্যমন্ত্রীর। চাপ বাড়াতে পাকিস্তানের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তৃণমূল কথা বলতে চায় না বলে সুর চড়িয়েছিলেন মালব্য।

কিন্তু সেই এক্তিয়ারের প্রশ্নেই কেন্দ্র যেভাবে মমতার শর্তের কাছে কার্যত মাথা নোয়াল, তাতে অশনি সংকেত দেখছে বঙ্গ বিজেপি। যদিও এদিন মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলের সমালোচনা করে প্রতিনিধিদলের সদস্য ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'তৃণমূলে উত্তরাধিকারই শেষ কথা। তৃণমূল যেভাবে বয়কট করেছিল, তাতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের মুখরক্ষা করতে কেন্দ্রকে এটা মেনে নিতে হয়েছে।'

রানাঘাটে তিরঙ্গা যাত্রার শেষে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও কটাক্ষ করে বলেন, 'আমি তো বলেছি এটা একটা কোম্পানি। মমতা বন্দোপাধ্যায় হলেন চেয়ারপার্সন আর ভাইপো ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বাকি সব চাকর-বাকর। বাকি সব ল্যাম্প পোস্ট।'

পাঠ্যক্রমে নয়া কোর্স

কলকাতা, ২০ মে : সিমেস্টার ব্যবস্থায় উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে যুক্ত হওয়া নতুন বিষয়গুলি সম্পর্কে পড়ুয়াদের স্বচ্ছ ধারণা দিতে নতুন কোর্স শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। 'বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম' নামে এই কোর্স শুরু হবে ২৬ মে থেকে।

এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স, বিজনেস ম্যাথেমেটিক্স অ্যান্ড বেসিক স্ট্যাটিসটিক্স, বেসিক ম্যাথেমেটিক্স ফর সোশ্যাল সায়েন্সেস এবং ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচারের মতো মোট ৫টি নতুন বিষয় উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও পরিবর্তন আনা হয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন সহ অন্য বেশকিছু বিষয়ের পাঠ্যক্রমে। পড়ুয়াদেরকে নতুন বিষয়ের পঠনপাঠনের ধরন সম্পর্কে জানাতে এই প্রস্তুতিমূলক কোর্স করানো হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রতিটি বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা হবে এই কোর্সে।

অফলাইনে শিক্ষা সংসদের দপ্তর বিদ্যাসাগর ভবনে মোট ২০০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে এই কোর্সের ক্লাস করানো হবে। ২৬ মে থেকে ৩০ মে পর্যন্ত এবং ৯ জুন অফলাইনে ক্লাস হবে। চলতি বছরের জুন থেকে অনলাইনেও পড়ুয়ারা এই কোর্সে যোগদানের সুযোগ পাবেন। ১৫ জুনের মধ্যে অনলাইন ক্লাসে আগ্রহী পড়ুয়াদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'আপাতত কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলার পড়ুয়াদের জন্য এই কোর্স শুরু হচ্ছে। তবে অন্য জেলার পড়ুয়াদের জন্য আমরা শীঘ্রই ক্লাস শুরু করব।'

Terms and Conditions apply. *Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. #Cashback Offer available on selected models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. #Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of ₹ 5000. #Valid on one transaction per card/order during the offer period. #The scheme is available in selected outlets only. *3 Years Free Service Maintenance Package is available only on Deluxe variant of Activa 110 and Activa 125. *For detailed Terms and Conditions of the 3-Year Free Service Maintenance Package worth ₹ 5500, kindly contact authorised main dealers and associate dealers. *Above scheme can be withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 31st May 2025. ^Limited period special price is for Activa 110cc Std OBD2B variant in West Bengal State, for details on limited period special price kindly contact authorized main dealer and associate dealers. The features shown in the creative may not be available in all variants.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: **SILIGURI:** Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমেছে বাণেশ্বর মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায়।

জলকাদা পেরিয়ে মন্দিরে প্রবেশ

কৌশিক বর্মন

বাণেশ্বর, ২০ মে : বর্ষাকাল এখনও সেভাবে শুরু হয়নি। তবে তার আগেই বাণেশ্বর শিব মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বার থেকে বাণেশ্বর রেলগেট পর্যন্ত প্রায় ৩০০ মিটার রাস্তা সামান্য বৃষ্টিতেই জলের নীচে চলে যায়। এদিকে, সহজে সেই জল বেরও হয় না। সকালে বৃষ্টি হলে সেই জল নামতে প্রায় সারাদিন লেগে যায়। এতে স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি দর্শনার্থীরাও। মঙ্গলবার বাণেশ্বর মন্দিরে এসেছিলেন বিপুল রায়। তাঁর কথায়, 'সামান্য বৃষ্টিতেই যেভাবে রাস্তায় জল জমছে তাতে মন্দিরে পুজো দিতে আসায় অসুবিধা হয়। স্থানীয় প্রশাসনের উচিত এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা।' একই কথা বলেন সোনালি দাস, সুতপা বিশ্বাসরা।

সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তায় জল জমছে বলে জানিয়েছেন বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামল ঘোষ। তিনি বলেন, 'এই রাস্তায় জল জমায় আমি নিজে একাধিকবার অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। স্থানীয় এক ব্যক্তি রাস্তার পাশবরাবর নিকাশিনালা বন্ধ করে নিজের বাড়ির রাস্তা তৈরি করেছেন। যার ফলে এই সমস্যা হচ্ছে। আমরা সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিয়েছি। দ্রুত সুরাহা হবে।'

কোচবিহার জেলার অন্য ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম বাণেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাণেশ্বরের শিব মন্দির। সারা বছরই দর্শনার্থীদের ভিড় লেগে থাকে ওই মন্দিরে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়িতে বিজনেস মিট থেকেও একাধিকবার বাণেশ্বরের শিব মন্দিরের নাম তুলেছিলেন হেরিটেজ হিসেবে। সেই মন্দিরে যাওয়ার রাস্তার এমন পরিস্থিতি দেখেও কোনও পদক্ষেপ

শৈবধাম বাণেশ্বরে দুর্ভোগ

না করায় প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে।

গত তিন বছর ধরে ওই রাস্তায় সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে যায়। যার ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ভোগ পোহাতে হয় দর্শনার্থী থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের। ক্ষুব্ধ স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও। বাণেশ্বর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বিজনকৃষ্ণ দেবনাথ বলেন, 'এই শিব মন্দিরে সারাবছর বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ পুজো দিতে আসেন। এই রাস্তায় সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টি হলেই জল জমছে। এতে দর্শনার্থীরা যেমন অসুবিধায় পড়েন তেমনি বাজারে আসা ক্রেতারাও সমস্যার সম্মুখীন হন। বর্ষাকালে এই সমস্যা বাড়ে। সমস্যে সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।'

ফের হামলা

কোচবিহার, ২০ মে : ছাত্র ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সোমবার কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে (পিবিইউ) তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং এআইডিএসও'র সংঘর্ষ ঘটে। মঙ্গলবার ফের এআইডিএসও'র কর্মীর ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল টিএমসিপি'র বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এদিন এআইডিএসও'র কর্মী পিবিইউয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র সন্দীপকুমার বর্মনকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা মারধর করেন। মারধরের পর তাঁকে ক্যাম্পাস থেকে টোটোতে তুলে নিয়ে কোচবিহার কলেজের ইউনিয়ন রুমে নিয়ে গিয়ে ফের মারধর করা হয়।

এআইডিএসও'র কোচবিহার জেলা সম্পাদক আসিফ আলম বলেন, 'সন্দীপকে দিয়ে ফোন করানোর পর তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বাইরে রড, লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের অন্য কর্মীদের মারার জন্য। এরপর সংগঠনের তরফে আমরা বারবার থানায় ফোন করার পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে সন্দীপকে তারা ছেড়ে দেয়।' এরপর তাঁরা আহতকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানায় পুলিশ।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়নদীপ গোস্বামী অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, 'শিক্ষাঙ্গন বন্ধ রেখে লেখাপড়াকে বানচাল করতে চাইলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা রুখে দাঁড়াবে।'

আইন ভেঙে রায়ডাক থেকে তোলা হচ্ছে বালি-পাথর

বনাঞ্চলে বেআইনি কারবার

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২০ মে : সরকারি অনুমতিপত্রের অপব্যবহার করে দিনের পর দিন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মধুরভাষা সংলগ্ন রায়ডাক নদী থেকে তোলা হচ্ছে বালি-পাথর। বন দপ্তরের সংরক্ষিত এলাকাতে ওই বালি-পাথর মজুত রেখে তা চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এভাবেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে বালি-পাথর পাচারচক্র।

স্থানীয়দের অভিযোগ, খয়ার বাগান সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে ব্যবহার করে দিনের পর দিন ধরে বালি-পাথরের কারবার চলছে। তারপরও সেটা বন্ধ করতে প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি বন দপ্তরকে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এমন নীরব ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উৎপল দাস লিখেছেন, বালি-পাথরের কারবারের সঙ্গে তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-২ ব্লক সভাপতি ও সহ সভাপতি জড়িত রয়েছেন বলে বন দপ্তর কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-২ ব্লক সভাপতি চৈতি বর্মন বড়ুয়া বলেন, 'বিজেপি সবেতেই রাজনীতি খোঁজে। আমাদের কেউ এসবের মধ্যে জড়িত নেই।'

সংরক্ষিত বনাঞ্চলে মজুত অবৈধ বালি-পাথর।

ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কেউ যদি বন দপ্তরের জমিকে এভাবে কাজে লাগায় তবে অবশ্যই তদন্ত করে দেখে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

রায়ডাক নদী থেকে বালি-পাথর তুলে তা পরিবহণের জন্য স্থানীয় এক বাসিন্দা পাঁচ বছরের জন্য লিজ পেয়েছিলেন। অভিযোগ, ওই লিজের মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরেও চার বছর ধরে তিনি নদী থেকে বালি-পাথর তুলছেন। এই কাজে তাঁকে মদত দিচ্ছেন তৃণমূলের নেতারা বলে অভিযোগ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য যাতে নষ্ট না হয় তাই মধুরভাষার রায়ডাক নদীতে নতুন করে লিজ দেওয়া হয়নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময় নদী থেকে বালি-পাথর তুলে সেগুলি নদীর তীরে জমিয়ে রাখা হচ্ছে। পরে সেই বালি-পাথর চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে।

আইন অমান্য

- বন দপ্তরের সংরক্ষিত এলাকায় বালি-পাথর মজুত রেখে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে
- প্রাকৃতিক ভারসাম্য যাতে নষ্ট না হয় তাই মধুরভাষার রায়ডাক নদীতে নতুন করে লিজ দেওয়া হয়নি
- তারপরও বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করছে বালি-পাথরভর্তি ডাম্পার

স্থানীয় মিঠুন ওরাওঁ বলেন, 'আদিবাসী বনবস্তিতে জল মিশন প্রকল্পের জন্য বনাঞ্চলের ভিতর দিয়ে পানীয় জলের পাইপলাইন নিতেও বাধা দেয় আটিয়ামোচড় বন দপ্তর। অথচ দিনরাত বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে বালি-পাথরবোঝাই ডাম্পার সহ ভারী যানবাহন চলাচল করছে। এক্ষেত্রে আটিয়ামোচড় বন দপ্তর কেন চুপ করে রয়েছে।'

সংরক্ষিত এলাকা থেকে বালি-পাথর তোলা নিয়ে তর্জায় জড়িয়েছে বিজেপি ও তৃণমূল। শাসকদলকে তোপ দেগে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি বলেন, 'নদী থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর উত্তোলন করে সেগুলি বনাঞ্চলের মধ্যে মজুত করা হচ্ছে। আসলে নিজেরা জড়িত না থাকলে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও সহ সভাপতি অন্তত চুপচাপ থাকতেন না। আসলে ওঁরা মূল পান্ডা। পুলিশ, বন দপ্তর, ভূমি দপ্তর সবাই অদ্ভুতভাবে সবকিছু জেনেও চুপ করে আছে।'

তুফানগঞ্জ-২ ব্লক সহ সভাপতি নিরঞ্জন সরকার বলেন, 'অবৈধ কোনও কাজ হয়ে থাকলে প্রশাসন দেখবে।'

দমকলকেন্দ্রের জমি মাপজোখ

সিতাই, ২০ মে : দমকলকেন্দ্রের জন্য সিতাইয়ে পূর্বনির্ধারিত জমিতে মঙ্গলবার পূর্ত দপ্তরের তরফে মাপজোখ করা শুরু হয়। তা দেখে অনেকেই আনন্দিত। আবার একইসঙ্গে আশঙ্কিতও। হওয়ারই কথা। সিতাইয়ে দমকলকেন্দ্র তৈরি হবে বলে ২০১৬ সালে প্রথমবার আশ্বাস মিলেছিল। জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সেবার ভোটে জয়ী হওয়ার পর এখানে একটি দমকলকেন্দ্র তৈরি হবে বলে জানিয়েছিলেন। তারপর বেশ কয়েক বছর গড়িয়ে গেলেও আজও সেই আশ্বাস বাস্তবায়িত হয়নি। পুরোনো সেই আশ্বাসের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে এদিন জগদীশচন্দ্র বললেন, 'মাপজোখ করে দমকলকেন্দ্রটি গড়ে তোলার কাজের দিকে এগোনো হচ্ছে। আশা করছি, আগামী এক বছরের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।'

সিতাই ব্লকের কোথাও আগুন লাগার কোনও ঘটনা ঘটলে শীতলকুচি, মাথাভাঙ্গা অথবা দিনহাটার দমকলকেন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। দমকলকেন্দ্র তৈরির জন্য ২০১৭ সালে বিডিও অফিস চত্বরে একটি ফাঁকা জায়গাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। প্রায় আটটি দোকান সরিয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যবসায়ীদের সেখান থেকে সরানো হয়েছিল, ব্যবসার জন্য তাঁদের অন্যত্র জায়গা দেওয়া হবে বলে সাংসদ জানিয়েছেন। বিডিও অফিস চত্বরের ওই জায়গাতেই এদিন জমি মাপজোখ করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা ওসমান আলি বললেন, 'জমি মাপজোখ করতে দেখে মনে হচ্ছে সিতাইয়ে খুব শীঘ্রই দমকলকেন্দ্র গড়ে উঠতে চলেছে।'

পাচারবিরোধী শিবির

চ্যাংরাবান্ধা, ২০ মে : বিএসএফের মানব পাচারবিরোধী ইউনিটের চ্যাংরাবান্ধা শাখার তরফে মঙ্গলবার সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন সেখানে অংশ নিয়েছিল চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস এলাকার একটি কোচিং সেন্টারের ছাত্রছাত্রীরা। শিবিরে সীমান্তের মানব পাচার, অনলাইনের ফাঁদে পড়ে নানা দিকে বিভ্রান্ত হওয়া সহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় পড়ুয়াদের।

সেমিনার

কোচবিহার, ২০ মে : 'উত্তরের অনালোকিত সমাজসংস্কারক ও ব্যক্তিত্ব' শীর্ষক দু'দিনের জাতীয় স্তরের সেমিনার হল বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ে। কলেজের দ্য সেন্টার ফর কোচবিহার রিসার্চ অ্যান্ড স্টাডিজের উদ্যোগে মঙ্গলবার সেমিনারটি হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তা ছিলেন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রূপকুমার বর্মন। পাশাপাশি ছিলেন পিবিইউয়ের অধ্যাপক মাধবচন্দ্র অধিকারী, সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জয়ন্তকুমার বর্মন প্রমুখ।

ঝুলন্ত দেহ

ঘোকসাডাঙ্গা, ২০ মে : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ছেড়ামারি থেকে উদ্ধার হল এক নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ। মঙ্গলবার সকালে নিজের ঘরে আর্জিনা পারভিনের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠিয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

গ্রেপ্তার তিন

হলদিবাড়ি, ২০ মে : মোবাইল চুরির অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল হলদিবাড়ি পুলিশ। ধৃতদের থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে আটটি মোবাইল। আইসি কাশ্যপ রাই জানিয়েছেন, এরপর আদালতের নির্দেশে উদ্ধার হওয়ার মোবাইলগুলিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে প্রকৃত মালিকদের হাতে।

টুকরো খবর

আর্থিক সহায়তা

ফুলবাড়ি, ২০ মে : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ট্যাংনামারির দুঃস্থ মেধাবী বিপ্লব বর্মনের পাশে দাঁড়াল ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিপেন বিশ্বাসরা বিপ্লবের বাড়িতে গিয়ে চেক তুলে দেন। কাঁচাখাওয়ার কৃতী পড়ুয়া দীপশিখা বর্মনের বাড়িতেও যান তাঁরা। প্রধান জানান, এবার উচ্চমাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করে দুজনে ফুলবাড়ির মুখ উজ্জ্বল করেছে।

প্রশিক্ষণ

নিশিগঞ্জ, ২০ মে : নিশিগঞ্জ স্পোর্টস অ্যাকাডেমির উদ্যোগে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির। আয়োজক সংস্থার তরফে জীবন চৌহান জানান, নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে এই প্রশিক্ষণ শিবিরে খুদে ও কিশোর খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তৃতীয় বর্ষের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে নামী ফুটবল খেলোয়াড়রা উপস্থিত থাকবেন। আয়োজন করা হবে প্রদর্শনী ম্যাচেরও।

হরিণ উদ্ধার

গোপালপুর, ২০ মে : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পশ্চিম ধানধুনিয়া গ্রামে একটি হরিণ উদ্ধার হল মঙ্গলবার। স্থানীয়রা লোকালয়ে হরিণটিকে দেখতে পেয়ে মাথাভাঙ্গা বন দপ্তরকে খবর দেন। বনকর্মীরা এসে হরিণটি উদ্ধার করেন। বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, হরিণটিকে পাতলাখাওয়ার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

থেকেও নেই হস্টেল

বাড়িভাড়া করে থাকছেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ারা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২০ মে : ছাত্রদের থাকার জন্য কলেজ ক্যাম্পাসে রয়েছে চারটি হস্টেল। তার মধ্যে মাত্র চালু রয়েছে একটি। সেখানে থাকছেন কোচবিহারের সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চতুর্থ বর্ষের পড়ুয়ারা। বাকি তিনটি হস্টেলে থাকতে পারছেন না কলেজের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়ারা। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও সুরাহা হয়নি।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক সুশোভন চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তি, 'ছেলেদের একটি হস্টেলে আপাতত চতুর্থ বর্ষের ছাত্ররা থাকছে। নতুন হস্টেলগুলি তৈরি হলেও ওই এলাকায় নিকাশি, পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। সেকারণে হস্টেল দুটি এখনও আমাদের হস্তান্তর করা হয়নি।'

আরেকটি হস্টেল, সেটারও কি একই সমস্যা? ছেলেদের ওই হস্টেলটি সংস্কারের জন্য করোনার সময় থেকে বন্ধ করা হয়। পড়ুয়াদের সমস্যা হলেও এতদিনেও কেন হস্টেলটি খুলে দেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের একটি হস্টেলের পাশাপাশি চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদের জন্য একটি হস্টেল খোলা রয়েছে।

থাকবে কোথায়

- কোচবিহার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের জন্য চারটি হস্টেল রয়েছে
- তার মধ্যে বর্তমানে চালু রয়েছে মাত্র একটি হস্টেল
- বাকি তিনটির মধ্যে দুটি এখনও কলেজকে হস্তান্তর করা হয়নি
- আরেকটি হস্টেল করোনার সময় থেকে সংস্কারের জন্য বন্ধ হয়ে রয়েছে

বাইরে থেকে আসা কলেজ পড়ুয়াদের কথা ভেবে সেখানে বছর তিনেক আগে আরও দুটি হস্টেল তৈরির কাজ শুরু করেছিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। কিন্তু এতদিন পরেও সেই হস্টেল দুটির কাজ শেষ হয়নি। ফলে সেগুলি চালুও করতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ দ্রুত বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

কলেজের প্রথম বর্ষের এক পড়ুয়া বললেন, 'কলেজের হস্টেল থাকা সত্ত্বেও সেখানে থাকতে পারছি না। বাবা প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করেন। এই পরিস্থিতিতে মেসে থাকা এবং খাওয়াদাওয়া মিলিয়ে প্রত্যেক মাসে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে।' বীরভূম থেকে এই কলেজে পড়াশোনা করতে এসেছেন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আরমান মিয়াঁ। তাঁরও একই সমস্যা। জানালেন, আগেরবার এবিষয়ে তাঁরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। বাইরে থাকার জন্য বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে। পাশাপাশি খাওয়া-দাওয়ারও সমস্যা হচ্ছে।

২০১৬ সালে হরিণচওড়ায় স্থাপিত হয় কোচবিহার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। কোচবিহারের একমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে জেলার পড়ুয়াদের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, মালদা, মেদিনীপুর সহ অন্যান্য জেলার পড়ুয়ারা পড়াশোনা করেন। এত বাইরের পড়ুয়া থাকলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ কেন বিষয়টি নিয়ে উদাসীন? প্রশ্ন তুলছেন পড়ুয়ারা।

হাসিমারা থেকে এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গতবছর পড়তে এসেছেন এক পড়ুয়া। তাঁর কথায়, 'হস্টেলটি তাড়াতাড়ি পেলে খুব সুবিধা হত। আমাদের মধ্যে অনেকেই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে। বাইরে থাকায় টোটো করে প্রতিদিন কলেজে আসতে হচ্ছে। রোজ রোজ এই বাড়তি খরচ কীকরে সামলাই বল তো? অনেকের পক্ষেই এত খরচ সামলানো সম্ভব হচ্ছে না।'

ছোট তারা

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চিলাখানা জুনিয়ার বেসিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী নন্দিনী দাস। পড়াশোনার পাশাপাশি কবিতা আবৃত্তি করতে ভালোবাসে। স্কুলের অনুষ্ঠানে আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বিপজ্জনক।। গরুবাথানের চেলখোলায় ছবিটি তুলেছেন মালবাজারের রাজদীপ নাগ।

সময়ের আগেই ধান কাটছেন চাষিরা

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২০ মে : প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়ে সময়ের আগেই জমি থেকে ধান তুলে নিচ্ছেন কৃষকরা। এমনিতেই কালবৈশাখী ঝড়-বৃষ্টির পর কৃষিজমিতে জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। নুইয়ে পড়েছে ধান গাছ। তার ওপর প্রায় প্রতিদিনই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। এতেই বোরো ধানের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা। সময়ের আগে জমির ধান কেটে ঘরে তুলছেন তিস্তাপারের চাষিরা। অপক্ব ধান তুলে নেওয়ায় ক্ষতি তো একটু-আধটু হবেই, বললেন কৃষকরা। কিন্তু ধান না তুললে আরও বড় ক্ষতি হতে পারে। অন্যদিকে, জমিতে জল জমে থাকায় ধান কাটা, ঝাড়াই এবং শুকোতে আরেক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের।

হলদিবাড়ি ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা দীপ সিনহা বলেন, 'মূলত এই সময়েই বোরো ধান কেটে কৃষকরা ঘরে তোলেন। কিন্তু এবছর প্রাকৃতিক এবং পর্যাপ্ত সেচের সমস্যার কারণে কয়েকজন চাষি দেরিতে বোরো ধান রোপণ করেছিলেন। দেরিতে রোপণ করায় দেরিতে ধান পাকতে শুরু করেছে। সেখানেই এবার সমস্যা হচ্ছে।'

গত কয়েকদিনের লাগাতার বর্ষণে তিস্তা নদীর জল অনেকটাই বেড়েছে। নদীর পাশাপাশি জল জমেছে নদীর তীরবর্তী ধানের নীচু জমিতেও। সমস্যায় পড়েছেন তিস্তাপারের কয়েক হাজার চাষি। দ্রত আবহাওয়ার উন্নতি না হলে ক্ষতির আশঙ্কা। তাই বড়সড়ো ক্ষতি হওয়ার আগে ফসল ঘরে তুলতে ব্যস্ত বোরো ধানচাষিরা। তিস্তাপারের চাষি সাত্তার মহম্মদ বলেন, 'কয়েকদিন আগেই প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টিতে ধানের ক্ষতি হয়েছিল। দেরিতে ধান রোপণের জন্য এখনও ধান পুরোপুরি পাকেনি। কিন্তু দুর্যোগের কারণে আগেই ধান কেটে ঘরে তুলতে হচ্ছে।'

জল জমে থাকা তিস্তাপাড়ের জমি থেকে বোরো ধান কাটছেন চাষিরা।

সময়ের আগে ধান তুলে নেওয়ায় সমস্যা হবে না? এখনও তো ধান পুরোপুরি পাকেনি। কৃষকরা বললেন, ওজনে কম হবে। ক্ষতিও হবে। তবে বড় ক্ষতি যাতে না হয়, সেজন্য ধান তুলে নেওয়ার এই তোড়জোড়। ব্লক কৃষি দপ্তরের ওই আধিকারিক বলেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য কৃষকদের দ্রুত ধান কেটে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে জমির ভেজা ধান পাতলা করে শুকোনোর কথাও বলা হয়েছে। কারণ ধান ভেজা থাকলে ধানের চিটে পড়তে পারে।'

এদিকে, সময়ের আগে ধান তোলার জন্য মিলছে না পর্যাপ্ত শ্রমিক। ধান কাটতে অধিক মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের কাজে লাগানো হচ্ছে। এতে লাভের অঙ্ক আরেকটু কমে যাচ্ছে বলে আক্ষেপ ধানচাষিদের। ব্লক কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, এবছর হলদিবাড়ি ব্লকে ১২৩০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ করা হয়েছে।

বাঘমামার 'ফাঁদে' তিন সারমেয়

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২০ মে : তুমি যে এ ঘরে কে তা জানত! সেক্ষেত্রে অবশ্য ঘরের মধ্যে আচমকা বাঘমামাকে দেখতে পেয়ে গান গেয়ে উঠেছিল গুপী গাইন। তবে জলদাপাড়ার ঘটনাটা ঠিক তার উলটো। এখানে তো চিতাবাঘ পাকড়াও করার উদ্দেশ্য নিয়েই খাঁচা পাতা হয়েছিল। তবে সেই খাঁচায় 'ধরা পড়ল' কুকুর!

জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া বড় মাঠ এলাকায় কয়েকদিন ধরেই চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অনেকের গোরু, ছাগল তুলে নিয়ে যায় বাঘ। তাই বাঘ ধরতে জঙ্গল ও গ্রামের সীমানায় বন দপ্তরের তরফে পাতা হয় খাঁচা। সোমবার রাতে সেই খাঁচায় বাঘের বদলে ঢুকে পড়ে সারমেয়। একটি-দুটি নয়, একেবারে তিনটি পথকুকুর খাঁচায় ঢুকে পড়ে। এমনটা আগে কখনও হয়েছে বলে মনে করতে পারছেন না বনকর্মীরাও।

বাঘের খাঁচায় কুকুর। মঙ্গলবার ফালাকাটায়।

মঙ্গলবার সকালে দূর থেকে দেখে স্থানীয়রা ভেবেছিলেন যে এবার হয়তো চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হল। ভয়ে ভয়ে কাছে যেতেই সেই ভুল ভেঙে যায়। কুকুর দেখে স্থানীয়দের মধ্যে রসিকতাও শুরু হয়। স্থানীয় তরুণ সঞ্জীব দাস বলেন, 'আমরা তো প্রথমে ভেবেছিলাম যে বাঘই হয়তো খাঁচার ভেতরে ঢুকেছে। কিন্তু কিছুটা কাছে যেতেই আমাদের ভুল ভেঙে যায়।' পরে বনকর্মীরা কুকুরগুলিকে বের করে দেন। তবে চিতাবাঘ ধরা না পড়া অবধি সেই খাঁচা পাতাই থাকবে।

ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা ও শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশ বরাবর জলদাপাড়া বনাঞ্চল। কয়েকদিন আগে শিবু দাসের একটি বাছুরকে নিয়ে যায় চিতাবাঘ, দাবি স্থানীয়দের। তারপর বসু দাসের একটি ছাগলকেও নেওয়ার চেষ্টা করে সেই বুনো। কিছু দূরে গিয়ে ছাগলটিকে জখম অবস্থায় ছেড়ে দেয় সে। বসুর কথায়, 'হাতি, বাইসন তো প্রায় রাতেই এলাকায় ঢোকে। কিন্তু এখন আমাদের সবথেকে বড় ভয় চিতাবাঘ।'

যা ঘটেছে

- জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকায় চিতাবাঘের হানা
- খাঁচা পেতে টোপ রাখা হয় কুকুরছানা
- সেই কুকুরছানাকে দেখেই হয়তো খাঁচায় ৩টি কুকুর ঢোকে
- কুকুরগুলিকে বের করে দিলেও খাঁচা থাকবে

রবিবার রাতে বন দপ্তরের তরফে একটি খাঁচা পাতা হয়। প্রথম রাতে খাঁচায় ছাগলছানা রাখা ছিল। কিন্তু বাঘ ধরা দেয়নি। তাই সোমবার রাতে খাঁচায় রাখা হয় একটি কুকুর ছানা। আর এতেই ঘটে বিপত্তি। স্থানীয় ও বনকর্মীদের ধারণা, খাঁচায় যেহেতু কুকুর রাখা ছিল, তাই সেখানে আরও তিনটি কুকুর ঢুকে পড়ে। এই খাঁচা এমনই যে, একবার ঢুকে পড়লে নিজে থেকে আর বের হওয়ার সুযোগ নেই। তাই কুকুরগুলি অনেক চেষ্টা করেও নিজে থেকে বের হতে পারেনি।

এই এলাকা জলদাপাড়া টিইসি (তোর্ষা ইস্ট কর্নার) বিটের অন্তর্গত। সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার দেবর্ষি রায়ের কথায়, 'খাঁচায় কুকুরছানা দেখেই হয়তো বাকি কুকুরগুলি ঢুকেছিল। তবে চিতাবাঘ ধরা না পড়া পর্যন্ত ওখানে আরও কয়েকদিন খাঁচা পাতাই থাকবে।'

নীল-সাদার বাহার।। ফুলবাড়ির ডাকুয়াপাড়ায়। মঙ্গলবার শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

দিনে দিনে সংকটে জামালদহের সুটুঙ্গা সেতু

অবাধে চলছে বালি পাচার

প্রতাপকুমার ঝাঁ

জামালদহ, ২০ মে : মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহ এলাকায় সুটুঙ্গা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার ঘটনা নতুন নয়। তবে সম্প্রতি এই চোরাকারবার এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুটুঙ্গা সেতুর অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। অভিযোগ, এই সেতুর ঠিক নীচে ট্র্যাক্টর ও ট্রলি নামিয়ে ভোররাত থেকে বালি তোলার কাজ শুরু হচ্ছে। আর এতে সেতুর পিলার খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা পরিতোষ সরকার বলেন, 'রোজ ভোরে পাঁচ-ছয়টা ট্র্যাক্টর ট্রলি সেতুর নীচে ঢুকে পড়ে। নিমেষে বালি তুলে নিয়ে চলে যায়। বহুবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েছি। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।' পূর্ত দপ্তরের মেখলিগঞ্জের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার শংকর রায় বললেন, 'সেতুর নীচ থেকে এভাবে বালি তোলা একেবারেই কাম্য নয়। এতে সেতুর স্থায়িত্ব সংকটে পড়ে। আমরা বিষয়টি অবিলম্বে মেখলিগঞ্জের বিএলএলআরও-কে জানাব, যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।' বেশ কয়েকবার ফোন করা হলেও মেখলিগঞ্জের বিএলএলআরও সুজন রায় সাড়া না দেওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

জামালদহ সুপার মার্কেট সংলগ্ন এই সেতুটি জামালদহ ও রানিরহাটকে সংযুক্ত করে। বিকল্প কোনও রাস্তা না থাকায় প্রতিদিন এই সেতু ধরেই যাত্রীবাহী গাড়ি, ভারী পণ্যবাহী যানবাহন, স্কুলবাস চলাচল করে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, একসময় সেতুর পিলারগুলোর বেশিরভাগ অংশ মাটির নীচে ঢাকা থাকলেও এখন এক-তৃতীয়াংশ অংশ দৃশ্যমান। কারণ, সেতুর নীচে নদীর বুক থেকে প্রতিনিয়ত বালি তুলে নেওয়া হচ্ছে। অবৈধভাবে বালি তোলার ফলে শুধু সেতুর ক্ষতি হওয়াই নয়, প্রকৃতির ওপরও প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে।

এ বিষয়ে ভূগোলের গবেষক সফিকুল ইসলাম বলেন, 'সেতুর উজান ও ভাটির নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে বালি তোলা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ। এই নিয়ম না মানলে নদীর গতিপথ বদলে যেতে পারে। এছাড়াও নদীর জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। এটা প্রশাসনের গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।'

সুটুঙ্গা সেতুর একদম কাছেই জামালদহ পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। পুলিশ সবকিছু দেখেও চুপ বলে অভিযোগ উঠেছে।

এবিষয়ে মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখার কথা জানিয়েছেন।

বিপদের হাতছানি

- সুটুঙ্গা সেতুর নীচ থেকে অবাধে বালি তোলায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেতুর পিলার
- পিলারে ক্ষতির পাশাপাশি প্রকৃতিতেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা
- পুলিশ ও প্রশাসনের সামনেই সবকিছু চললেও তারা উদাসীন বলে অভিযোগ
- দ্রুত বালি তোলা বন্ধের ব্যবস্থা না নেওয়া হলে সেতুটির স্থায়িত্ব সংকটে পড়বে

সেতুর নীচ থেকে এভাবে বালি তোলা একেবারেই কাম্য নয়। এতে সেতুর স্থায়িত্ব সংকটে পড়ে। আমরা বিষয়টি অবিলম্বে মেখলিগঞ্জের বিএলএলআরও-কে জানাব, যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

– শংকর রায় *সহকারী ইঞ্জিনিয়ার*

এমজেএনে দুর্ভোগ রোগীদের

১২ দিন ধরে বিকল দাঁতের এক্স-রে মেশিন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ মে : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ১০-১২ দিন ধরে দাঁতের এক্স-রে মেশিন বিকল হয়ে পড়ে আছে। দাঁতের চিকিৎসা করাতে আসা রোগীরা বিপাকে। তাঁদের ক্ষোভ চরমে উঠেছে। রোগীদের অভিযোগ, কর্তব্যরত দন্ত চিকিৎসক নিজেই এই মেশিনের খারাপ হয়ে থাকার বিষয়ে অবগত নন। তিনি রোগী দেখে হাসপাতাল থেকে এক্স-রে করার কথা লিখে দিচ্ছেন। অথচ রোগীরা সেখান থেকে মেডিকেলের অন্য প্রান্তে প্রায় ২৫০-৩০০ মিটার হেঁটে দোতলায় এক্স-রে ঘরে গিয়ে দেখছেন যে মেশিন খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। বাধ্য হয়ে অনেকে বাইরে থেকে বেশি টাকায় এক্স-রে করাতে বাধ্য হচ্ছেন। যাঁরা আর্থিক সমস্যায় ভুগছেন, এর জেরে তাঁদের ভোগান্তি অনেকটাই বাড়ছে। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বললেন, 'বিকল হয়ে পড়ে থাকা দাঁতের এক্স-রে করার মেশিনটি ঠিক করার কাজ চলছে। আশা করছি, খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

এই হাসপাতালটির ওপর কোচবিহার জেলা ছাড়াও ডুয়ার্স ও নিম্ন অসমের হাজার হাজার মানুষ চিকিৎসার জন্য নির্ভরশীল। যাঁরা এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন তাঁদের অনেকেই সেভাবে আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নন। হাসপাতালের বাইরে থেকে ২৫০-৩০০ টাকা খরচ করে এক্স-রে করিয়ে আনার সামর্থ্য তাঁদের মধ্যে অনেকেরই নেই। অথচ দাঁতের এক্স-রে মেশিন বিকল হয়ে পড়ে থাকায় তাঁদের অনেককেই এই টাকা খরচ করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। হাসপাতালের এক্স-রে মেশিন এভাবে খারাপ হয়ে পড়ে থাকা নিয়ে একটি মহলের ধারণা, এর পেছনে অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে। দালালচক্রের যোগসাজশকেও অনেকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। কারণ হাসপাতালের এক্স-রে মেশিন ভালো থাকলে বাইরে যে সমস্ত জায়গায় এই এক্স-রে হচ্ছে, তাদের ব্যবসা মার খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মঙ্গলবার দন্ত চিকিৎসক প্রেসক্রিপশনে এক্স-রে লিখে দেওয়ার পর নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে দেখা যায় এক্স-রে মেশিনের যন্ত্রপাতি খোলা অবস্থায় এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে। মেশিনটি কবে ঠিক হবে সে বিষয়েও কর্মীরা পরিষ্কার করে কিছু জানাতে পারলেন না। কর্মীরাই জানালেন, দাঁতের চিকিৎসার এই এক্স-রে মেশিনটি অনেক পুরোনো হয়ে গিয়েছে। মাঝেমধ্যেই খারাপ হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু এ নিয়ে কর্তৃপক্ষের কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। তবে কি সর্ষের মধ্যেই ভূত? অনেকেরই প্রশ্ন।

এই বিকল এক্স-রে মেশিনকে ঘিরে যত বিতর্ক। মঙ্গলবার কোচবিহারে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অনিয়ম, বিক্ষোভ

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২০ মে : মেখলিগঞ্জ বাংলাদেশ মোড়ের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মঙ্গলবার গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখালেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী চন্দনা রায়ের বিরুদ্ধে ডিম বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যদিও চন্দনার দাবি, ডিম বাড়িতে নিয়ে গেলেও তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থে তা খরচ করেন না।

এই কেন্দ্রে সহায়িকা নেই। সবিতা কর্মকার নামে এক স্থানীয় বধূ সেখানে রান্না করেন। তাঁরও অভিযোগ, 'ডিম বেঁচে গেলে ওই কর্মী বাড়ি নিয়ে যায়।' স্থানীয়রা বলছেন, অনেক সময় বাচ্চারা কেন্দ্রে আসে না। অথচ খাতায়-কলমে সেই বাচ্চাদের নাম লিখে রাখা হয়। তাদের বরাদ্দ ডিম ওই কর্মী হাতিয়ে নেন। অনেক সময় বাচ্চারা ডিম পায় না। অথচ চন্দনা বাড়িতে ডিম নিয়ে যান।

অভিযোগ অস্বীকার করেছেন চন্দনা। তিনি বলেন, 'অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জমিদাতার দাবি যে তাঁদের চাল, ডাল, ডিম দিতে হবে। কিন্তু তাঁদের জন্য আলাদা করে কিছু বরাদ্দ হয় না। তাই বিষয়টি জলঘোলা করতে আমার নামে মিথ্যা বদনাম করা হচ্ছে।' চন্দনা আরও জানান, ডিম তিনি নিজের টাকায় কেনেন। কতগুলি ডিম খরচ হচ্ছে, সেই হিসেব রাখলে তবেই তার টাকা পান। কেন্দ্রে ডিম রাখলে চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, তাই বাড়ি নিয়ে যান।

মঙ্গলবার স্থানীয়দের বিক্ষোভ ঘিরে পরিস্থিতি জটিল হয়। খবর

মেখলিগঞ্জ

পেয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সুপারভাইজার দীপ্তি ভৌমিক আসেন। দীপ্তি বলেন, 'ডিম যেহেতু কর্মীরা নিজেরা কেনেন, তাই সেটা তাঁরা বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন। ভুল বোঝাবুঝির জন্য বিক্ষোভ হয়েছিল।'

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি দেখবে বলে তিনি জানান।

রাস্তায় পড়ে রয়েছে মরা গোরু।

মরা গোরুর দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ

পুণ্ডিবাড়ি, ২০ মে : জাতীয় সড়কের পাশে তিনদিন ধরে একটি গোরুর দেহ পড়ে রয়েছে। সেটি পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এছাড়াও ছড়াচ্ছে দূষণ। প্রতিনিয়ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন পথচলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। তিনদিন ধরে এই অবস্থা তৈরি হলেও এই ব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই স্থানীয় প্রশাসনের। এমনটাই ছবি ধরা পড়েছে কোচবিহার-২ ব্লকের পূর্ব খাগড়াবাড়ি বালাপাড়া সংলগ্ন এলাকায়। তবে সেখানে কীভাবে গোরুর দেহ এসেছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।

জাতীয় সড়কে কোনও দুর্ঘটনায় গোরুটির মৃত্যু হয়েছে নাকি অন্য কোথাও থেকে মৃত গোরুটিকে সেখানে এনে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। এতে এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

হেরিটেজ শহর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে কোচবিহার। তবে এই শহরে প্রবেশের মুখেই খাগড়াবাড়ি এলাকার এই দৃশ্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে জনমানসে। ওই এলাকার পাশেই রয়েছে নিউ কোচবিহার রেলস্টেশন। সেই রেলস্টেশন থেকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন এলাকার মানুষ কোচবিহার শহরে আসেন।

স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বনাথ দত্ত বলেন, 'তিনদিন ধরে রাস্তার পাশে গোরুর দেহ পড়ে থাকতে দেখছি। সেটি পচে যাওয়ায় দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না।'

খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শম্পা ধর বলেন, 'বিষয়টি জানতে পেরেছি। খুব দ্রুত গোরুর দেহটি সরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা রফিক আলী মণ্ডল - কে 06.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 35K 22596 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি বয়স ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত সাধারণ মানুষকে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ প্রদান করছে। এটি সম্ভপর হয়েছে স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে, তাই সমস্ত সাধারণ মানুষকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিচার বিভাগীয় হেপাজত

চ্যাংরাবান্ধা, ২০ মে : মঙ্গলবার পুলিশের রিমান্ড শেষ হলে বাংলাদেশি নাগরিক সীমারানি কর্মকারকে কোর্টে তোলা হয়। এদিন তাকে বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এ বিষয়ে মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'এতদিন ধরে নিজের পরিচয় গোপন করে শিলিগুড়ি শহরে বসবাস করছিল সীমারানি কর্মকার। ধৃত মহিলার বিরুদ্ধে ফরেনার্স আইনে মামলা হয়েছে। তার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না সবটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

গত ১৬ মে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার সময় সীমারানিকে আটক করে মেখলিগঞ্জ থানার হাতে তুলে দিয়েছিল ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ। সীমা ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে এসে অবৈধভাবে ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে বসবাস করছিল। মেখলিগঞ্জ থানা থেকে মেখলিগঞ্জ কোর্টে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দেন।

জাল শংসাপত্র, গ্রেপ্তার মহিলা

ঘোকসাডাঙ্গা, ২০ মে : ব্লক প্রশাসনের কাছে জাল জন্ম শংসাপত্র জমা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক মহিলা। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের সতীশ রায়ের হাট এলাকার ওই বধূ কয়েকদিন আগে তাঁর পরিবারের এক সদস্যের র‍্যাশন কার্ড বানানোর জন্য নিয়ম মেনে ব্লক প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছিলেন। সেখানে প্রয়োজনীয় নথি হিসাবে তিনি নিজের জন্ম শংসাপত্রও জমা দেন। ব্লক প্রশাসন বুঝতে পারে যে শংসাপত্রটি জাল। পরে ব্লক প্রশাসন গোটা বিষয়টি ঘোকসাডাঙ্গা থানায় জানায়। ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে সোমবার রাতে ওই মহিলাকে প্রথমে আটক ও পরে গ্রেপ্তার করে। ধৃত মহিলাকে মঙ্গলবাপ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে এখন ওই মহিলার পরিচয় এবং ওই চক্রে আরও কারা কারা জড়িত আছে তা বলা সম্ভব নয়। ধৃত মহিলাকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত করা হবে। এদিন ঘটনা চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাণরক্ষা

হলদিবাড়ি, ২০ মে : ওষুধের দোকানে ভেঙে পড়ল একটি আস্ত বড় গাছ। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন এক গ্রামীণ চিকিৎসক সহ রোগী। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে হলদিবাড়ি ব্লকের হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গারহাট বাজার এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন দুপুরে সিঙ্গারহাট বাজারে আচমকা গাছ উপড়ে পড়ে এজাজুল হক সরকার নামে এক গ্রামীণ চিকিৎসকের ওষুধের দোকানে। দোকানে গ্রামীণ চিকিৎসক সহ এক রোগী দৌড়ে প্রাণে বাঁচেন। ঘটনায় গ্রামীণ চিকিৎসকের সামান্য আঘাত লাগে। দোকানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার পর সিঙ্গারহাট-হলদিবাড়ি রাস্তা অবরুদ্ধ হয়।

এজাজুল বলেন, 'এক রোগীর চিকিৎসা করছিলাম সে সময় আচমকাই গাছ হঠাৎ করে দোকানে ভেঙে পড়ে। তড়িঘড়ি রোগী সহ বাইরে বেরিয়ে এসে প্রাণে বাঁচি। তবে দোকানটি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা, ধৃত ৩

ঘোকসাডাঙ্গা, ২০ মে : বাজার ঝাড় দিয়ে ও ভ্যান চালিয়ে সংসার চালান বাবা। বাড়িতে রয়েছেন মা, এক ভাই। অভাবের সংসার। বাড়ির প্রত্যেকে সুস্থ ও সবল স্বাভাবিক নয়। এমনই এক পরিবারের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রকাশ্যে এল। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের। নাবালিকা বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা। আর এই ঘটনায় তদন্তে নেমে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার এই ঘটনা চাউর হতে না হতেই এলাকায় গুঞ্জন শুরু হয়। চায়ের দোকান, হাটবাজারে একই আলোচনা। দোষীরা শাস্তি পাক এই দাবি করছেন স্থানীয়রা। ওই নাবালিকা বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াইয়ের বক্তব্য, 'নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের তল্লাশি চলছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, বছর ষোলোর ওই নাবালিকার হঠাৎ বমি সহ নানা উপসর্গ দেখা দেয়। এ নিয়ে পাড়াপড়শি, মহিলাদের মধ্যে আলোচনাও শুরু হয়। সেখান থেকে খবর পেয়ে স্থানীয় আশাকর্মী ওই নাবালিকার বাড়িতে যান। ওই নাবালিকার পরীক্ষা করে জানতে পারেন সে অন্তঃসত্ত্বা। গোটা বিষয়টি ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জানান ওই আশাকর্মী। এরপর নাবালিকাকে ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও নাবালিকাকে পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর বিষয়টি নিয়ম মেনে পুলিশকে জানায়। পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার তদন্তে নামে। ওই নাবালিকা ও তার মায়ের সঙ্গে কথা বলে তারা কয়েকজনের নাম জানতে পারে। স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে ওই এলাকার তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যারা নাবালিকার প্রতিবেশী। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

এব্যাপারে মাথাভাঙ্গা-২-এর বিএমওএইচ সুভাষ গায়েন বলেন, 'ওই নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা। নিয়ম মেনে পুলিশকে গোটা বিষয়টি জানিয়েছি।'

নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

সন্দীপ গড়াই, *অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মাথাভাঙ্গা*

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩ সংখ্যা, বুধবার, ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

জিঘাংসার বিষে নীল

এত যুদ্ধ করে পেলাম কী? কবি সুকান্ত বলতে পেরেছিলেন, তিউনিসিয়ায় পেয়েছি জয়, ইতালিতে জনগণের বন্ধুত্ব, ফ্রান্সে পেয়েছি মুক্তির মন্ত্র...। কিন্তু একবিংশ শতকে কী বলতে পারি আমরা। ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে গুঁড়িয়ে গিয়েছে গাজার শেষ হাসপাতালটাও। গোলাগুলিতে, মিসাইল হানায় হাজার হাজার প্যালেস্তিনীয় রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত, জখম। তাঁদের চিকিৎসার সামান্যতম বন্দোবস্তটুকুও আর নেই গাজায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

যেখানে জনপদের পর জনপদ বিধ্বস্ত, মৃত্যুর হিসেবটাই যেখানে প্রহসনের মতো, সেখানে চিকিৎসাকেন্দ্র, হাসপাতাল টিকে থাকাটাই তো দুরাশা। একই পরিস্থিতি ইউক্রেনে। গুঁড়িয়ে যাওয়া শহর, আবাসনের পর আবাসনের ভগ্নস্তূপ বুকে একটা দেশে প্রতি মুহূর্তে মানুষ মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে। তাতেও কি বলা যায়, গাজায় জয়ী হয়েছে ইজরায়েল। হয়তো প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডটা দখলই করে ফেলবে একদিন। কিন্তু ধ্বংসের ওপর দাঁড়িয়ে সেই যুদ্ধ জয় তো মানবিকতার বিজয়কেতন ওড়াবে না।

জোর করে দেশ দখলে পেশিশক্তির আস্ফালন থাকে। কিন্তু যুদ্ধে হাজার হাজার নিহতের সঙ্গে কফিনবন্দি হয়ে যায় সহমর্মিতা, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি। পড়ে থাকে শুধু ধ্বংস, বিপুল ক্ষয়ক্ষতি। গাজায় এই ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী হানাদারি করতে গিয়ে ইজরায়েল ২০২৪-এর শেষদিন পর্যন্ত খরচ করে ফেলেছে ভারতীয় মুদ্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইউক্রেনকে সাহায্য করতে ২০২৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সাড়ে ৬৭ বিলিয়ন ডলার খরচ করে ফেলেছে একা আমেরিকা।

ইউরোপীয় দেশগুলি আরও প্রায় সাড়ে ৬০ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে। ওই দেশগুলি ও আমেরিকা আরও যে পরিমাণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে, তার মোট পরিমাণ প্রায় ২৬০ বিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২২ লক্ষ কোটি টাকা। এর বাইরে আছে যুদ্ধের জন্য ইউক্রেনের নিজস্ব ব্যয়। ভারত-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সংঘাতকে পুরোদস্তুর যুদ্ধ বলা যাবে না। তাতে হয়তো বলা যাবে, উচিত শিক্ষা দেওয়া গিয়েছে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় একটি রাষ্ট্রকে।

এই বয়ানে কোনও অসংগতি নেই। কিন্তু ভারতও কি কম খেসারত দিল? সীমান্তের গ্রামগুলিতে অন্তত ১০ হাজার বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। প্রাণহানির খবরও আছে। শেষপর্যন্ত যুদ্ধবিরতি না হলে একটি সমীক্ষার হিসেব অনুযায়ী ভারতের রোজ খরচ হতে পারত ন্যূনতম ১৪৬০ কোটি টাকা। তবে দৈনিক সেই ব্যয় ৫ কোটি পর্যন্ত হতে পারত বলেও আভাস আছে।

গাজা বা ইজরায়েল, রাশিয়া বা ইউক্রেন, ভারত বা পাকিস্তান, যুদ্ধ যাদের মধ্যেই হোক, সেই খরচ তুলতে হয় সংশ্লিষ্ট দেশের সাধারণ নাগরিকদের পকেট কেটে। হয় যুদ্ধের নামে নতুন কোনও কর বসিয়ে বা বাজেটে বিভিন্ন খাতে শুল্কহার বৃদ্ধি করে। যা-ই করা হোক, তাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয় অনিবার্য। দিনের পর দিন যুদ্ধ চললে কী পরিমাণ ক্ষতি, কী পরিমাণ খরচ- তার আভাস দিচ্ছে প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ড এবং ইউক্রেন।

ভোলার উপায় নেই, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝে যে প্রবল আর্থিক মন্দা নেমে এসেছিল, তা সামলাতে সময় লেগেছিল প্রায় ১০ বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে কিংবা ১৯৬২-র চিন-ভারত যুদ্ধের পর আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া দাম, জীবনযাত্রার মানের নিম্নমুখী প্রবণতা ইতিহাস হয়ে আছে। যুদ্ধ তো রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র সেই যুদ্ধে নাগরিকদের শামিল করে নেয়। জয়, বিজয় যাই হোক না কেন, সেটা শাসকের।

নাগরিকের জন্য পড়ে থাকে সেই 'নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালাবার সামর্থ্য।' যুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করলে, এর অসারতা নিয়ে বলতে চাইলে দেশদ্রোহী বলে দাগিয়ে দেওয়ার নতুন প্রবণতা এখন চারদিকে। কিন্তু ভেবে দেখার সময় এসেছে, সুকান্তের ভাষায়, জয়, বন্ধুত্ব বা মুক্তির মন্ত্রের বদলে এখন প্রাপ্তি 'আজ যত যুদ্ধবাজ দেয় হানা/ হামলাবাজ/ আমাদের শান্তি সুখ করতে চায়/ লুঠতরাজ।'

অমৃতধারা

উপর উপর দেখেই কিছু ছেড়ো না বা কোনও মত প্রকাশ ক'রো না। কোনও কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না, আর, না জানলে তুমি তার বিষয় কী মত প্রকাশ করবে? যা'ই কেন কর না, তার ভিতর সত্য দেখতে চেষ্টা কর। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর, তাই জ্ঞান। যা তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না। নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পার, তবে কোনও মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ করো না। তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখাদেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে। আর যদি অসৎ হও, তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আলোচিত

এই মুহূর্তে গাজায় মানবিক সাহায্যের বন্যা বইয়ে দেওয়া দরকার। ওই ত্রাণ না পৌঁছালে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ হাজার শিশুর মৃত্যু হবে। আমরা আজও ১০০ ট্রাক পাঠানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রতিটি স্থানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। শিশুদের এই খাবার পৌঁছে দিতে রাষ্ট্রসংঘ সব রকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। - টম ফ্লেচার

ভাইরাল

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভক্তরা দাঁড়িয়ে। মাচা বানিয়ে এক পুরোহিতকে দড়ি বেঁধে কপিকলের সাহায্যে রোপওয়েতে ঝুলিয়ে অন্যদিকে পাঠাচ্ছিলেন পুরোহিতরা। মালা, ত্রিশূল নিয়ে শক্তিমানের মতো উড়ে যাচ্ছিলেন ওই পুরোহিত। মাঝপথে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যান ভক্তদের মধ্যে।

আজ

১৯৯১

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় রাজীব গান্ধির।

২০০৩

অভিনেত্রী সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

নিরুপায় হয়ে স্বামীজি রেলের মালগাড়ি রাখার এলাকায় একটা খালি বাক্সের মধ্যে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন কোনও মতে। কিন্তু সকালেও সমস্যার কোনও সুরাহা হল না। ধর্মমহাসভার ঠিকানা কেউ বলতে পারল না।

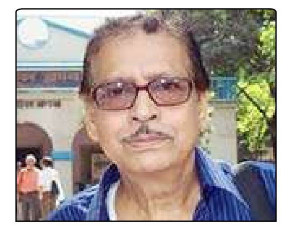

সন্ন্যাসীর ভিক্ষে চাওয়া সহজ, কিন্তু বিদেশে!

শেখর বসু

শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটের সিঁড়িতে বসে আছি। বেলাশেষের আলো আরেকটু ম্লান হয়েছে। রাস্তার ওপর পড়ে থাকা স্কাইস্ক্র্যাপারের ছায়া বোধহয় এখন দীর্ঘতর। সামনের রাস্তার একধারে বসে দুটি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে ড্রাম বাজাচ্ছিল। খেলনাগোছের ছোট ড্রাম। কিন্তু ওদের লম্বা লম্বা আঙুল নানা ধরনের বোল ফোটাচ্ছিল ওই ড্রামেই। উদ্দেশ্য, বাজনা শুনিয়ে পথচারীদের কাছ থেকে কিছু ডলার, সেন্ট রোজগার করা।

এখানে সরাসরি ভিক্ষা চাইতে খুব কম মানুষকেই দেখেছি। কেউ গান শোনায়, কেউ গিটার বাজায়, কেউ-বা ভায়োলিন। সামনে বিছানো কাপড়ের টুকরোয় বা খোলা টুপিতে পথচলতি মানুষের অনুগ্রহের দান জমা পড়ে। কিন্তু সামনের ওই পথের ওই দুজন ড্রাম বাজিয়ে রোজগারপত্তর করার সুযোগ পেল না এখন। একজন পুলিশ এসে ওদের তুলে দিয়েছিল।

আমি আবার ফিরে গিয়েছিলাম আমার পুরোনো চিন্তায়। অচেনা, অজানা শিকাগো শহরে তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ দেশের নিয়মকানুন একেবারেই আলাদা। সেপ্টেম্বরে ধর্মমহাসভা, কিন্তু জুলাই মাসেই সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল। বক্তাদের কে কবে বলবেন, কতক্ষণ ধরে বলবেন-সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। মহাসভায় যোগদানের শেষ তারিখও পেরিয়ে গিয়েছে অনেক আগে।

হাতে সময় থাকলেই যে যোগদান করা যেত-তাও নয়। ধর্মসভায় অংশ নেওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিচয়পত্র সঙ্গে থাকা দরকার। তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে তেমন কিছুই নেই।

ধনীর শহর শিকাগোতে খরচ লাগামছাড়া। বস্টনে গেলে খরচের মাত্রা একটু কমবে। সুতরাং একদিন রেলে চেপে বস্টনের পথে রওনা হয়ে গেলেন স্বামীজি। পথে এক বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর। বৃদ্ধার নাম মিস ফেট স্যানবর্ন। তিনি তাঁর গ্রামের বাড়িতে কিছুদিন থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন স্বামীজিকে। এককথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলেন বিবেকানন্দ।

ওখান থেকে তিনি মাদ্রাজের এক শিষ্যকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন-তোমরা যদি আরও কিছু টাকা পাঠিয়ে এখানে আমাকে ছ-মাস রাখার ব্যবস্থা করতে পারো, মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।... আর যদি অত টাকা পাঠাতে না পারো, এ দেশ থেকে ফিরে যাওয়ার টাকাটা অন্তত পাঠিও। আমি ফিরেই যাব।

কিন্তু ভবিষ্যৎ-ইতিহাস বুঝি গতিপথ তখনই অন্যভাবে ঠিক করে ফেলেছিল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিক ভাষার বিশিষ্ট অধ্যাপক জেএইচ রাইটের সঙ্গে তরুণ এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর পরিচয় হয়েছিল একদিন। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা গড়িয়েছিল ঘণ্টা চারেক ধরে। স্বামীজির অত্যাশ্চর্য জ্ঞান, বিদ্যার পরিধি ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন অধ্যাপক। তিনি বারবার একটিই অনুরোধ জানিয়েছিলেন তরুণ সন্ন্যাসীকে, আপনি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে ধর্মমহাসভায় যোগ দিন। আমেরিকান জাতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এটাই সেরা উপায়। স্বামীজি তখন নিজের অসুবিধের কথা খোলাখুলিভাবে অধ্যাপককে জানান। বলেছিলেন, আমাকে এখানে কেউ চেনে না, জানে না। আমি যে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি-এমন কোনও নিদর্শনও আমার কাছে নেই।

এ কথার উত্তরে রাইটসাহেব যা বলেছিলেন, সেই কথাটি বেশিরভাগ ভারতবাসী জানেন। চিরস্মরণীয় ওই উক্তিটি আরও একবার মনে করা যাক। অধ্যাপক রাইট বলেছিলেন, স্বামীজি, আপনার কাছে নিদর্শন চাওয়া আর সূর্যকে তার কিরণ দেওয়ার অধিকার কী জিজ্ঞেস করা-একই ব্যাপার।

ধর্মমহাসভায় স্বামীজি যাতে যোগ দিতে পারেন তার সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন অধ্যাপক রাইট। তারপর প্রতিনিধি নির্বাচন সভার সভাপতিকে ঐতিহাসিক সেই চিঠিটি লিখেছিলেন। চিঠির একটি লাইন আজও অনেকের মুখে মুখে ফেরে। সেটি হল, ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে, আমাদের সব বিজ্ঞ অধ্যাপকের বিদ্যা একত্র করলেও এঁর বিদ্যার সমকক্ষ হয় না।

স্বামীজির কাছে টাকাপয়সা বিশেষ নেই বুঝতে পেরে তিনি শিকাগোর একটি টিকিট কেটে দিয়েছিলেন তাঁকে। শুধু তাই নয়, প্রাচ্য দেশের প্রতিনিধিদের থাকা ও খাওয়ার ভার যে কমিটির ওপর ছিল, তাঁদের নামেও একটি চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু সবকিছু তারপরেই মসৃণ হয়ে যায়নি। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের প্রখ্যাত জীবনীকার প্রমথনাথ বসুর একটি লাইন উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, যেমন আলোক-প্রকাশের পূর্বে সময়ে সময়ে দিঙমণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ জগতের সমক্ষে স্বামীজির বিশ্বব্যাপিনী প্রতিভা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে আরও কতকগুলি অসুবিধা, দুর্ঘটনা ও লাঞ্ছনা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এই অসুবিধে, দুর্ঘটনা ও লাঞ্ছনা খুব অল্প সময়ের মধ্যে নানান দিক থেকে এসেছিল। অনেকটা চড়া সুরের নাটকের মতো ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাত। অধ্যাপক রাইট ধর্মমহাসভার যে ঠিকানাটি লিখে দিয়েছিলেন, সেটি হারিয়ে ফেলেছিলেন স্বামীজি। দুর্যোগের সেই শুরু। শিকাগো মস্তবড় শহর। যে যার কাজকর্মে ব্যস্ত। ধর্মমহাসভার ঠিকানা কেউ তাঁকে দিতে পারল না। শহরের এই উত্তর-পূর্বদিকে বেশিরভাগ বাসিন্দাই জার্মান। ইংরেজিটা তাদের খুব ভালো আসে না। সুতরাং ভিনদেশি এই মানুষটিকে বোঝা বা বোঝানো তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। একটা হোটেলের সন্ধানও কেউ দিতে পারেনি।

নিরুপায় হয়ে স্বামীজি রেলের মালগাড়ি রাখার এলাকায় একটা খালি বাক্সের মধ্যে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন কোনও মতে। কিন্তু সকালেও সমস্যার কোনও সুরাহা হল না। ধর্মমহাসভার ঠিকানা কেউ বলতে পারল না। এদিকে মানুষটি খিদে-তেষ্টায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। লেকের পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। পাশে সুরম্য বাড়িঘর। ভারতবর্ষের এক সন্ন্যাসীর পক্ষে ভিক্ষে চাওয়াটা খুব সহজ কাজ। দেশের মাটিতে যাঁরা ভিক্ষা দেন তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেন। কিন্তু সুদূর আমেরিকায় ওই নিয়মটা খাটে না। ওখানে ভিক্ষে চাইতে গিয়ে তাঁর লাঞ্ছনার মাত্রা আরও বেড়েছিল।

শেষের দিকে দুটি মাত্র কথা ছিল স্বামীজির মুখে। হয় ধর্মমহাসভার ঠিকানা বলো, নয় ভিক্ষা দাও। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি তাতে।

শেষে অবসন্ন স্বামীজি পথের ধারে বসে পড়েছিলেন। এমন সময় সামনের অট্টালিকা থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন-আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি?

জবাবে স্বামীজি জানালেন, হ্যাঁ, কিন্তু সভার কার্যালয়ের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি।

মহিলা বললেন, আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তিনি স্বামীজির খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তারপর ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ধর্মমহাসভার অফিসে। পরিচয়পত্র দেখানোর পরে মহাসভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন স্বামীজি। তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল প্রাচ্যদেশের অন্যান্য প্রতিনিধির সঙ্গে।

ওই যে মার্কিন মহিলা স্বামীজির সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন সেদিন, তাঁর নাম মিসেস হেল। তিনি শিকাগোর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জর্জ ডব্লিউ হেলের স্ত্রী। এই পরিবারটির সঙ্গে স্বামীজির হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দ্রুত।

সেদিনের ওইসব ঘটনার উল্লেখ করে স্বামীজি পরে জানিয়েছিলেন, সেদিন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল-প্রভু অনুক্ষণ সঙ্গে থেকে তাঁকে রক্ষা করে যাচ্ছেন।

শুনেছিলাম, ইতিহাসের পাতা কখনো-কখনো জীবন্ত হয়ে ওঠে। শোনা কথাটা আমার জীবনে সত্যি হয়ে উঠেছিল শিকাগোর ওই আর্ট ইনস্টিটিউটের সিঁড়িতে কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে। কী এক অলৌকিক উপায়ে প্রায় দেড়শো বছর আগেকার শিকাগো শহরের কিছু দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আরও কিছুক্ষণ ওখানে বসে থাকার পরে উঠে পড়েছিলাম। দিনের আলো আরও একটু বুঝি ম্লান হয়েছিল, কিন্তু বিদ্যুতের জোরালো আলো সেই ঘাটতি পুষিয়ে দিয়েছিল পুরোপুরি।

ঝলমলে আলোয় এমন একটা শহরে হাঁটার মজাই আলাদা। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছিলাম মিশিগান হ্রদের ধারে। নামেই হ্রদ, চেহারা অবিকল সমুদ্রের মতো। অঙ্কের হিসেবে লেক মিশিগান লম্বায় প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার, চওড়ায় প্রায় দুশো কিলোমিটার। কুলকিনারাহীন এই জলরাশির সঙ্গে সমুদ্রের কোনও তফাত নেই। হ্রদের বেশ খানিকটা জায়গা ভরে আছে বাহারি সব জলযানে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে অসংখ্য নৌকো, জাহাজ চলে এখানে। ভ্রমণের জন্য আছে নানারকম ক্রুজের ব্যবস্থা। কিন্তু সে তো পরের ব্যাপার। হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে বিপুল জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকলেই সারা শরীরে রোমাঞ্চ খেলে যায়।

লেক মিশিগান আমেরিকার চারটি রাজ্যকে ছুঁয়ে রেখেছে, কিন্তু হ্রদ-তীরবর্তী বৃহত্তম শহর এই শিকাগো। খানিকটা গোল হয়ে ঘুরে গিয়েছে হ্রদ। পাড়ে দাঁড়ালে স্কাইস্ক্র্যাপারে মোড়া শহরের অসামান্য দৃশ্য দেখা যায়। সন্ধের আবছা অন্ধকারে আলোয় ঝলমল করছিল ওই বহুতলগুলি। আলোর প্রতিফলন হ্রদের বুকে। ওখানে ভেসে থাকা অপরূপ সব নৌকোর আলো জল এবং আকাশকে বুঝি আরও মায়াময় করে তুলেছিল।

লেকের ধারের চওড়া পথটি বেশ পরিচ্ছন্ন। যথেষ্ট চওড়া কংক্রিটের পথ। একধারে গাছের সারি। লেকফ্রন্ট-বরাবর পথটি চলে গেছে মাইল কুড়ি। পথে মাঝে মাঝেই ওয়াকার, জগার আর স্কেটারদের দেখা মিলছিল। স্বাস্থ্যসচেতন মার্কিনিরা এমন সুন্দর একটি পথকে যে স্বাস্থ্যচর্চার কাজে লাগাবেন-তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা নেই।

লেকের ধারে বেশ কিছুক্ষণ ধরে হেঁটেছি। মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিলাম লেকের দিকে। আগের দৃশ্যের সঙ্গে পরের দৃশ্যের একটু বুঝি তফাত তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু দুটোই সমান উপভোগ্য। লেকের পাশে দাঁড়িয়ে শহরটাকেও বেশ লাগছিল। একদিকে শুধুই প্রকৃতি অন্যদিকে মানুষের তৈরি স্থাপত্য। সেতুবন্ধনের কাজটির মধ্যেও বুঝি জাদুর ছোঁয়া ছিল। শহর ও প্রকৃতি মিলেমিশে আছে চমৎকার।

দিনের আলো মুছে গেছে একদম। আকাশে জ্বলজ্বলে তারা। দূষণ বন্ধ করার নানান ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে গোটা মার্কিন মুলুকে। আইন প্রয়োগে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য নেই কোথাও। নাগরিকরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় সর্বত্র, তার ফলে কোনও রকমের দূষণই চোখে পড়ে না কোথাও। পথঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

হোটেলের বিছানায় শোওয়ার আগে টিভি চালিয়ে দিয়েছিলাম। স্থানীয় সংবাদ হচ্ছিল। দেখলাম, গণতান্ত্রিক দেশের একজন লোক টেবিলের ওপর ঘুসি মারতে মারতে এক সর্বোচ্চ নেতার নাম নিয়ে বলছে, ইউ কানট বি লিংকন।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখানে অঢেল। খোদ প্রেসিডেন্টকেও যে কেউ দু'কথা শুনিয়ে দিতে পারে। জ্বালাময়ী ওই ভাষণটি কিছুক্ষণ শোনার পরে টিভি বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিলাম।

জনমন
জনমত

দুর্নীতি করেছে সরকার, লাঠি খাচ্ছেন শিক্ষকরা

আমি গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের উপর হওয়া নৃশংস পুলিশি হামলার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বহু মেধাবী ও নির্দোষ শিক্ষককে রাস্তায় বসতে হয়েছে, শুধুমাত্র তাঁদের ন্যায্য দাবি জানাবার জন্য। তাঁদের কারও মাথা ফেটেছে, কারও পা ভেঙেছে, চোখে আঘাত লেগেছে- অথচ পুলিশ বলছে 'ন্যূনতম বলপ্রয়োগ' করা হয়েছে।

শিক্ষক জাতি গঠনের কারিগর। অথচ যেখানে শত্রুর পেটে লাথি মারা উচিত নয়, সেখানে তাঁদের পেটে লাথি মারা হচ্ছে! ডাক্তারদের পর এখন শিক্ষকরাও পথে- এ থেকে স্পষ্ট যে রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কোথাও যোগ্য প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যদি প্রমাণের অভাবে খুনি ও দাগি নেতারা বেকসুর খালাস পেতে পারেন, তাহলে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা কেন আজ রাস্তায় বসে থাকবেন? দুর্নীতি করেছে রাজ্য সরকার ও এসএসসি, অথচ শাস্তি পাচ্ছেন নির্দোষ ও যোগ্যরা।

রাজ্য সরকার আজও অযোগ্যদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে, কারণ তারা কোনও না কোনও নেতা বা মন্ত্রীর আত্মীয়। কেউ জমি বা অন্য সম্পত্তি বিক্রি করে নেতাদের টাকা দিয়েছেন- তাই যদি তাঁদের বাঁচানো না যায়, তবে তাঁরা তো নেতাদের বাড়ির সামনেই ধর্নায় বসে যাবেন- হাটে হাঁড়ি ভেঙে ফেলবেন। রাজ্য সরকার যদি কোর্টে যোগ্য-অযোগ্য পৃথকীকরণের তালিকা জমা দিত, তবে আজ এই দিন দেখতে হত না।

শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি ও মানবিক মর্যাদা রক্ষায় প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার উচিত অবিলম্বে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ করা। ন্যায়বিচার যেন শুধু কথায় নয়, বাস্তবেও প্রতিষ্ঠা পায়।

মানিক পণ্ডিত, জলপাইগুড়ি।

বাঙালি শ্রমিকদের নিগ্রহে চুপ সবাই

বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে, বিশেষত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কিছু অংশে, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষজনের উপর পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ নেমে এসেছে। শুধুমাত্র 'বাংলা' ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁদের বাংলাদেশি আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। অপমান, মারধর ও মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে। এ এক গভীর জাতিগত বৈষম্যের ছবি, যা সংবিধানবিরোধী ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়, এ ধরনের ঘটনা ঘটে চললেও পশ্চিমবঙ্গের মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশই কার্যত নিশ্চুপ। কিছু অরাজনৈতিক সংগঠন মাঝেমধ্যে প্রতিবাদ করলেও, তা কোনও ধারাবাহিক আন্দোলনের রূপ নিতে পারেনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাঝেমধ্যে প্রকাশ্যে দুঃখপ্রকাশ করলেও, প্রশাসনিক পর্যায়ে এখনও কোনও কড়া পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না।

রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষ, যাঁরা পরিবার ছেড়ে, মাটি ছেড়ে দূর রাজ্যে রুজির টানে পাড়ি দেন, তাঁদের এই অপমান কি বাংলা মাটির অপমান নয়? তাঁদের হেনস্তা আমাদের সকলের অপমান। ভোটের সময় শ্রমিকদের স্বার্থে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, বাস্তবে তাঁদের নিরাপত্তা ও সম্মান আজ প্রশ্নের মুখে।

এই অবস্থায় আমাদের দাবি, রাজ্য সরকার যেন অবিলম্বে পদক্ষেপ করে। যেসব রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, সেইসব রাজ্যের সরকারের কাছে যেন প্রতিবাদ জানানো হয়। ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে যেন বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য বন্ধ করা হয়।

আমরা চাই না আর একজন বাঙালিও তাঁর ভাষা, পরিচয় বা কৃষ্টির কারণে বাংলার বাইরে অপমানিত হোন। আজ প্রতিবাদ না করলে আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। বাংলা তার মানুষকে রক্ষা করুক- এটাই সময়ের দাবি।

মোঃ রাফিক আহমেদ
সুজাপুর, মালদা।

উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছ্বাস

বাস্তবের সঙ্গে সমান্তরালভাবে যার অবস্থান তার নাম সমাজমাধ্যম। বিমূর্ত হলেও মূর্তিমান! একেবারে জলজ্যান্ত! ঘৃণা আর অসহিষ্ণুতার চারণভূমি। এখানে প্রাপ্তমনস্ক খুঁজে বের করা অসম্ভব। অস্বস্তিকর মন্তব্য-প্রবাহে সমাজের অসুস্থ মানসিকতার বাড়বাড়ন্ত এখানে। এই মাধ্যম গুজবের আধার। নাগাড়ে গুজব ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এবং সামাজিক সম্প্রীতি ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর।

যে অস্থির সময় সদ্য পার করে এলাম আমরা, তখন হিসেবি পদক্ষেপ মানসিক সুস্থিরতার জন্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখানে তা হল না। মগজ ঘেঁটে দিয়ে, বোধবুদ্ধিকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে, ঘৃণার চাষ আর হিংসার আবাদ করার চেষ্টা ছিল অব্যাহত। এই অন্যায় প্রয়াসের জ্বলন্ত উদাহরণ ১০ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদের নয়ের পাতায় 'গুজবের বন্যা' শিরোনাম দিয়ে প্রকাশিত ছবি, যেগুলো সমাজমাধ্যমের 'ধুন্ধুমার রসদ' ছিল। আগাগোড়া মিথ্যেকে নির্বিকারে সত্য বলে প্রচার করা হয়েছে। কী বিপজ্জনক!

সমাজমাধ্যমের এহেন উৎত্রাসন আচরণের অভিপ্রায় যাইহোক না কেন, পরিণতি আর পরিণাম তো মারাত্মক। 'অপারেশন সিঁদুর'-কে হাতিয়ার করে কিছু বিকারগ্রস্ত মানুষ যে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছিলেন তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছিল সাম্য আর সংহতি। বহুমাত্রিক ভাবনাকে একমাত্রিক ছাঁচে ভরে শালীনতার চৌহদ্দি পার করে উদ্দাম উল্লাসে মেতে ওঠা এই মাধ্যমের (যারা হিংসার পূজক) এক বিজাতীয় সন্তুষ্টি। দেশপ্রেম জাহির করার জন্য দ্বেষ-প্রেম দেখানোর প্রবণতাকে প্রাধান্য দেয় বলেই যৌক্তিকতার ধার ধারে না তারা। সম্প্রীতি তাদের কাছে দূর ছাই আপদ বালাই।

এই মাধ্যম সহিষ্ণুতাকে কটাক্ষ করে মানুষকে কতটা নগ্নভাবে আক্রমণ করতে পারে আমরা দেখেছি হিমাংশীর ক্ষেত্রে। তাঁর প্রতি সহানুভূতির বন্যা সহসা তীব্র খরায় পরিণত হল। নখ-দাঁত বের করে হিংস্র আক্রমণে 'ধর্মনিরপেক্ষ' মন্তব্যকে ছিন্নভিন্ন করে প্রকাণ্ড উল্লাসে একেবারে হইহই কাণ্ড! বিষ-মহিমা কাকে বলে! দেখে মনে হল, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল গোছের এই সমাজপতিরা নির্ধারণ করতে চায় কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক। মানুষের নিজস্বতাকেও নিয়ন্ত্রণ করার স্পর্ধা দেখাতে চায় তারা! এ যেন শিবঠাকুরের দেশে একুশে আইনের দাপট। যার প্রভাবে ন্যায়-অন্যায়ের মাঝের দেওয়ালটা অদৃশ্য। দৃশ্যমান শুধু ঘৃণা আর ঘৃণা!

তাপসী দে, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৫

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। বস্ত্রাদিতে অঙ্কন বা সূচিকর্মের বঙ্গীয় শিল্পধারাবিশেষ ৫। জগৎকর্তা, ঈশ্বর, সিংহাসনও ৬। জোর এবং অবলম্বন ৮। কুমির ৯। ঘর ছাওয়ার খড়জাতীয় তৃণবিশেষ ১১। জন্ম নক্ষত্র, আগাগোড়া সমস্ত সংবাদ বা তথ্য ১৩। বাচনিক, মৌখিক ১৪। মাঠ, অবারিত স্থান, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ক্ষেত্র।

উপর-নীচ : ১। চাপা গর্জন ২। বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রবণতা, ইচ্ছা, মন, চিত্ত ৩। কৃপণ ৪। আস্থা, নির্ভর, অবলম্বন, আশ্বাস ৬। বাঁকা,কুটিল ৭। দেবতার মহিমাকীর্তন ও স্তুতি, আরাধনা ও সেবা ৮। পুত্র ৯। অন্নাদি বিতরণ, স্থান, অক্ষর-পংক্তি, ছাতা ১০। জ্যোৎস্না, চাঁদের কিরণ ১১। অপবিত্র,অশুচি ১২। হিন্দু চতুর্বর্ণের অন্যতম, ক্ষেত্রী বা ছত্রীজাতি ১৩। বন্যা।

সমাধান ■ ৪১৪৪

পাশাপাশি : ১। হাউমাউ ৩। জড়িমা ৫। অসমসাহস ৬। শকাব্দ ৭। যমুনা ৯। অসদুপদেশ ১২। মমতা ১৩। কর্মান্তর।

উপর-নীচ : ১। হাপিত্যেশ ২। উদাস ৩। জলসা ৪। মান্দাস ৫। অব্দ ৭। যশ ৮। নামান্তর ৯। অন্তিম ১০। দুহিতা ১১। দেমাক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল: ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন: ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আজ কাশ্মীরে ডেরেক, মানসরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ মে : অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য জানাতে এবং পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে বিশ্বের একাধিক দেশে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এহেন কূটনৈতিক পদক্ষেপের মধ্যেই এবার পাকিস্তানি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখতে রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ২১ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ, রাজৌরি এবং শ্রীনগরের সীমান্তবর্তী ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনে যাবেন ওই প্রতিনিধিরা। ডেরেক ছাড়াও ওই দলে রয়েছেন দলের সাংসদ মোঃ নাদিমুল হক, সাগরিকা ঘোষ, মমতাবালা ঠাকুর এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

ঘটনাচক্রে, এদিনই কেন্দ্রের প্রতিনিধিদলে ইউসুফ পাঠানের পরিবর্তে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শামিল করা হয়েছে। কেন্দ্রের কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের একটি বৈঠকেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সোমবারই অভিষেক বলেছিলেন, পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং সেনা আধিকারিক অথবা শহিদদের পরিবারের সদস্যদের ওই প্রতিনিধিদলে শামিল করানো উচিত ছিল। কারণ, তাঁদের চেয়ে দেশের হয়ে আর কেউ ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। এরই মধ্যে কাশ্মীরে প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে তৃণমূল বুঝিয়ে দিয়েছে, দেশের প্রতি তাদের ভাবনাচিন্তা এবং উদ্বেগ বিজেপির থেকে কোনও অংশে কম নয়। এক্সে তৃণমূলের তরফে বলা হয়েছে, 'সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ ও গোলাবর্ষণে যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের শোক ভাগ করে নেওয়া, স্থানীয় বাসিন্দাদের পরিস্থিতি শোনা এবং বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখা- এই তিনটি লক্ষ্য নিয়েই প্রতিনিধিদল পাঠানো হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, পহলগাম হামলার পর আহতদের দেখতে গিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সেখান থেকে তিনি জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রের যাবতীয় পদক্ষেপকে তিনি এবং তাঁর দল কংগ্রেস তো বটেই, বিরোধীরাও সমর্থন করবে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনদিনের সফর শেষে এই প্রতিনিধিদল একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে সফর নিয়ে প্রতিনিধিদলের কোনও সদস্য এখনও প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি হননি। কারণ, পহলগাম হামলার পরে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ, দলের কোনও নেতা যেন প্রকাশ্যে বিবৃতি না দেন।

এদিকে কূটনৈতিক স্তরে নয়াদিল্লি-ইসলামাবাদ দড়ি টানাটানি চললেও সীমান্তে উত্তেজনার পারদ অনেকটাই থিতিয়ে পড়েছে। সংঘর্ষ বিরতির কারণে সোমবার থেকে সীমান্তবর্তী এলাকার জনজীবনও একটু একটু করে ছন্দে ফিরতে চলেছে। স্কুল-কলেজ খুলতে শুরু করেছে। তবে বেশিরভাগ স্কুলে অর্ধেকের বেশি পড়ুয়া অনুপস্থিত। পুঞ্চে পাকিস্তানি গোলাবর্ষণে অন্তত ১৩ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৬০।

প্রতিনিধি দলে অবশেষে অভিষেক

জট কাটল মমতাকে রিজিজুর ফোনে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ মে : তাঁদের সঙ্গে কথা না বলে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য বাছাই করা হয়েছে বলে সোমবারই অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছিলেন, কোন দল কাকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাবে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার একতরফাভাবে ঠিক করতে পারে না। জোড়াফুল শিবিরের এহেন আপত্তির পরই অবস্থান বদলাল মোদি সরকার। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থান তুলে ধরতে কেন্দ্র যে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল গঠন করেছে, তাতে দলীয় সাংসদ ইউসুফ পাঠানের বদলে ঠাঁই হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং তাঁর ভাইপো তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে বেছে নেন।

প্রথমে এই প্রতিনিধিদলে তৃণমূলের তরফে প্রাক্তন ক্রিকেটার ও বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানের নাম ছিল। কিন্তু কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্তে তীব্র আপত্তি তোলে তৃণমূল। তারা সাফ জানিয়ে দেয়, প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার একমাত্র দলের। পরে ইউসুফ পাঠান নিজেই প্রতিনিধিদল থেকে সরে দাঁড়ান, যদিও তাঁর তরফে কোনও প্রকাশ্য বিবৃতি দেওয়া হয়নি। সূত্রের খবর, পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তখনই অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সুপারিশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তৃণমূলের তরফে অভিষেককে কেন্দ্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলে শামিল করায় রাজ্য রাজনীতিতে প্রবল চর্চা শুরু হয়েছে। তার কারণ, তৃণমূলের অন্দরে এতদিন মনে করা হচ্ছিল, মমতা এবং অভিষেকের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। কিন্তু সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের যে সাংগঠনিক রদবদল হয়েছে তাতে অভিষেকের ছায়া স্পষ্ট। তাঁরই আপত্তিতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বা অনুব্রত মণ্ডলদের পুনর্বাসন আটকেছে। এই অবস্থায় মমতার ইচ্ছায় কেন্দ্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলে অভিষেক ঠাঁই পাওয়ায় স্পষ্ট, তাঁদের মধ্যে কোনও মতবিরোধ নেই। তৃণমূল জানিয়েছে, দল কখনও এই কূটনৈতিক সফরকে বয়কট করেনি। এর আগে তৃণমূলের লোকসভা দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও প্রতিনিধিদলে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি স্বাস্থ্যজনিত কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

এদিকে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদলগুলিকে পাঠানোর আগে তার তিনটি দলের সদস্যদের সঙ্গে মঙ্গলবার বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। সেখানেও উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন শশী থারুর, সঞ্জয়কুমার ঝা প্রমুখ। জেডিইউ-এর সাংসদ সঞ্জয়কুমার ঝা'র নেতৃত্বাধীন যে প্রতিনিধিদলটি যাচ্ছে, তাতে থাকবেন বিজেপির অপরাজিতা সারঙ্গি, ব্রিজলাল, সিপিএমের জন ব্রিটাসদের সঙ্গে থাকছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২২ মে তাঁরা রওনা দেবেন এবং ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুর সফর করবেন। গত ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে সীমান্তপার সন্ত্রাসবাদের ফল ভুগছে ভারত। এই বিষয়টিই যেন বিশ্বের দেশগুলিতে তুলে ধরা হয়। মোট ৫৯ জন নেতা-নেত্রী সাতটি দলে ভাগ হয়ে বিশ্বের ৩২টি দেশে যাবেন।

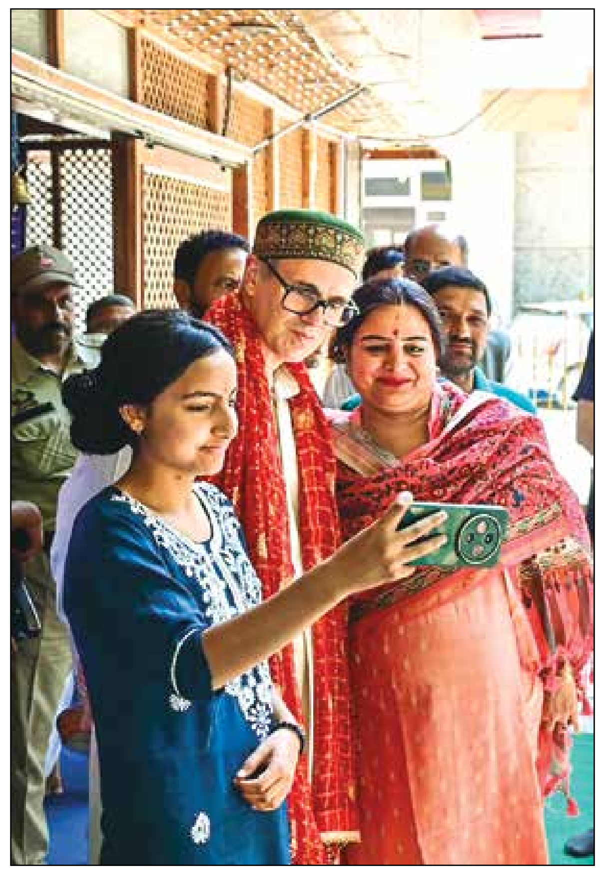

মন্দিরের সামনে ওমর আবদুল্লার সঙ্গে সেলফিতে ব্যস্ত। জম্মুতে।

ইজরায়েলি হামলায় গাজায় হত আরও ৬০

গাজা সিটি, ২০ মে : গাজায় ইজরায়েলি সেনার আক্রমণ অব্যাহত থাকায় মঙ্গলবার অন্তত ৬০ জন প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে। গাজার সিভিল ডিফেন্স সংস্থা জানিয়েছে, নিহতদের বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু।

মঙ্গলবার কাকভোরে এই হামলায় গাজা সিটির একটি স্কুলে এবং একটি বড় আবাসনে বিমান হামলা হয়। মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহ এলাকায় একটি বাড়িতে ১২ জন নিহত হন। নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরের কাছে একটি পেট্রোল পাম্পে নিহত হন ১৫ জন। জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে মারা গিয়েছেন আরও ৯ জন। ইজরায়েলি সেনা হামলাগুলি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি।

১৭ মে থেকে গাজার বিরুদ্ধে নতুন সামরিক অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনা। সোমবার 'গাজার প্রতি ইঞ্চি দখলের' হুঁশিয়ারি দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রসংঘ উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছে, গাজার ওপর হামলা বন্ধ না হলে এবং সেখানে ত্রাণসামগ্রীর বন্যা বইয়ে দিতে না পারলে আগামী দু'দিনে সেখানে মৃত্যু হবে কমপক্ষে ১৪ হাজার শিশুর।

এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ থামানোর জন্য কমবেশি সব রাষ্ট্রই চাপ দিচ্ছে ইজরায়েলকে। এমনকি 'বন্ধু রাষ্ট্রগুলিও তাদের পাশে নেই' বলে কবুল করেছেন নেতানিয়াহু। সোমবার ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং কানাডাও হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, ইজরায়েল গাজায় সেনা অভিযান বন্ধ না করলে এবং ত্রাণ পৌঁছোনোর ব্যাপারে বাধা দিলে তাদের বিরুদ্ধে 'কড়া পদক্ষেপ' করা হবে।

ওয়াকফ মামলায় প্রধান বিচারপতি

'স্পষ্ট অসাংবিধানিক না হলে হস্তক্ষেপ নয়'

নয়াদিল্লি, ২০ মে : সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে প্রথমবার মামলা শুনলেন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। মামলায় তিনি জানিয়েছেন, 'সংসদ যে আইন পাশ করে, তা সাংবিধানিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। যতক্ষণ না খুবই স্পষ্ট কোনও অসাংবিধানিক দিক দেখা যায়, ততক্ষণ আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না।'

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে শুনানি চলে। ওয়াকফ কাউন্সিলে বেশিরভাগই কেন অমুসলিম সদস্য রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। ওয়াকফ সম্পত্তি দানের ক্ষেত্রে কেন পাঁচ বছর ইসলাম পালনের শর্ত রাখা হচ্ছে, মামলাকারীদের প্রশ্ন ছিল।

প্রধান বিচারপতি গাভাই ও বিচারপতি এজি মসিহের ডিভিশন বেঞ্চ তিনটি বিষয় চিহ্নিত করে শুনানি করছে। প্রথমত, 'ইউজার' (জমি বা সম্পত্তিদাতা) ভিত্তিতে ওয়াকফ চিহ্নিত করা। দ্বিতীয়ত, ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিলে অমুসলিম সদস্যদের নিয়োগ। তৃতীয়ত, সরকারি জমিকে ওয়াকফ হিসাবে চিহ্নিত করা।

শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, সরকার ইতিমধ্যে এই তিনটি বিষয়ে তাদের বক্তব্য লিখিত আকারে আদালতে জমা দিয়েছে। তাঁর আর্জি, আলোচনা যেন ওই তিনটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, 'এটা খণ্ড খণ্ড শুনানি হতে পারে না। আইনটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বানানো হয়েছে যাতে ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করা যায়।' তিনি বলেন, 'নতুন আইনে বলা হয়েছে, কেউ ওয়াকফ করতে চাইলে তাকে অন্তত পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করে থাকতে হবে। অর্থাৎ মৃত্যুশয্যায় থাকা একজন মানুষও যদি ওয়াকফ করতে চান, তাঁকেও প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি পাঁচ বছর ধরে ধর্মাচরণ করছেন। এটা সংবিধানবিরোধী।'

সিবাল আরও বলেন, 'নতুন আইনে বলা হয়েছে, কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্যক্তি অভিযোগ তুললেই কোনও জমির ওয়াকফ মর্যাদা চলে যাবে। সরকারই তখন বিচারকের ভূমিকা পালন করবে। এইভাবে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্র কেড়ে নিচ্ছে।'

মসজিদ ও মন্দিরের তুলনা টেনে সিবাল বলেন, 'সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অর্থ দিতে পারে না। মসজিদ বা গোরস্থানের দেখভাল সরকার করে না, বরং বহু মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ওয়াকফ হিসাবে দিয়ে যান। মন্দিরে যেমন চাঁদার

সংসদ যে আইন পাশ করে, তা সাংবিধানিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। যতক্ষণ না খুবই স্পষ্ট কোনও অসাংবিধানিক দিক দেখা যায়, ততক্ষণ আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

বিআর গাভাই
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আসে, মসজিদে বা কবরস্থানে তা হয় না।'

সিবালের কথা শুনে প্রধান বিচারপতি গাভাই বলেন, 'এমন তো মন্দিরেও হয়। আমি দরগায় যাই, সেখানেও এমন হয়।'

শুনানির এক পর্বে সিবাল বলেন, 'যে কোনও সৌধ বা স্থাপনাকে যখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করে, তখন তার ওয়াকফ মর্যাদা চলে যায়। উদাহরণস্বরূপ জামা মসজিদ, সম্ভাল। এইভাবে যে কোনও বিরোধ বাধলেই ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এটা গভীর উদ্বেগের।' তাঁর আরও অভিযোগ, নতুন ওয়াকফ আইনের কিছু ধারা (যেমন ৩ডি, ৩ই) যৌথ সংসদীয় কমিটির খসড়ায় ছিল না, অথচ সেগুলিকে সংযুক্ত করে আইন পাশ করা হয়েছে। বুধবার ফের মামলার শুনানি হবে।

মন্ত্রীর কুকথায় সিট গঠন

ভোপাল, ২০ মে : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে কর্নেল সোফিয়া কুরেশির বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কুঁয়র বিজয় শাহের বিতর্কিত মন্তব্যের তদন্তে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ একটি তিন সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে।

পুলিশের ডিজি কৈলাস মাকওয়ানা জানিয়েছেন, তিন সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দলে রয়েছেন ইনস্পেকটর জেনারেল অফ পুলিশ প্রমোদ বর্মা, ডেপুটি ইনস্পেকটর জেনারেল কল্যাণ চক্রবর্তী এবং পুলিশ সুপার বাহিনী সিং।

সেনার দাবি নস্যাৎ প্রধান গ্রন্থীর

চণ্ডীগড়, ২০ মে : অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন স্বর্ণমন্দিরে পাকিস্তানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে ভারতীয় সেনা আকাশ প্রতিরোধী ব্যবস্থা মোতায়েন করেছিল। তা করা হয় মন্দিরের প্রধান গ্রন্থী (পুরোহিত) জ্ঞানী রখবীর সিংয়ের অনুমতি নিয়েই। সেনার এই দাবি মঙ্গলবার নস্যাৎ করে দিলেন স্বর্ণমন্দিরের প্রধান পুরোহিত। জ্ঞানী রখবীর সিং সাফ জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে কোনও সেনা অফিসার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। ঘটনার সময় তিনি এদেশে ছিলেন না। ২২ দিনের ছুটিতে আমেরিকায় ছিলেন। তিনি জানান, সেনার বক্তব্য তদন্ত করে দেখবে শিরোমণি গুরুদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটি। অকাল তখতের প্রাক্তন জাঠেদার রখবীর সিং এও বলেছেন, 'শ্রী হরমন্দর সাহিবে ব্ল্যাক আউট করার ব্যাপারে প্রশাসনকে এসজিপিসি সাহায্য করেছে, এটাও অসত্য।' রখবীর ছুটিতে থাকাকালীন প্রধান গ্রন্থীর কাজ যিনি করেছেন সেই জ্ঞানী অমরজিৎ সিংহ সেনার দাবি খারিত করেছেন।

রক্ষা পেল রাজধানী

লখনউ, ২০ মে : অল্পের জন্য রক্ষা পেল নয়াদিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস। লাইনচ্যুত হওয়া থেকে বাঁচল কাঠগোদাম এক্সপ্রেসও। রেললাইনের ওপর কাঠের গুঁড়ি ফেলে দুর্ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করেছিল দুষ্কৃতীরা। কিন্তু চালকের তৎপরতায় বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ট্রেন দুটি। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় ডালেনগর ও উমরতালি স্টেশনের মাঝে রেললাইনের ওপর কাঠের গুঁড়ি রেখেছিল দুষ্কৃতীরা। ডিব্রুগড়গামী রাজধানী এক্সপ্রেসের চালক তা দেখতে পেয়ে ইমার্জেন্সি ব্রেক কষেন। তিনিই প্রথমে কাঠের গুঁড়ি সরিয়ে দেন এবং রেল আধিকারিকদের খবর দেন। রাজধানীর পর কাঠগোদাম এক্সপ্রেসকেও একই কায়দায় লাইনচ্যুত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও লোকো পাইলটের তৎপরতায় রক্ষা পায় ট্রেনটি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

হাফিজদের পেতে চাপ

জেরুজালেম, ২০ মে : পাক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের অপারেশন সিঁদুর আপাতত 'বিরতিতে', কিন্তু 'শেষ হয়নি'। ইজরায়েলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই বার্তা দিলেন এদেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জেপি সিং। তিনি সাফ

ইজরায়েলের মাটিতে বার্তা ভারতের

জানালেন, তিন জঙ্গি হাফিজ সইদ, সাজিদ মির ও জাকিউর রহমান লকভিকে ইসলামাবাদ ভারতের হাতে তুলে দিক, ঠিক যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৬/১১-র অন্যতম চক্রী তাহাউর হুসেন রানাকে ভারতে হস্তান্তর করেছে।

ইজরায়েলের এক টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে জেপি সিং বলেছেন, 'ভারতের অভিযান ছিল পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী, তাদের পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে। যার জবাবে পাকিস্তান ভারতের সামরিক কেন্দ্রে আক্রমণ হেনেছে।'

গাজায় চাই আরও ত্রাণ

রাষ্ট্রসংঘ, ২০ মে : ইজরায়েলের লাগাতার বোমাবর্ষণে গাজায় মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। সেইসঙ্গে চলছে খাদ্যসংকট। গাজার নিরন্নদের জন্য প্রচুর পরিমাণে ত্রাণ দরকার। এই আবহে রাষ্ট্রসংঘ জানিয়েছে, গাজা উপত্যকায় ত্রাণের বন্যা না হলে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ হাজার শিশুর মৃত্যু হতে পারে। ইজরায়েল ১১ সপ্তাহ পর সোমবার পাঁচটি ত্রাণবোঝাই ট্রাক গাজায় ঢোকার অনুমতি দেয়। চাহিদার তুলনায় তা কিছুই নয় বলে উল্লেখ করে রাষ্ট্রসংঘের মানবিক সহায়তা বিষয়ক কর্তা টম ফ্লেচার বলেছেন, 'এই ত্রাণ বিশাল সমুদ্রে এক ফোঁটা জলের মতো।'

ইউক্রেন-রাশিয়ার শীঘ্রই যুদ্ধবিরতি

ট্রাম্পের ঘোষণায় সতর্ক পুতিন

ওয়াশিংটন, ২০ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব নেওয়ার পর এবার রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতেও উদ্যোগী হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সোমবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে প্রায় দু'ঘণ্টা ফোনে কথা হয় ট্রাম্পের। পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপের পরে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, 'পুতিন খুব ভালো মানুষ। আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে।' তবে রাশিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'এই প্রক্রিয়ায় সময় লাগবে এবং এখনই কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা ঠিক হয়নি।'

রুশ-ইউক্রেন সংঘাত এত দূর গড়ানোর জন্য ট্রাম্প প্রকারান্তরে দায়ী করেন তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেনের প্রশাসনকেও। মস্কো এবং কিভের সংঘাত নিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে গড়ে পাঁচ হাজার তরুণ সৈনিকের মৃত্যু হচ্ছে...! আমরা এটা থামানোর চেষ্টা করছি।'

ট্রাম্প বলেন, যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত পরিকল্পনার কথা তিনি ইতিমধ্যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও ফিনল্যান্ডের নেতাদেরও জানিয়েছেন। হোয়াইট হাউসে তিনি জানান, 'কিছু অগ্রগতি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।'

পুতিন খুব ভালো মানুষ। আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

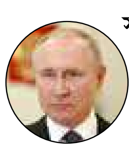

সবকিছু ঠিক পথে এগোচ্ছে, এটুকুই। এর চেয়ে বেশি কিছু বলার সময় এখনও আসেনি।

ভ্লাদিমির পুতিন

ট্রাম্পের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েও পুতিন বলেন, 'সবকিছু ঠিক পথে এগোচ্ছে, এটুকুই। এর চেয়ে বেশি কিছু বলার সময় এখনও আসেনি।' রাশিয়ার কৃষ্ণসাগর উপকূলবর্তী সোচিতে সাংবাদিকদের পুতিন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিনি 'ভবিষ্যৎ শান্তিচুক্তির খসড়া' নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত।

ইউক্রেন ও ইউরোপীয় নেতৃত্ব 'তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি'র দাবি জানালেও পুতিনের সাফ জবাব, যুদ্ধ থামাতে হলে কিছু শর্ত মানতে হবে। ট্রাম্পও সরাসরি নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি। তাঁর মতে, এখনই চাপ বাড়ালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।

ক্রেমলিনের উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ জানান, ট্রাম্প-পুতিন ফোনালাপে যুদ্ধবিরতির নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা নিয়ে আলোচনা হয়নি। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানিয়েছেন, 'সকলেই দ্রুত সমাধানের জন্য উদগ্রীব। কিন্তু বিশদ আলোচনা ছাড়া স্থায়ী শান্তি আসতে পারে না। ফলে সময় লাগবে।'

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, কূটনৈতিক অগ্রগতির জন্য রাশিয়া, ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হতে পারে। এই বৈঠক তুরস্ক, ভ্যাটিকান বা সুইৎজারল্যান্ডে হতে পারে বলেও তিনি জানান।

তবে ইউরোপের একাধিক নেতা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, ট্রাম্প পুতিনকে চাপে ফেলতে নিষেধাজ্ঞার পথে হাঁটেননি। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লায়েন বলেন, ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা 'ভালো'ই হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ।

তুরস্কে রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রতিনিধিদল সাম্প্রতিক আলোচনায় বসেছিল।

প্রতারণায় গ্রেপ্তার কনে

জয়পুর, ২০ মে : নিঃসঙ্গতা, দারিদ্র্যের গল্প শুনিয়ে তরুণদের প্রেমে ফাঁসিয়ে বিয়ে করতেন অনুরাধা পাসওয়ান (৩২)। এরপর শ্বশুরবাড়ির আস্থা অর্জন করে খাবার বা পানীয়ের সঙ্গে মাদক খাইয়ে নগদ, গয়না লুট করে পালাতেন। ২৫ জনকে ফাঁসিয়েছেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, একটি দল রয়েছে নেপথ্যে। অনুরাধা তার পান্ডা। প্রতারিত এক তরুণের অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার হয়েছেন মহিলা।

মৃত ৩

বেঙ্গালুরু, ২০ মে : ভারী বৃষ্টিপাতে বিপর্যস্ত বেঙ্গালুরু। জলমগ্ন ৫০০ বাড়ি। প্রবল বর্ষণের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত দুই। দেওয়াল ধসে মৃত এক গৃহকর্মী। রবিবার রাত থেকে সোমবার একটানা বৃষ্টি হয়েছে। টানা ১২ ঘণ্টায় ১৩০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, যা ১৫ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ব্যাহত যান চলাচল, গাছ উপড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। আগামী ৫ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

ধৃত ৬

চণ্ডীগড়, ২০ মে : পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই মদতপুষ্ট এক বড়সড়ো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর পর্দা ফাঁস করেছে পঞ্জাব পুলিশ। পাকিস্তানের হরবিন্দর সিং রিন্ডা নামে এক সন্ত্রাসী ভারতে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী বব্বর খালসাকে কাজে লাগিয়ে দুই হ্যান্ডলারের মাধ্যমে এদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়েছে। এর পিছনে হাত রয়েছে আইএসআই-এর।

পাক-প্রীতি কার, তুঙ্গে তর্জা

নয়াদিল্লি, ২০ মে : অপারেশন সিঁদুরের জেরে পাকিস্তানের হাঁটু কেঁপে গিয়েছে বলে ভারতীয় সেনা যে দাবি করেছে তাকেও কার্যত নস্যাৎ করে দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কর্ণাটকের বিজয়নগরের হোসাপেতে এক দলীয় সমাবেশে অপারেশন সিঁদুরকে ছোটখাটো যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, 'এই সমস্ত ছোটখাটো যুদ্ধের ফলে পাকিস্তান ভারতকে আর গুরুত্ব দিতে চাইছে না। চিনের কাছ থেকে মদত পাচ্ছে তারা।' প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'পর্যটকদের কেন পুলিশ বা সেনা নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি? কেন তাঁদের সতর্ক করা হয়নি? ওঁদের সতর্ক করে দিলে হয়তো ২৬টি নিরপরাধ প্রাণকে বাঁচানো যেত।'

খাড়গের এহেন মন্তব্যের স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনা করেছে বিজেপি। দলের নেতা সম্বিত পাত্র বলেন, 'এই ধরনের কথা বলা দেশ এবং সেনার শৌর্যের সঙ্গে প্রতারণা।' তাঁর তোপ, 'আমরা প্রথম দিন থেকে ডিজিটাল প্রমাণ দিয়েছি। পাকিস্তানিরাও প্রমাণ দেখিয়েছেন। তারপরও আপনারা সেনার সাহসিকতার প্রমাণ চাইছেন। এই কারণেই রাহুল গান্ধি এবং তাঁর নেতাদের পাকিস্তানে পোস্টার বয় হিসেবে দেখা হয়।' এর আগে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের

রাহুল-মুনিরের ছবি দিয়ে আক্রমণ পদ্মের।

বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে জানিয়ে আক্রমণ করার যে অভিযোগ বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি করেছিলেন তারও সমালোচনা করেছে বিজেপি।

রাহুল গান্ধি এবং পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের একটি ছবি মিশিয়ে মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। তার নীচে লেখা আছে, ওয়ান অ্যাজেন্ডা। মালব্য বোঝাতে চেয়েছেন, দুইজনই আসলে এক ব্যক্তি। তিনি লিখেছেন, 'রাহুল গান্ধি যে পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলবেন সেটা মোটেই আশ্চর্যের নয়। ত্রুটিহীন অপারেশন সিঁদুরের পর উনি প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দনও জানাননি। বরং উনি লাগাতার জানতে চেয়েছেন আমরা কতগুলি যুদ্ধবিমান হারিয়েছি। এই প্রশ্নের উত্তর ডিজিএমও আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। তাহলে এরপর রাহুল গান্ধি আর কী পেতে পারেন? নিশান-ই-পাকিস্তান?' বিজেপির আক্রমণের জবাবে কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরা এবং সুপ্রিয়া শ্রীনেতদের পালটা খোঁচা, পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান নিশান-ই-পাকিস্তান পাওয়ার যোগ্য লালকৃষ্ণ আদবানি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। এদিকে পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতির প্রশ্ন, 'অপারেশন সিঁদুরে লাভ কী হল? পহলগামের জঙ্গিরা তো ধরা পড়েনি?'

পতন সেনসেক্সের

মুম্বই, ২০ মে : সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনেও ধাক্কা ভারতীয় শেয়ার বাজারে। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৮৭২.৯৮ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ৮১১৮৬.৪৪ পয়েন্টে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২৬১.৫৫ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ২৪৬৮৩.৯০ পয়েন্টে।

মুনিরের পদোন্নতি

ইসলামাবাদ, ২০ মে : ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং তার জেরে দুই প্রতিবেশীর উত্তপ্ত সম্পর্কের মধ্যেই মঙ্গলবার পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করল শাহবাজ শরিফের সরকার। ফিল্ড মার্শাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ। ভারতের সঙ্গে সংঘাতে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকে সফলভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই মুনিরের এই পদোন্নতি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিজ্ঞানী জয়ন্ত নারলিকার প্রয়াত

পুনে, ২০ মে : ভারতীয় বিজ্ঞান জগতে ইন্দ্রপতন। ৮৭ বছর বয়সে জীবনাবসান হল বিশিষ্ট ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের। মঙ্গলবার পুনেতে তাঁর মৃত্যু হয়। ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চায় তিনি ছিলেন এক অগ্রদূত। তিনি পুনের 'ইন্টার-ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স' (আইইউসিএএ)-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে সহজভাবে পৌঁছে দেওয়ার কাজে তাঁর ভূমিকা চিরকাল ভারতের বিজ্ঞান জগৎ মনে রাখবে।

জয়ন্ত নারলিকারের প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোকপ্রকাশ করে বলেন, 'জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর চিন্তাভাবনা আগামী প্রজন্মের গবেষকদের পথ দেখাবে। তিনি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন

এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তৈরি করেছেন। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের আন্দোলনে নারলিকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।'

তাঁর জন্ম ১৯৩৮ সালের ১৯ জুলাই, মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে। তাঁর বাবা ছিলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএইচইউ) গণিত বিভাগের প্রধান। আর মা ছিলেন সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত। নার্লিকার বিএইচইউ থেকে ১৯৫৭ সালে স্নাতক হন।

নিয়ম মেনে ঘর হয়নি, বঞ্চিত বহু

আবাসের দ্বিতীয় কিস্তি পাচ্ছেন ৬৪ হাজার ৫০০ জন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ মে : সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, জেলার ৪৮ হাজার ৫০০ জন নিয়ম অনুযায়ী ঘরের কাজ করেননি। তার মধ্যে ১৫০ জন তো ঘর তৈরি শুরুই করেননি। তাই মঙ্গলবার থেকে কোচবিহারে বাংলা আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া শুরু হলেও অনেক উপভোক্তাই সেই টাকা পাবেন না। প্রশাসনের তরফে ৪২.৯২ শতাংশ উপভোক্তার টাকা দেওয়া স্থগিত রাখা হয়েছে।

নিয়ম মেনে যাঁরা ঘরের লিনটেল পর্যন্ত তৈরি করেছেন, সেই ৬৪ হাজার ৫০০ জনকে দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) সৌমেন দত্ত বলেন, '৬৪ হাজার ৫০০ জন উপভোক্তাকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে। আশা করছি দু'দিনের মধ্যে তাঁরা অ্যাকাউন্টে টাকা পেয়ে যাবেন। যাঁরা প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পরেও নিয়ম মেনে কাজ করেননি, তাঁরা যখন লিনটেল পর্যন্ত ঘর তৈরি করবেন, তখন টাকা পাবেন। তার আগে নয়।'

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের এক উপভোক্তার অর্ধসমাপ্ত ঘর।

অস্বস্তি

- কোচবিহার জেলার ৪২.৯২ শতাংশ উপভোক্তার টাকা দেওয়া স্থগিত হয়েছে
- যাঁরা ঘরের লিনটেল পর্যন্ত তৈরি করেছেন, সেই ৬৪ হাজার ৫০০ জনকে দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে
- লিনটেল পর্যন্ত ঘর তৈরি করার পরই বাকি উপভোক্তারা টাকা পাবেন বলে জানা গিয়েছে

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার জন্য কোচবিহার জেলায় ৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৭৫টি পরিবারে সমীক্ষা করা হয়েছিল। তার মধ্যে ২০২২ সালের অনুমোদিত তালিকায় ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬০৫ জনের নাম ছিল।

পার্মানেন্ট ওয়েটিং লিস্টে নাম ছিল ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৫৩ জনের। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে অভিযোগ জানিয়ে ঘরের আবেদন করেছিলেন আরও ১,৯১৭ জন। প্রত্যেকের সমীক্ষা করার পর প্রথম ধাপে প্রায় ১ লক্ষ ১৩ হাজার প্রাপকের নাম চূড়ান্ত হয়। ডিসেম্বরে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হয়।

ঘর তৈরির জন্য মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ওই টাকা তিনটি কিস্তিতে অর্থাৎ ৬০, ৪০ ও ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদল করে বর্তমানে দুই কিস্তিতেই সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে।

ডিসেম্বরের শেষের দিকে কোচবিহার জেলায় প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। এখন দ্বিতীয় কিস্তিতে বাকি ৬০ হাজার টাকা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে আপাতত উপভোক্তাদের অনেকেই সেই টাকা পাচ্ছেন না।

গত মাসে পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপকুমার মজুমদার কোচবিহারে এসে আবাস যোজনার কাজের অগ্রগতি নিয়ে খোঁজখবরও করেছিলেন।

টাকা পাওয়ার পর প্রত্যেক উপভোক্তা যাতে নিয়ম অনুযায়ী ঘরের কাজ করেন, সেই বিষয়ে প্রশাসনের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের তদারকি করতে বলা হয়। কিন্তু তার পরেও অনেক উপভোক্তা সেই নিয়ম অনুযায়ী কাজ না করেনি। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের অন্দরেও অস্বস্তি দেখা গিয়েছে।

উন্নয়নের খতিয়ান

প্রথম পাতার পর

চা শ্রমিকদের মজুরি বাড়িয়ে ২৫০ টাকা করেছি, বিনামূল্যে র‍্যাশন সহ অন্য সমস্ত সুযোগসুবিধা দিচ্ছি।'

মঙ্গলবারের ওই অনুষ্ঠানে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকার মানুষের হাতে মোট ৫১টি প্রকল্পে সুবিধা তুলে দেওয়া হয়। যার মধ্যে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, চা বাগানের জমির পাট্টা, বাংলার শস্য বিমা যোজনায় ক্ষতিপূরণ, বাংলার বাড়ির কিস্তি, সবুজ সাথী ও বার্ধক্য ভাতা, চা সুন্দরী ও মেধাশ্রীর বরাদ্দ ইত্যাদি ছিল।

তিনি জানান, শুধু জলপাইগুড়ি জেলায় পথশ্রী প্রকল্পে ৩৪৯ কোটি টাকা খরচ করে ১০৮৪ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এর পরেও যাঁরা টাকার হিসাব চাইছেন, তাঁদের লজ্জা নেই।' ঘুরেফিরেই মমতার ভাষণে বারবার উল্লিখিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন। তাঁর কথায়, 'হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর করা হয়েছে। কিন্তু ওটা ছোট দপ্তর। সেই দপ্তরের কাজের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমরা এর বাইরে রাজ্যের সমস্ত প্রকল্পে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের কাজ করছি।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় ৩০০ ও জলপাইগুড়ি জেলায় ৯২২ জনকে চা সুন্দরী প্রকল্পে ঘর বরাদ্দের ছাড়পত্র তুলে দেওয়া হয় মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে। এছাড়া ডাবগ্রাম শিল্পতালুকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য ২৯ কোটি টাকা, চতুর্থ এবং পঞ্চম পর্যায়ের কাজের জন্য ১৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়। 'এখানে শিল্প আসুক, এটাই আমাদের লক্ষ্য' মন্তব্য করে সোমবার শিলিগুড়ির শিল্প সম্মেলনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে মমতা বলেন, 'শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার করে দিচ্ছি। যেখানে বসে শিল্পপতিরা উত্তরবঙ্গে শিল্পবিকাশের কাজ করতে পারবেন।'

জনগোষ্ঠীগুলির উন্নয়নে তাঁর দাবি, 'রাজবংশী ভাষার ২০০ স্কুল করেছি, সাদরি ভাষার সিলেবাস তৈরি করা হচ্ছে। ১০০ স্কুলও করা হবে। রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষাকে আমাদের সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। পঞ্চানন বর্মার জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা আমাদের সরকারই করেছে। কোচবিহারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চানন বর্মা সংগ্রহশালা আমরা করেছি। এছাড়া রাজবংশী ভাষা আকাদেমি, কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি, নারায়ণী ব্যাটালিয়ন তৈরি করেছি।'

আদিবাসীদের প্রসঙ্গে মমতা জানান, 'সারি এবং সারনা ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিকে মান্যতা দিয়ে আমরা বিধানসভায় আইন পাশ করে কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছি। আদিবাসীদের জমি যাতে কেউ কেনাবেচা না করতে পারে, সেই ব্যবস্থাও করেছি।'

নিরাপত্তায় প্রশ্ন কোচবিহারে

প্রথম পাতার পর

আনন্দকে ডিএসও-র কর্মী ভেবে তৃণমূলের কর্মীরা তার উপর চড়াও হয়েছিল কি না তা নিয়েও এদিন চর্চা চলে।

ডিএসও-র জেলা সাধারণ সম্পাদক আসিফ আলমের কথা, 'হাসপাতালের একজন কর্মীকে হাসপাতালের বাইরে মারধর করা হয়েছে শুনেছি। কারা আক্রমণ করেছে সেটা পুলিশ তদন্ত করুক। আমাদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তাঁদের দেখভালের জন্য ডিএসও-র কয়েকজন কর্মী হাসপাতালে থাকা অবস্থায় দেখছিলাম তৃণমূলের কয়েকজন নজর রাখছিল। ফলে হাসপাতালের ওই কর্মীকে ডিএসও-র কর্মী ভেবে তৃণমূলের লোকজন মেরেছে কি না সেটাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।' টিএমসিপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়নদীপ গোস্বামীর বক্তব্য, 'ডিএসও-র তরফে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। আমাদের কেউই এধরনের কোনও ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন।'

ভারত-পাক সংঘর্ষের আবহের পর অমৃতসরের আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে বিএসএফের রিট্রিট। মঙ্গলবার। -পিটিআই

জোনাকদের বাড়িতে মেডিকেল টিম

অমৃতা দে

সিতাই, ২০ মে : গত ১৫ দিনে সিতাইয়ের ব্রহ্মোত্তরচাতরায় একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু এবং একাধিক গবাদিপশুর মৃত্যুর ঘটনায় নড়েচড়ে বসল কোচবিহার জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর। মঙ্গলবার কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের মেডিকেল টিম এবং বিডিও ও পুলিশের একটি বিশেষ দল ওই এলাকায় যায়। তারা সেখানে মৃত জোনাক বর্মনের বাড়িতে গিয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক খোঁজখবর নেয়। পাশাপাশি এলাকার অন্য বাসিন্দা এবং গবাদিপশুর স্বাস্থ্য নিয়েও কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, সে বিষয়ে খোঁজ করে। ৩-৪ ঘণ্টার এই অভিযানে মৃত জোনাক বর্মনের বাড়ি এবং আশপাশের এলাকা স্যানিটাইজ করা হয়।

কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক রণজিৎ মণ্ডল বললেন, 'আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বিশেষজ্ঞরা গিয়ে সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেছেন। এখন যাঁরা বাড়িতে রয়েছেন, তাঁদের উপযুক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। পরবর্তীতে রিপোর্ট আসার পর বাকিটা ঠিক করে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' প্রাথমিক একটি রিপোর্ট এলেও জটিল কোনও বিষয় রয়েছে কি না সেটা দেখতে একটু সময় লাগবে বলে জানালেন তিনি। এরপর রাজ্যের বিশেষ মেডিকেল টিমও ঘটনাস্থলে এসে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারে। শুধুমাত্র মৃতের বাড়ির লোকজনই নন, জোনাক বর্মনের বাড়ি থেকে দশ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা গবাদিপশুদেরও টিকাকরণ করানো হবে। এই কাজের জন্য প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের তরফে ১৫ জনের একটি দল গঠন করা হয়েছে। বুধবার থেকে সেই দল কাজ করবে ওই এলাকায়।

অল্পদিনের ব্যবধানে একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যুতে জেলা তো বটেই, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। বিষয়টি জানিয়ে রাজ্যকে রিপোর্ট পাঠায় দিনহাটা সাব-ডিভিশন এবং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর।

> আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বিশেষজ্ঞরা গিয়ে সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেছেন। পরবর্তীতে রিপোর্ট আসার পর বাকিটা ঠিক করে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
>
> **রণজিৎ মণ্ডল**
> *জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক*

সিতাইয়ের বিডিও নিবিড় মণ্ডল বললেন, 'এদিন মৃতদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের সচেতন করা হল। এলাকায় যে কোনও গবাদিপশুর মৃত্যু হলেই সেগুলিকে মাটিতে পুঁতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' তিনি জানালেন, প্রশাসনের তরফে প্রতিনিয়ত ওই এলাকায় অভিযান চালানো হবে।

একটা ট্যাক্সের বেশি নয়, স্পষ্ট নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

শিলিগুড়ি, ২০ মে : যে কোনও একটাই ট্যাক্স থাকবে। দুটো ট্যাক্স হতে পারে না। মঙ্গলবার স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফুলবাড়ির হেলিপ্যাড সংলগ্ন ময়দানে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'একবার জিএসটি নেবে, তারপর আবার শিল্পপতিদের কাছে গিয়ে মিউটেশন ফি'র নামে ট্যাক্স নেওয়া হয়, রাস্তায় গাড়ি চললে ট্যাক্স নেওয়া হয়। এটা করা যাবে না। একটাই ট্যাক্স থাকবে।' তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র এই রাজ্য থেকে জিএসটি বাবদ টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে, তার ভাগও সময়মতো দেওয়া হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছে উত্তর দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্স। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডু বলেছেন, 'রাস্তায় টাকা দিতে দিতে আমাদের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য সাহস করেই সোমবার দীনবন্ধু মঞ্চের শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্যার কথাগুলি বলেছিলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন এবং পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন, এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি।' সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে রাস্তায় হয়রানির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে অনেকেরই অভিযোগ ছিল, জিএসটি দিয়ে পণ্য কিনে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় টোল ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। অত্যাচার বন্ধ করতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী পাশে বসে থাকা মুখ্যসচিবকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুলিশ যাতে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে 'ট্যাক্স' (পড়ুন তোলাবাজি) না নেয়, তার জন্য তিনি পুলিশকর্তাদের দায়িত্ব দেন। মঙ্গলবার ফের মুখ্যমন্ত্রী 'একটাই ট্যাক্স' নিয়ে সরব হন।

গাইসালে জ্বলন্ত ইঞ্জিন ফেরাল স্মৃতি

অরুণ ঝা

গাইসাল, ২০ মে : ২৬ বছরের পুরোনো ক্ষতটা শুকোয়নি। মঙ্গলবার ইসলামপুর থানার গাইসাল স্টেশনে শিলিগুড়ি-মালদা ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লাগতেই ১৯৯৯ সালের ট্রেন দুর্ঘটনার ভয়ংকর স্মৃতিটা ফিরে এল লোকের মুখে মুখে। তাঁদের অনেকেই স্বগতোক্তি করলেন 'অভিশপ্ত গাইসাল স্টেশন।'

এদিন দুপুর ১টা ৫০ মিনিট নাগাদ ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার গাইসাল স্টেশনে আগুন লাগার কারণে দাঁড়িয়ে পড়ে। ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। স্টেশনের কর্মী-আধিকারিকরাও হতচকিত হয়ে পড়েন। স্টেশন চত্বরে হুলুস্থুল শুরু হয়। আগুন ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় তড়িঘড়ি ইসলামপুর থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিহারের কিশনগঞ্জ থেকেও দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে। রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার গাইসাল স্টেশনে চলে আসেন।

এদিন দুর্ঘটনার জেরে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস, হাওড়াগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, দিল্লিগামী সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস সহ একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন আটকে পড়ে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা আপ ও ডাউন দুই লাইনেই ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ডিআরএমের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, 'ঘটনাটি দুঃখজনক। এমন ঘটনা ঘটা উচিত ছিল না।'

এদিন মালদাগামী ডিইএমইউ ট্রেনটির পিছনে থাকা ইঞ্জিনে বসেছিলেন সিনিয়ার ট্রেন ম্যানেজার আরআর ভারতী। আলুয়াবাড়ি রোড রেলস্টেশন ছাড়ার একটু পরেই তিনি ইঞ্জিনে ধোঁয়া দেখতে পান। ধোঁয়ার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেন তিনি। ততক্ষণে ট্রেন গুঞ্জরিয়া স্টেশন ছেড়ে দিয়েছে। আচমকা তিনি আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পান। ট্রেনের গতি সেই সময় অনেকটাই বেশি ছিল। ভারতীর কথায়, 'ধোঁয়া এবং আগুনের ফুলকি দেখে আমি উৎস খোঁজার চেষ্টা করি। চলন্ত ট্রেনের চাকায় কোনও সমস্যা হয়েছে কি না তাও বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু ততক্ষণে পরিস্থিতি জটিল আকার নিতে শুরু করেছে। ওয়াকি-টকিতে চালককে বিষয়টি জানাই। তিনি ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে ট্রেন গাইসাল স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দেন। যাত্রীদের নেমে যেতে বলা হয়।' তাঁর সংযোজন, 'সম্ভবত গিয়ার থেকে আগুন লেগেছিল। তবে এই বিষয়ে এক্সপার্ট যাঁরা তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন।'

গাইসাল স্টেশনে থাকা আগুন নেভানোর উপকরণ দিয়ে প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আগুন ক্রমশ বড় আকার ধারণ করে। সাধারণ মানুষ, পুলিশ, রেল পুলিশের ভিড়ে এলাকা ছয়লাপ হয়ে যায়। ডিইএমইউ-এর যাত্রী হরিনারায়ণ চতুর্বেদী বলেন, 'আমার বারসই স্টেশনে নামার কথা ছিল। ট্রেনের গার্ড ও চালকের তৎপরতার জন্য সবাই বেঁচে গিয়েছি। ট্রেনে আগুন শুনে আতঙ্কে যাত্রীরা ট্রেন থামার আগেই লাফিয়ে নামতে শুরু করেছিলেন।' আরেক যাত্রী বিনোদ পাসোয়ানের ধারণা, 'রেলের তরফে রক্ষণাবেক্ষণে নিশ্চয়ই গাফিলতি ছিল। নইলে এমন ভয়াবহ আগুন ট্রেনের ইঞ্জিনে লাগল কীভাবে?'

এদিন বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ ডিআরএম সড়কপথে গাইসাল স্টেশনে পৌঁছে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেন। তারপর দুর্ঘটনাগ্রস্ত ফাঁকা ট্রেনটি পাঞ্জিপাড়া স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ডিআরএম বলেন, 'সময় থাকতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে। যাত্রীদের ক্ষতি হয়নি। আগুন লাগার কারণ জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে। তদন্ত রিপোর্ট এলে বোঝা যাবে গাফিলতি কোথায় ছিল। রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে। ট্রেনের যাত্রীদের তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছাতে আমরা পদক্ষেপ করেছি।'

২৬ বছর আগে ১৯৯৯ সালের ২ অগাস্ট দেশের অন্যতম বড় ট্রেন দুর্ঘটনা গাইসালেই ঘটেছিল। সরকারি হিসাবেই ২৮৬ জনের মৃত্যু হয়। এদিন গাইসাল স্টেশনে ট্রেনের জ্বলন্ত ইঞ্জিন দেখে স্থানীয়দের সেই স্মৃতি ফিরে আসে। এলাকার বর্ষীয়ান বাসিন্দা আইনুল হক বলেন, 'শতাধিক মানুষের ওই ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল। বরাতজোরে এদিন অন্তত প্রাণহানি হয়নি।'

গাইসাল স্টেশনে ট্রেনের ইঞ্জিনের আগুন নিয়ন্ত্রণে দমকলবাহিনী।

বর্ষায় তিস্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আধিকারিকরা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২০ মে : কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি- এই তিন জেলা এবং শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ নিয়ে মঙ্গলবার রিভিউ বৈঠক হল। জলপাইগুড়ি রেসকোর্সপাড়ায় সেচ দপ্তরের ডাকা সেই বৈঠকে সব থেকে বেশি আলোচনা করা হয়েছে তিস্তা নদী নিয়ে।

আধিকারিকরা বলছেন, সিকিম পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসার সময় তিস্তা নদীর অবস্থা বর্তমানে খুবই বিপজ্জনক। বর্ষা দোড়গোড়ায় চলে এলেও, এখনও তিস্তা নদীতে ড্রেজিং করার কাজ শুরুই হয়নি। ২০২৩ সালে সিকিমের সেই হ্রদ বিপর্যয়ের পর থেকে সমতলে তিস্তার নদীখাত বিভিন্ন এলাকায় বালি, নুড়ি জমে উঁচু হয়ে গিয়েছে। ফের একটা হ্রদ বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটলে, বা পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও একটানা ভারী বর্ষণ হলে তিস্তা নদী বিপজ্জনক আকার নিতে পারে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলাকে এবার তিস্তার জলস্ফীতি নিয়ে বাড়তি সতর্কতা নিতে বলা হয়েছে। লালটং ও শালুগাড়ার কাছে তিস্তা ডানদিকে ঘুরে বইতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, হেলাপাকড়ি ও বাকালির কাছে তিস্তা বাঁদিকে ঘুরে গিয়েছে। তিস্তা নদীগর্ভে প্রস্তাবিত ড্রেজিং না হওয়ায় সমস্যা আরও জটিল আকার নিতে পারে বলেও ইঞ্জিনিয়াররা বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'তিস্তা থেকে বালি ও নুড়ি তোলার কাজ করতে বলা হয়েছে রাজ্যের খনিজ উন্নয়ন নিগমকে। তবে এই বর্ষার আগে কাজ শুরু হবে বলে মনে হয় না।'

সেইসঙ্গে এদিনের বৈঠকে রায়ডাক, সংকোশ, কালজানি, তোর্ষা, মহানন্দা, মুজনাই, জলঢাকা, ডায়না নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজের অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে উঠে আসে, মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিম্নচাপের জন্য বৃষ্টিপাত নদীবাঁধের ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। যদিও মে মাসের মধ্যেই বাকি কাজটুকু শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শিলিগুড়ির মহানন্দা, পঞ্চনই নদীর বাঁধের ক্ষেত্রে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আলিপুরদুয়ারের বাসরা, সংকোশ, রায়ডাক-১ ও ২ নদীর ওপর বাঁধ মেরামতি ও ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের কাজও শেষের দিকে। কোচবিহারের কালজানি, তিস্তা, মানসাই নদীর বাঁধের ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের কাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমার সঙ্গে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে ৭৬ কোটি টাকা খরচে ১৫০টি কাজ হচ্ছে।

এদিনের বৈঠকে আবহাওয়া দপ্তর ও কেন্দ্রীয় জল কমিশনের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। সেচ দপ্তরের ১০টি, সিকিমের ৩০টি এবং আবহাওয়া দপ্তরের ৬০টি বৃষ্টি পরিমাপক স্টেশনের মাধ্যমে পাওয়া বৃষ্টির খবর নিজেদের মধ্যে আদানপ্রদান করা হবে বলে কৃষ্ণেন্দু জানিয়েছেন।

তৃণমূলের জয়

দেওয়ানহাট, ২০ মে : বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোচবিহার-১ ব্লকের পূর্ব ঘুঘুমারি সমবায় সমিতি দখল করল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার পরিচালন সমিতির ছয়টি সদস্যপদে মনোনয়নপত্র পেশের শেষ দিন ছিল। বিরোধী দলের কেউ মনোনয়নপত্র জমা না করায় তৃণমূল জিতে যায়। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক জীবন মণ্ডলের কথায়, 'আমরা বিরোধীদের আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু ওঁদের কেউ মনোনয়নপত্র জমা দেননি।'

স্মারকলিপি

চ্যাংরাবান্ধা, ২০ মে : ১১ দফা দাবি নিয়ে খেতমজুর চ্যাংরাবান্ধা অঞ্চল কমিটির তরফে মঙ্গলবার বিকেলে চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংস্থার চ্যাংরাবান্ধা শাখার সম্পাদক সুভাষচন্দ্র রায় বলেন, 'বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বর্তমানে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের এবং ভূমিহীন খেতমজুরদের ১০০ দিনের কাজে নিয়োগ করার দাবি জানিয়েছি। অবিলম্বে দাবিগুলো পূরণ না হলে পরবর্তীতে আরও বড় আন্দোলন করব।' পঞ্চায়েত প্রধান ইলিয়াস রহমান পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রবির বিরোধ চরমে

প্রথম পাতার পর

তাঁর বাড়িতে বড় ওষুধের দোকান রয়েছে। সেখানে ১৩ থেকে ১৫ জন ডাক্তার বসেন। তারও কোনও অনুমোদন নেই। সব মিলিয়ে প্রতি মাসে তিনি প্রচুর টাকা পুরকর ফাঁকি দিচ্ছেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে সুরজের করা অভিযোগ প্রসঙ্গেও রবি বলেন, '২০১৭ সাল থেকে পুরসভা এই ট্যাক্স নেয়। ২০১৯ সালে তা অনলাইন হয়েছে। সেখানে হাত দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। পাশাপাশি কোচবিহার পুর এলাকায় প্রায় ২০ হাজার ব্যবসায়ী রয়েছেন।

এর মধ্যে ২০২৩-'২৪ সালে মাত্র ৩৮০০ জন ট্রেড লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ করেছেন। ৭০ শতাংশের বেশি ব্যবসায়ীর ট্রেড লাইসেন্স নেই।' মিউটেশন নিয়ে রবি বলেন, 'কোচবিহার পুরসভায় আমাদের মোট ২,৫৫২টি স্টল রয়েছে। ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সেগুলি মিউটেশন করানোর কথা বলেন। অথচ সেগুলি সরকারি সম্পত্তি। দোকানদাররা আমাদের ভাড়াটিয়া। ভাড়াটিয়ার নামে কখনও মিউটেশন বা নামজারি হয় না।'

পুরকর বাড়ানোর প্রসঙ্গে রবির দাবি, '২০১০ সালের পরে আজ পর্যন্ত পুরকর এক পয়সাও বাড়ানো হয়নি। ২০২২ সালে অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছিল। সে সময় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন সেটা বন্ধ রাখার জন্য। আমরা তা বন্ধ রেখেছি। এত বছরের মধ্যে নতুন করে মল, হোটেল, রেস্তোরাঁ, নার্সিংহোম, সোনার দোকান, বহুতল সহ বিভিন্ন কিছু হয়েছে।

তারা সকলে বিনা করে সেগুলি ব্যবহার করছে। অথচ পুরসভাকে পরিষেবা দিতে হচ্ছে। তারপরও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পুরসভাকে বারবার আক্রমণ করা হচ্ছে। আমাদের ধারণা, এর পিছনে বড় কোনও কালো হাত রয়েছে।'

বিশ্বসিংহ রোডে বৈরাগীদিঘির পশ্চিম দিকে তেঁতুলতলা মোড়ে সুরজের বাড়ি। নীচের তলায় বড় ওষুধের দোকান ও ডাক্তারদের চেম্বার রয়েছে। এর মালিকানা সম্পর্কে প্রশ্ন করা সুরজ জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন।

তবে বিশ্বসিংহ রোডে ও সুনীতি রোডে অংশীদারি ব্যবসায় তাঁর রেডিমেন্ট গার্মেন্টসের দোকান রয়েছে বলে তিনি স্বীকার করে নেন। এদিন রবির পালটা অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এটা ব্যক্তিগত কোনও বিষয় নয়। আমি ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। যা বলার ব্যবসায়ী সমিতির জেলা সভাপতি বলবেন।'

ব্যবসায়ী সমিতির জেলা সভাপতি মতিলাল জৈন বলেন, 'সুরজ ঘোষ যদি ট্যাক্স না দেন তাহলে পুরসভা তাদের নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।' মিউটেশন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ওগুলো পুরসভার ঘর, এটা আমরা অস্বীকার করিনি। কিন্তু গোটা রাজ্যে এমন দোকানঘর মিউটেশন হচ্ছে। কোচবিহার পুরসভার ক্ষেত্রে তো মিউটেশনের নিয়ম আলাদা হতে পারে না।

তাছাড়া এই বাজারটার বয়স প্রায় একশো বছর। আর প্রথমদিন থেকেই এই মিউটেশন হয়ে আসছে। আর ওঁর কথামতো মিউটেশন যদি না হয় তাহলে অনেক লোকের কাছ থেকে চার-পাঁচ লাখ টাকা করে নিয়ে উনি মিউটেশন কীভাবে করলেন?'

২৯শে উত্তরবঙ্গে আসছেন মোদি

প্রথম পাতার পর

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'আগামী ২৯ মে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সেখানে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুটি বৈঠক করবেন। আমাদের কাছে খবর আসামাত্রই এদিন মাঠ পরিদর্শন করা হয়। আমরা দলীয়ভাবে সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

বিজেপির জেলা কার্যালয়ে এদিন আলোচনা করা হয় কোন এলাকা থেকে কত লোক আনা হবে প্রধামন্ত্রীর জনসভার জন্য। বৈঠকের পরই জেলা কার্যালয় থেকেই নেতারা বিভিন্ন মণ্ডলে যোগাযোগ শুরু করেন। কোন এলাকা থেকে কত লোক আসবে, সেটা দ্রুত জানাতে বলা হয়েছে স্থানীয় নেতাদের। সেই হিসেবে গাড়ি পাঠানো হবে। প্রধানমন্ত্রীর সভার বিষয়ে জোরদার প্রচার চালানোর নির্দেশও দেওয়া হয়।

কিন্তু এখানে এসে মোদি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন কাদের সঙ্গে?

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তো জেলা স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক করার কথা নয়। এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন বলেন, 'প্রশাসনিক সভায় কী হবে তা আমাদের জানার কথা নয়। তবে আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রী সভা করবেন এটা আমাদের বড় পাওনা। রাজনৈতিক সভায় একেবারে বুথ থেকে কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন।'

প্যারেড গ্রাউন্ডের কোন জায়গায় জনসভা হবে, এদিন সেটা খতিয়ে দেখা হয়। সেদিন পার্কিং কোথায় হবে, সেটাও দেখা হয়। এর আগে বারদুয়েক জেলার অন্যান্য জায়গায় সভা করলেও এবারই প্রথম প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই কোনও খামতি রাখতে চাইছেন না বিজেপির নেতারা। জনসভার স্থল থেকে একশো মিটারের মধ্যে আলাদা শিবির করা হবে। সেখানে হবে প্রশাসনিক সভা।

বিজেপি সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে আলিপুরদুয়ারে আসতে পারেন, দিন সাতেক ধরেই তা নিয়ে জল্পনা চলছিল। বিষয়টি নিয়ে জেলার প্রশাসনিক মহল কিছু না জানাতে পারলেও বিজেপি নেতৃত্ব কিন্তু আশায় ছিল।

সোমবার রাতেই অবশ্য এবিষয়ে সিলমোহর পড়ে। তাই তড়িঘড়ি মঙ্গলবার বিজেপির জেলা নেতৃত্ব বৈঠকে বসে।

অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী দেশের কোনও জেলায় সফরে আসছেন। তাও আবার আলিপুরদুয়ারের মতো স্পর্শকাতর জেলায়। এই জেলায় আছে উন্মুক্ত ভারত-ভুটান সীমান্ত। আবার পাশেই সেভেন সিস্টার। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের একাধিক কর্তা নানা হুমকি দিয়ে রেখেছেন। এই জেলায় এসএসবি'র দুটি বাহিনী রয়েছে। রয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সদর দপ্তর। এই কর্মসূচির রেশ আগামী বিধানসভা ভোট অবধি টেনে নিয়ে যেতে উদগ্রীব বিজেপি। বিধায়ক দীপকও তো বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে আমরা আগামী ছাব্বিশের ভোটে কাজে লাগাব।'

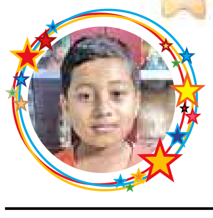

আদিত্য রায় কোচবিহারের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি নাটক এবং ছবি আঁকতে সে ভালোবাসে। গানে পুরস্কার রয়েছে এই খুদের।

পুলিশের অনুষ্ঠানের পরও পরিষ্কার হয়নি মুক্তমঞ্চ। ছবি : জয়দেব দাস

এখনও অপরিষ্কার মুক্তমঞ্চ চত্বর

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২০ মে : অনুষ্ঠান হয়ে গিয়েছে সপ্তাহখানেক আগে। এখন গাঁদা ফুলের মালা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। কোথাও আবার মিষ্টির প্যাকেট, প্লাস্টিকের জলের বোতল, গ্লাস আরও কত কী। কোচবিহার শহরের বৈরাগীদিঘি এলাকায় থাকা ওপেন স্টেজ অডিটোরিয়াম সংলগ্ন জায়গাটির অবস্থা এখন এরকমই। সপ্তাহখানেক আগে কোচবিহারের সংগীতশিল্পীদের প্রচেষ্টায় 'শতকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক অনুষ্ঠান হয়েছিল। কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও কোতোয়ালি থানার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, অনুষ্ঠানের পর এতদিন পেরিয়ে গেলেও ওই অডিটোরিয়াম চত্বর পরিষ্কার করেননি অনুষ্ঠানের আয়োজকরা। ফলে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এবিষয়ে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিন দুপুরে এলাকায় গিয়ে দেখা গেল মুক্তমঞ্চের সামনের দিকে গেটের ওপরে এখনও অনুষ্ঠান আয়োজক সংস্থার পোস্টার লাগানো রয়েছে। গোটা চত্বরজুড়ে হাঁড়ি, সরা, ফুল, প্লাস্টিকের জলের বোতল, মিষ্টির প্যাকেট, কফির কাপ, গ্লাস সহ নানা আবর্জনা ছড়িয়ে রয়েছে। পুলিশের উদ্যোগে হওয়া এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। তারপরেও কেন সেই অনুষ্ঠানস্থল পরিষ্কার করে দেওয়া হল না, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এবিষয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও কথা তুলতে ছাড়ছেন না কেউই।

> দেশ যেখানে স্বচ্ছতা অভিযানের দিকে জোর দিচ্ছে, সেখানে অনুষ্ঠান শেষের পর উদ্যোক্তাদের জায়গাটি পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত ছিল। পুরসভাকে দিয়েও অনুষ্ঠানস্থল পরিষ্কার করানো যেত।
>
> **রাজু রায়** *সভাপতি*
> *নাগরিক অধিকার সুরক্ষা মঞ্চ*

বৈরাগীদিঘি শহরের একটি অন্যতম পর্যটনস্থল। তাই ওই এলাকার এমন পরিস্থিতিতে পর্যটক থেকে শুরু করে শহরের নাগরিকরাও ক্ষুব্ধ।

অনেকের মতে, জায়গাটি অপরিষ্কার থাকায় দৃশ্যদূষণ হচ্ছে। যদিও সদর মহকুমা শাসক তথা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। আমি সংগঠনের সচিবের থেকে পুরো ঘটনাটি জানব।' অন্যদিকে, দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব পবিত্রা লামা বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। তিনি এ-ও বলেন, 'মুক্তমঞ্চটি পরিষ্কার করা না হয়ে থাকলে আমরা পরিষ্কার করিয়ে নেব। তবে যাঁরা অনুষ্ঠান করেছেন এবং যাঁরা তার দায়িত্বে ছিলেন উভয়েরই এবিষয়টি দেখা উচিত।'

বৈরাগীদিঘির দক্ষিণদিকে থাকা অ্যাম্ফিথিয়েটারের আদলে ওই মুক্তমঞ্চটি তৈরি হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের অন্য কোথাও এখনও ওই ধরনের মুক্তমঞ্চ নেই বললেই চলে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শহরের প্রবীণ বাসিন্দা তথা বিশিষ্ট আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার। তিনি বলেন, 'ওই এলাকায় এভাবে নোংরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকায় দৃশ্য দূষণ হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনেরই অংশ। অনুষ্ঠানের পর পুলিশের তরফ থেকেই এলাকা পরিষ্কার করা উচিত ছিল। পুলিশই যদি সচেতন না হয়, তাহলে তারা কী করে সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে বলবে?' অন্যদিকে, নাগরিক অধিকার সুরক্ষা মঞ্চের সভাপতি রাজু রায় বলেন, 'দেশ যেখানে স্বচ্ছতা অভিযানের দিকে জোর দিচ্ছে, সেখানে অনুষ্ঠান শেষের পর উদ্যোক্তাদের জায়গাটি পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত ছিল। পুরসভাকে দিয়েও অনুষ্ঠানস্থল পরিষ্কার করানো যেত।'

শঙ্কা বাড়ছে কালো কাচে

বর্তমান পরিস্থিতিতে কোচবিহারের ঘাড়ে বিদেশি শক্তির বিষাক্ত নিঃশ্বাস পড়ছে। ওয়াকিবহাল মহল সেটা টেরও পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সীমান্ত লাগোয়া কোচবিহার শহরে কালো কাচের গাড়ির অবাধ বিচরণে সচেতন মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে, আলোকপাত করলেন তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস।

কোচবিহার, ২০ মে : শহরজুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কালো কাচঢাকা গাড়ি। কোচবিহার শহরের রাস্তায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে গাড়ির ভেতরে কে বসে রয়েছে তা সাধারণ চোখে দেখা অসম্ভব ব্যাপার। এই তালিকায় নাম রয়েছে প্রশাসন থেকে পুলিশ, নেতা থেকে আমলা সকলেরই। এমনকি পিছিয়ে নেই আমজনতাও। প্রভাবশালীদের থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরাও নিজেদের গাড়ির কাচে লাগিয়ে নিচ্ছেন ফিল্ম বা টিন্ট। বর্তমান পরিস্থিতিতে সীমান্ত লাগোয়া এই অঞ্চলে কালো কাচের গাড়ির অবাধ বিচরণে সচেতন মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

মোটর ভেহিকলস অ্যাক্ট অনুযায়ী গাড়ির উইন্ড স্ক্রিন এবং পিছনের কাচ দিয়ে অন্তত ৭০ শতাংশ আলো চলাচলের ব্যবস্থা রাখতেই হবে। বাকি চারিদিকের কাচগুলির ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ আলো চলাচলের ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক। সেখানে বলা রয়েছে গাড়ির জানলায় এমন কোনও ফিল্ম বা টিন্ট ব্যবহার করা যাবে না যেখানে দৃশ্যমানতা কমে যায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বহুক্ষেত্রে এই নিয়ম মানা হচ্ছে না। ২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্ভয়া মামলার পরিপ্রেক্ষিতে একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল গাড়িতে কালো কাচ লাগানোর বিষয়ে। কিন্তু সেইসব নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে গাড়িতে দেদার চলছে কালো কাচের ব্যবহার।

বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এই কালো কাচের আড়ালে ঘটছে নানা ধরনের অপরাধ। কালো কাচের গাড়িতেই পাচার হচ্ছে নিষিদ্ধ সামগ্রী। অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ ঘটিয়ে এই কালো কাচের আড়ালেই পালিয়ে যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। এর ব্যবহার নিয়ে নানা সময় নানা জায়গায় আলোচনা হয়। এমনকি ভারতবর্ষের শীর্ষ আদালত এই নিয়ে কড়া নির্দেশও দিয়েছে। তা সত্ত্বেও সেসব নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গাড়িতে দেদার কালো কাচের ব্যবহার কোচবিহারে ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

গাড়ি কেনার পর সেই গাড়িকে সাজানোর জন্য রয়েছে বিভিন্ন কার পার্লার। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন কার পার্লারের মালিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, শহরে অন্তত আট থেকে দশ রকম ফিল্ম পাওয়া যায়। যার দাম মোটামুটি শুরু হয় ৮০০ টাকা থেকে এবং শেষ হয় ১৬০০ টাকায়। লাগাতে সময় লাগে ঘণ্টা দেড়েকের মতো। সাধারণত এই ফিল্মগুলো গাড়িতে লাগালে গরমের দিনে ভেতরে এসি তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়। এই কারণেও অনেকে গাড়িতে লাগান বলে জানালেন তাঁরা।

গাড়িতে যে কালো কাচ লাগানো রয়েছে তার দৃশ্যমানতা কতটা সেটা মাপার জন্য রয়েছে একটি মেশিন। নাম ভিএলটি মিটার (ভিজিবল লাইট ট্রান্সমিশন মিটার), অনেক সময় একে টিন্ট ম্যানও বলা হয়। এগুলি গাড়ির কাচের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আলোর পরিমাপ করে। যাতে বোঝা যায় সেই গাড়ির কাচে কতটা দৃশ্যমানতা রয়েছে।

কালো কাচ লাগানো গাড়ির বিষয়ে কী ভাবছেন জানতে চাইলে কোচবিহারের ডিএসপি ট্রাফিক অঙ্কুর সিংহ রায় বলেন, 'আপাতত কালো কাচের গাড়ির বিষয়টির ওপরে তেমনভাবে নজর দেওয়া হয়নি।'

নিয়ম অনুযায়ী গাড়ি ধরতে বা ফাইন করতে গেলে সেখানে ভিএলটি মিটার প্রয়োজন। সূত্রের খবর কোচবিহার পুলিশের কাছে এই ধরনের কোনও যন্ত্র এখনও পর্যন্ত নেই। আর সেই সুযোগে কালো কাচঢাকা গাড়ি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শহরের সর্বত্র। কালো কাচের নিষেধাজ্ঞা না মানলে ফাইন হতে পারে ১০০ থেকে ৩০০ টাকা। এইসব গাড়িকে ফাইন করার এক্তিয়ার আরটিও সহ ট্রাফিক পুলিশের রয়েছে। অথচ নিয়ম ভাঙার ক্ষেত্রেও এগিয়ে রয়েছে এরাই।

এই বিষয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী আনন্দজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে বিদেশি শক্তির বিষাক্ত নিঃশ্বাস আমাদের ঘাড়ের ওপর পড়ছে, সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এই ধরনের কালো কাচের গাড়ির অবাধ বিচরণ অবিলম্বে যদি না বন্ধ করা হয়, তাহলে এরই আড়ালে কোনও জঙ্গি সংগঠন থেকে শুরু করে গুপ্তচরদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠবে আমাদের এই কোচবিহার।'

আইন বলছে

গাড়ির উইন্ড স্ক্রিন ও পিছনের কাচে ৭০ শতাংশ আলো চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে

চারদিকের কাচে ৫০ শতাংশ আলো চলাচলের ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক

গাড়ির জানলায় এমন ফিল্ম ব্যবহার করা যাবে না যাতে দৃশ্যমানতা কমে যায়

নির্ভয়া মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট গাড়িতে কালো কাচ নিয়ে এই নির্দেশ দেয়

পুলিশের অবস্থান

আপাতত কালো কাচের গাড়ির বিষয়টির ওপরে তেমনভাবে নজর দেওয়া হয়নি।

- অঙ্কুর সিংহ রায়
ডিএসপি ট্রাফিক, কোচবিহার

ভয়ের কারণ

কোচবিহারে কালো কাচের গাড়ির বিচরণ অবিলম্বে বন্ধ না হলে এর আড়ালে জঙ্গিরা ঢুকে পড়তে পারে।

- আনন্দজ্যোতি মজুমদার
আইনজীবী

চালু রিজার্ভেশন টিকিট কাউন্টার

কোচবিহার, ২০ মে : প্রায় সপ্তাহখানেক বন্ধ থাকার পর অবশেষে রবিবার চালু হল কোচবিহার স্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেনের রিজার্ভেশন টিকিট কাউন্টারটি। এতদিন এই স্টেশন থেকে দূরপাল্লার ট্রেনের রিজার্ভেশন টিকিট না পাওয়ায় হয়রান হতে হচ্ছিল রেলযাত্রীদের। টিকিট কাটতে যেতে হচ্ছিল নিউ কোচবিহার স্টেশনে। কম্পিউটার সিস্টেম আপডেট হওয়ার পর বর্তমানে কাউন্টার চালু হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন কোচবিহারবাসী।

জাল টিকিট, ধৃত এক

হলদিবাড়ি, ২০ মে : জাল লটারির টিকিট দিয়ে পুরস্কারের টাকা নিতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক তরুণ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল হলদিবাড়ি শহরের বাজারে। মঙ্গলবার দুপুরে দুই তরুণ হলদিবাড়িতে আসে লটারির উইনিং ভাঙাতে। এক দোকানে ৪৫ হাজার টাকার লটারির জাল টিকিট ভাঙাতে যায় তারা। দোকানদারের টিকিট দেখে সন্দেহ হওয়ায়, সেটি চেক করে দোকানদার দেখেন টিকিটটি কলকাতায় খেলেছে। অথচ ওই তরুণ জানায় তার বাড়ি জলপাইগুড়িতে। এতেই ওই দোকানদারের সন্দেহ হলে তার আধার কার্ড চেক করে দেখেন তার বাড়ি হুগলিতে। লটারির টিকিটটিও জাল।

এরপর সুযোগ বুঝে একজন সেখান থেকে পালিয়ে যায়। অপর একজনকে লটারির টিকিট সমেত ধরে ফেলেন ওই দোকানদার। এরপর হলদিবাড়ি থানায় ফোন করেন তিনি। পুলিশ ওই তরুণকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই তরুণের নাম জয়দেব ঘড়ুই। তার বাড়ি হুগলির পান্ডুয়ার গোকুলডাঙ্গা এলাকায়। লটারির টিকিট বিক্রেতাদের দাবি, এদের একটা চক্র এমন কাজ করে বেড়াচ্ছে। তাদের মূল টার্গেট ক্ষুদ্র লটারির টিকিট বিক্রেতারা। কিছুদিন আগেও এমন ঘটনা হয়েছে। এতে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন ক্ষুদ্র লটারির টিকিট বিক্রেতারা। গোটা ঘটনার সঠিক তদন্ত করে এর সঙ্গে আরও কারা যুক্ত তাদের গ্রেপ্তার করার দাবি জানান তাঁরা।

বিক্ষোভ মিছিল দুই শহরে

মাথাভাঙ্গা ও তুফানগঞ্জ, ২০ মে : চাকরিহারা আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে সারা ভারত কিষান খেতমজুর সংগঠনের তরফে মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। অবিলম্বে যোগ্য শিক্ষকদের পুনর্বহাল ও লাঠিচার্জের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন মাধব বর্মন, বিকাশ বর্মন, প্রদীপ দে প্রমুখ। সেখানে বক্তব্য রাখেন বিকাশ বর্মন ও প্রদীপ দে।

অপরদিকে, তুফানগঞ্জে সংগঠনের ডাকে থানা ঘেরাও অভিযান হল। শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের এসইউসিআই কার্যালয় থেকে একটি মিছিল শুরু হয়ে তুফানগঞ্জ থানার সামনে এসে শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের তুফানগঞ্জ-১ ব্লক সম্পাদক অশ্বিনী বর্মন, সহকারী সম্পাদক রমাকান্ত সরকার, সদস্য সান্ত্বনা দত্ত প্রমুখ।

জলসমস্যা মেটাতে প্রকল্পের শিলান্যাস

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২০ মে : পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী মঙ্গলবার মেখলিগঞ্জ পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের কাজের শিলান্যাস করেন। এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণে রাজ্য সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর অর্থবরাদ্দ করেছে। বিধায়ক বলেন, 'প্রকল্পগুলি রূপায়িত হলে এলাকার বাসিন্দারা পানীয় জলের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।'

মেখলিগঞ্জ পুরসভা শহরের বাসিন্দাদের দিনে তিনবার পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করলেও পুরসভার কয়েকটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা জলের গতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এই ওয়ার্ডগুলির মধ্যে অন্যতম ১, ২ এবং ৪ নম্বর ওয়ার্ড। এছাড়া ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের একাংশেরও জলের গতি নিয়ে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ২০২৩ সালের অগাস্ট মাসে মেখলিগঞ্জ পুরসভার ২ নম্বর এবং ৫ নম্বর ওয়ার্ডে নতুন দুটি ওভারহেড রিজার্ভার তৈরির জন্য স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির নির্দেশে একটি বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা মেখলিগঞ্জ আসেন। এরপর ওভারহেড রিজার্ভার তৈরির জন্য ওই দুই ওয়ার্ডের মাটি পরীক্ষা করা হয়। এদিন পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে ওভারহেড রিজার্ভারের কাজের শিলান্যাস করা হয়। পাম্পহাউস, আম্রুত প্রকল্পে ৯টি ওয়ার্ডে এইচডিপিই পাইপ পাতার কাজের শিলান্যাস হয়।

প্রকল্পের শিলান্যাস করছেন বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। মঙ্গলবার।

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বাসিন্দারা খুব খুশি। দ্রুত কাজ শেষের দাবিতে তাঁরা অবশ্য সরব হয়েছেন। ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীপক বর্মন বললেন, 'জলের গতি নিয়ে সমস্যা অনেকদিনের। এবার আশা করি সমস্যা মিটবে।' এদিন তিস্তা পয়স্তি এপি বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি, ভাইস-চেয়ারম্যান দেবাশিস বর্ধন চৌধুরী, মেখলিগঞ্জ পুরসভার হিসাবরক্ষক অমিতাভ বর্ধন চৌধুরী, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা উপস্থিত ছিলেন।

আজ শহরে

- কোচবিহার হেরিটেজ নাট্যমেলা উপলক্ষ্যে বিকেল ৫টায় সাগরদিঘি চত্বর থেকে 'নাটকের জন্য হাঁটুন' শীর্ষকে শোভাযাত্রা।

ব্যাংককর্মীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

দিনহাটা, ২০ মে : গ্রাহকদের কখনও ফিক্সড ডিপোজিট, কখনও আবার লোন পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠল এক বেসরকারি ব্যাংক কর্মচারীর বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দিনহাটা শহরে। অভিযোগ, দিনহাটা মেইন রোডের একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত ব্যক্তি ব্যাংকে আসা গ্রাহকদের নানা প্রস্তাব দিয়ে ধাপে ধাপে এই প্রতারণা করেছে।

দিনহাটা পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের গোধূলিবাজারের বাসিন্দা রণেন্দ্র কর্মকারের অভিযোগ, ধাপে ধাপে ওই বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী শুভম সরকার তাঁর কাছ থেকে ফিক্সড ডিপোজিট করার কথা বলে দেড় লক্ষ টাকা নেন। তিনি বলেন, 'পরবর্তীতে তার কোনও কাগজ না পেলে ব্যাংকে যেতেই জানতে পারি, ওই তরুণ আমার নামে ব্যাংকে কোনও টাকাই জমা করেনি। এরপর তাকে সেই টাকা জমা করতে বলা হলেও বারবার সে ঘুরিয়ে দেয়।' তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানান। অন্যদিকে দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জের বাসিন্দা উজ্জ্বল বর্মনের অভিযোগ, ২৫ লক্ষ টাকা হোম লোন পাইয়ে দেবার কথা বলে তার কাছ থেকে ধাপে ধাপে ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় ওই ব্যাংককর্মী। কিন্তু তার নামে আজও কোনও লোন হয়নি।

ওই ব্যাংককর্মীর বিরুদ্ধে একাধিক বাসিন্দা এদিন ব্যাংকে অভিযোগ জানান। যদিও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যাংক আধিকারিকের কথায়, এই ঘটনার সঙ্গে ব্যাংক জড়িত নয় এবং এখনও পর্যন্ত ব্যাংকেও কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদকের কথায়, থানায় এখনও পর্যন্ত লিখিত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে অভিযোগ এলে অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে।

মুড়ি-গুড়ে মজেছে ইঁদুরকুল

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২০ মে : এ যেন হ্যামলিনের উলটো ছবি। নাগরিকদের স্বস্তি দিতে হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা ইঁদুর ছেড়ে আসতেন দূরবর্তী নদীতে। বাঁশিওয়ালার এমন 'কীর্তি'তে নাকি কয়েক বছরে লক্ষ ইঁদুর হ্যামলিনের থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তুফানগঞ্জে সন্তানস্নেহে ইঁদুর লালন করছেন পেশায় দর্জি উত্তম দেবনাথ। তাঁর ডাকে সাড়াও দিচ্ছে পোষ্য হয়ে যাওয়া ইঁদুরের দল।

মানুষের ডাকে ইঁদুরের সাড়া দেওয়ার সাক্ষী কতজন থেকেছেন, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। বরং ইঁদুরের উপদ্রবে নাস্তানাবুদ হওয়ার সংখ্যাটাই বেশি। কিন্তু তুফানগঞ্জের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইলেক্ট্রিক অফিস রোডে উত্তমের দোকানে পা রাখলেই দেখা যাবে মানুষ-ইঁদুরের সখ্য। ইঁদুর যদি পোষ্য হয়, তবে যে মানুষের কথাও শোনে, তারও প্রমাণ মিলবে চোখের সামনে। তাঁর দোকানে পা রেখে এমনই ছবি দেখা গিয়েছে। দোকানে ঢুকতেই দেখা গেল, কাপড় কাটার ফাঁকে, ইঁদুর সেবায় মগ্ন রয়েছেন তিনি। ইঁদুরদের খাবারের নির্দিষ্ট জায়গায় রয়েছে একটি বাটি। হাতে মুড়ি নিয়ে 'আয় আয়' বলে ডাকতেই বিভিন্ন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এল একপাল ইঁদুর। মুড়ির সঙ্গে গুড় না দিলে নাকি ওদের চলে না, তাই পরম আদরে বাটিতে তা ঢেলে দিচ্ছেন উত্তম। খাওয়া শেষ হলে আবার নিজের মতো ইঁদুরগুলি চলে যাচ্ছে স্বস্থানে। নিয়ম করে প্রত্যেকদিন চার থেকে পাঁচবার খাবার দেন উত্তম। তাও টানা চার দশক ধরে।

ইঁদুর সিদ্ধিদাতা গণেশের বাহন হলেও, এই প্রাণীটিকে মোটেই সহ্য করতে চায় না বাঙালি। তার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। বইখাতা থেকে জামাকাপড়, বাড়িতে ইঁদুর থাকলে কিছুই যে আস্ত থাকে না। যার জন্য অনেকেই বাড়িতে বিড়াল পোষেন। বিষ প্রয়োগ করে ইঁদুর মারতেও দেখা যায় অনেককে। কিন্তু উলটো পথে হেঁটেছেন উত্তম। আর দশটা দর্জির দোকানের মতো তাঁর দোকানেও চারদিকে কাটা কাপড় ছড়িয়ে। কিন্তু কোনও কাপড়ে নাকি মুখ দেয় না পোষ্য হওয়া ইঁদুরগুলি। কিন্তু এত প্রাণী থাকতে হঠাৎ ইঁদুর প্রেম কেন? উত্তম বলছেন, 'মন থেকে কাউকে ভালোবাসলে, কখনোই ক্ষতি করে না। তার প্রমাণ আমার দোকানে থাকা এতগুলো ইঁদুর। আগে গর্তের মুখে খাবার রেখে আসতাম। তবে এখন সখ্য বেড়ে ওঠায় পারস্পরিক আস্থা জন্মেছে আমাদের।'

শুধু ইঁদুর নয়, দোকানের বাইরে থাকা চারটি কুকুরের ভরণপোষণের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'নিজে যা খাচ্ছি, তার কিছুটা ভাগ যদি ওদের দিতে পারি, ক্ষতি কী। বাকিটা জীবন এমন ভালোবাসা জিইয়ে রাখতে চাই।' তাঁর এমন ভালোবাসার প্রশংসা করছেন হিউম্যান অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যালায়েন্স লিগের জোনাল কোঅর্ডিনেটর অর্ধেন্দু বণিক। তিনি বলছেন, 'হিন্দু মতে ইঁদুরকে পুজো করে থাকেন অনেকেই। কিন্তু ইঁদুর ক্ষতি করে বেশি। তাই ইঁদুর পালনে সেরকমভাবে কাউকেই দেখা যায় না। ব্যতিক্রম উত্তম।'

গণেশ বাহন

বাড়িতে ইঁদুর থাকলে বইখাতা থেকে জামাকাপড় সাবধানে রাখতে হয়

গণেশের বাহন হলেও এই প্রাণীটিকে মোটেই সহ্য করতে পারে না বাঙালি

ইঁদুর তাড়াতে অনেকে বিড়াল পোষেন, কেউ কেউ বিষ প্রয়োগ করে থাকেন

কিন্তু কোনও কাপড়ে নাকি মুখ দেয় না উত্তমের দোকানের পোষ্য ইঁদুরগুলি

যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের দাবি

তুফানগঞ্জ, ২০ মে : তুফানগঞ্জ শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কামারপট্টি মোড়ে মঙ্গলবার বাস ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন লম্বাপাড়ার বাসিন্দা স্বপন সাহা। মিনিট দশেক পর যখন বৃষ্টি নামল তখন তিনি চরম বিপদে। কাঁধের ব্যাগ মাথায় নিয়ে কোনওরকমে পাশের দোকানে মাথা গুঁজলেন। যাত্রী প্রতীক্ষালয় না থাকায় দৈনিক এরকম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তুফানগঞ্জের একাংশ যাত্রী। স্থানীয়রা বহুদিন ধরে একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরি করার দাবি জানিয়েছেন। তবে সেই দাবি আজও মান্যতা পায়নি। তুফানগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন বলেন, 'যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরি করতে হলে জায়গা চিহ্নিত করতে হবে। শীঘ্র আমরা পরিদর্শনে যাব।'

কামারপট্টি মোড়ে অপেক্ষারত যাত্রীরা। ছবি : বলাই দাস

গত বছর কালীবাড়ি এলাকায় নতুন বাসস্ট্যান্ডের উদ্বোধন হয়েছিল। তারপর থেকে ওই এলাকা দিয়ে বাস চলার কারণে যাত্রীদের কামারপট্টি মোড়ে অপেক্ষা করতে হয়। অফিস যাওয়ার আগে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীপঙ্কর ধর জানান, তুফানগঞ্জ শহর বাদে আশপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ কেনাকাটা করতে রানিরহাট বাজারে আসেন। ফলে বাসস্ট্যান্ডটিতে মানুষের ভিড় লেগে থাকে। যাত্রীদের জন্য এখানে একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের দাবি জোরালো হলেও আজও তা পূরণ হয়নি। ষাটোর্ধ্ব চন্দন দাসের কথায়, 'স্ট্যান্ড পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে বাস ধরতে হয়। বয়সের ভারে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয়। পাশে নিকাশিনালা রয়েছে। সেখানকার দুর্গন্ধে এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না।' দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবিতে তাঁর মতো অনেকেই সরব হয়েছেন।

বাংলার বস কি একেন?

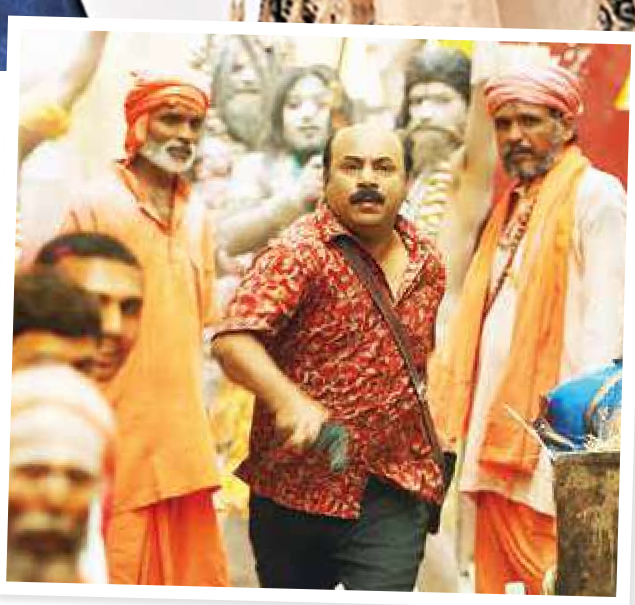

একেন বনাম বস। এই দুই পর্দায় বাংলা এবার মাত হয়ে যাচ্ছে। শিবপ্রসাদ-নন্দিতা জুটির 'আমার বস', নাকি জয়দীপ মুখার্জি পরিচালিত দ্য একেন-বেনারসে বিভীষিকা, কোনটা বাংলার সেরা ছবি হবে? লড়াই এখনও জারি।

'আমার বস' ছবির পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়। উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজের প্রযোজিত এই ছবিতে রয়েছেন রাখি গুলজার, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, শ্রুতি দাস, সৌরসেনী মৈত্র, কাঞ্চন মল্লিক, গৌরব চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

অন্যদিকে জয়দীপ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'দ্য একেন বেনারসে বিভীষিকা' ছবিতে রয়েছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। তাঁর দুই সহচর হিসেবে আছেন সুহোত্র মুখোপাধ্যায় এবং সোমক ঘোষ। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, গৌরব চক্রবর্তী, স্বীকৃতি মজুমদার প্রমুখ।

বলাই বাহুল্য, দুটি বাংলা ছবিই বক্স অফিসে মন্দ ব্যাটিং করছে না। তবে শেষপর্যন্ত বক্স অফিস কে দখলে রাখে, তা সময়ই বলবে। এদিকে টলিবাংলা বক্স অফিসের রিপোর্ট অনুসারে, 'আমার বস' ছবিটি মুক্তির দ্বিতীয় সপ্তাহে দাঁড়িয়ে মোট ৬০টি শো পেয়েছে। অন্যদিকে 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা' মুক্তির প্রথম সপ্তাহে মোট ১৩১টি শো পেয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

ওই একই রিপোর্ট জানাচ্ছে যে, 'দ্য একেন: বেনারসে বিভীষিকা'র এখনও অবধি আয় হয়েছে ১.৯৯ কোটি টাকা। আর 'আমার বস' ছবির ঝুলিতে এসেছে ২.৫৪ কোটি টাকা।

একনজরে সেরা ৫

ফালকের ছবি

আমির খান ও রাজকুমার হিরানি ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক দাদাসাহেব ফালকের জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে ছবি করছেন। তাঁরা ২০২৬ সালের খ্রিস্টমাসে ছবির মুক্তির পরিকল্পনা করেছেন। চলতি বছরের অক্টোবর থেকে আগামী বছর এপ্রিল পর্যন্ত শুটিং চলবে। ১৮০০-১৯০০ সালের সময়সীমাকে পর্দায় আনা হবে। আমিরও দাদাসাহেব হয়ে ওঠার জন্য অভিনয়ে ধার বাড়াচ্ছেন।

পাঠানকে চাই

ওয়ার ২-এর টিজারে একদিকে হৃতিক রোশন, বিপরীতে জুনিয়ার এনটি আর এবং দুজনের অ্যাকশনের ঝলক দেখে দর্শক মুগ্ধ। তার মধ্যে নেটমহলের দাবি, পাঠান-এর ক্যামেও আসুক ওয়ার ২-তে। যশ রাজ ফিল্মস তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজির একটিকে অন্যটির সঙ্গে জুড়ে দেয়। ফলে পাঠান, ওয়ার ২ মানে শাহরুখ, হৃতিক একসঙ্গে আসতেই পারে।

রাহুলের নজির

তুরস্কের আন্তালিয়ায় এক বিয়ের অনুষ্ঠানে গান গাইবার প্রস্তাব পান ইন্ডিয়ান আইডল খ্যাত গায়ক রাহুল বৈদ্য। পারিশ্রমিক ৫০ লক্ষ। রাহুল তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কোনও কিছুই দেশের স্বার্থের থেকে বড় নয়। ... আমাকে দেশের পাশে দাঁড়াতেই হবে। প্রসঙ্গত, তুরস্ক, সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করার পর তাঁর এই সিদ্ধান্ত।

শাহরুখের গয়না

শাহরুখ খান সম্প্রতি জুয়েলারি ব্র্যান্ড কেনডেয়ার-এর এনডর্স করছেন। কিছুদিন ধরেই তিনি হার, ব্রেসলেট, আংটি পরিহিত অবস্থায় দেখা দিচ্ছেন। তাই গয়নার মডেল হতেই তাঁর অনুরাগীদের প্রশ্ন, তিনি কি তাঁর নিজের গয়নার ব্র্যান্ড চালু করবেন খুব শিগগির? তার জন্যই কি এত প্রস্তুতি? তারকার তরফে অবশ্য কিছু জানানো হয়নি।

ওজন কমল

সঞ্জয় লীলা বনশালির ছবি লাভ অ্যান্ড ওয়ার-এর প্রধান ভূমিকায় আছেন রণবীর কাপুর, ভিকি কৌশল ও আলিয়া ভাট। ছবিতে দুই নায়ক সেনা অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করবেন। এর জন্য রণবীর ১২ ও ভিকি ১৫ কিলো ওজন কমিয়েছেন। দুই নায়কের চেহারার বদল দর্শকের কাছে উপভোগ্য হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

অবশেষে জামিন মিলল নুসরতের

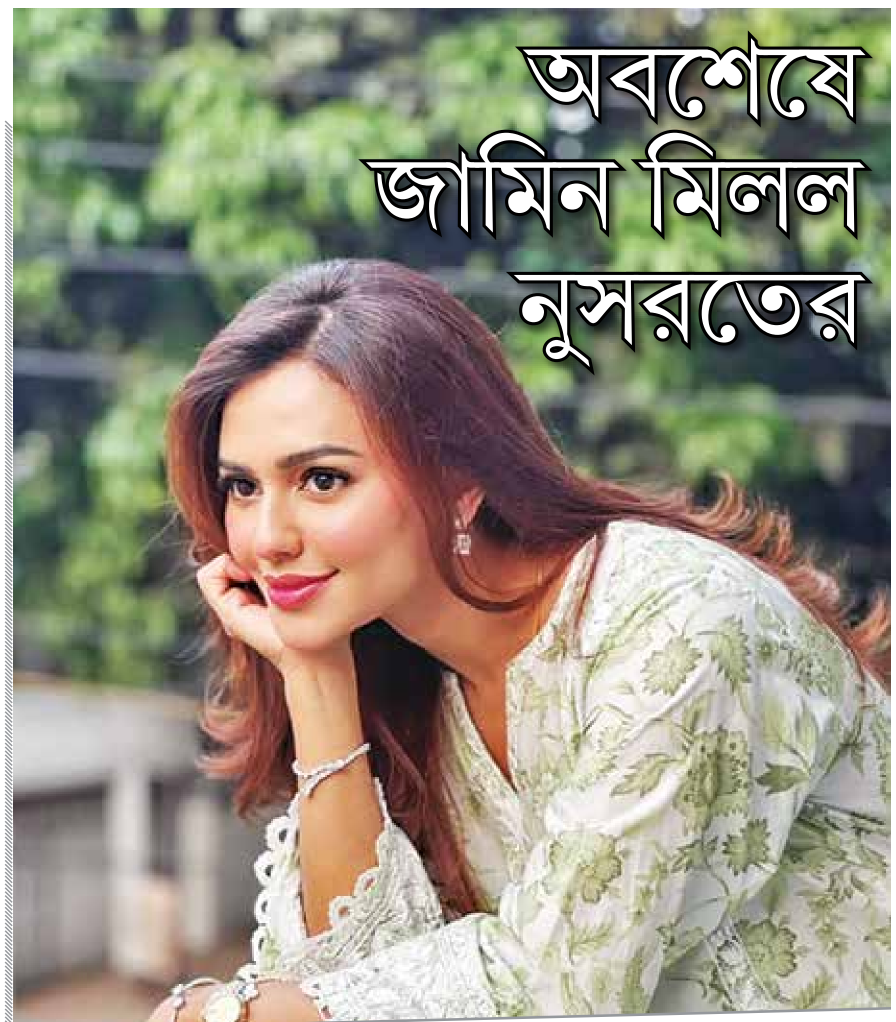

সারা দেশ থেকে ধেয়ে এসেছিল সমালোচনা। বিদেশের অন্যত্রও বিনোদন দুনিয়ায় সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। আর তাই তাঁকে আটকে রাখা গেল না। বাংলাদেশের আদালত জামিন দিতে বাধ্য হল। নুসরত ফারিয়া, বড়পর্দায় শেখ হাসিনার চরিত্র করার জন্য যিনি বিখ্যাত।

খুনের মামলায় সোমবার গ্রেফতার হয়েছিলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়া। গোটা একটা রাত জেলেই কাটাতে হয়েছিল পর্দার শেখ হাসিনাকে। শেষমেশ মঙ্গলবার সকালে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অভিনেত্রীর জামিন মঞ্জুর করেছে। নুসরতের আইনজীবী মহম্মদ ইফতেখার হোসেন বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, নুসরত জামিন চেয়ে মঙ্গলবার আদালতে আবেদন করেন। শুনানি নিয়ে আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে অশান্ত পরিস্থিতির সময় নুসরতের বিরুদ্ধে এক ঘটনায় জড়িয়ে পড়া কথা শোনা যায় এবং সেই সময় খুনের চেষ্টা করার অভিযোগও ওঠে। গ্রেফতারের পর প্রথমে তাঁকে ভাটারা থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে অভিনয় জীবন শুরু নুসরত ফারিয়ার। বাংলাদেশের পাশাপাশি টলিউডেও তিনি বেশ জনপ্রিয়। অভিনয় করেছেন 'হিরো ৪২০', 'বাদশাহ দ্য ডন', 'বস ২', 'ইনস্পেক্টর নটি কে', 'বিবাহ অভিযান' এবং 'আবার বিবাহ অভিযান'-এর মতো ছবিতে। সম্প্রতি তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োপিক 'মুজিব: দ্য মেকিং অব আ নেশন'-এ শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন।

বাংলার অর্জুন এবার হিন্দির নায়ক

এবার বড় ব্রেক পেলেন অর্জুন চক্রবর্তী। মানে অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর ছোট ছেলে। ছোটপর্দা আর বড়পর্দায় চুটিয়ে কাজ করেছেন। বাংলার ছেলে এতদিন বাংলাতেই ছিলেন। তবে সম্প্রতি হিন্দির জগতে পা রাখছেন অর্জুন। কালার্সের হিন্দি ধারাবাহিকে দেখা যাবে তাঁকে। এর আগে অবশ্য অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরি পরিচালিত হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন অর্জুন। সে ছবির নাম পঙ্কজ। কিন্তু চরিত্রটা খুব ছোট ছিল। এবার পুরোদস্তুর ধারাবাহিকের নায়ক হচ্ছেন তিনি। ধারাবাহিকের নাম 'নয়নতারা'। এই ধারাবাহিকের প্রমোশনাল ভিডিও সামনে আসতেই মাথায় টোপর পরে বর বেশে দেখা গেল অর্জুন চক্রবর্তীকে। বর বেশে যখন রয়েছে তার সঙ্গে নায়িকাকেও দেখা মিলছে কনে বেশে। এই চরিত্রে দেখা যাচ্ছে শ্রুতি বিস্তকে।

এটি একটি পারিবারিক ড্রামা। কলকাতার প্রেক্ষাপটে গল্প সাজানো হয়েছে। তাই কলকাতার হাওড়া ব্রিজ থেকে কলকাতার বনেদি বাড়ির সেট চোখে পড়ছে। কলকাতা ও মুম্বইয়ের অভিনেতাদের নিয়ে তৈরি হচ্ছে এই ধারাবাহিক। এই ধারাবাহিকের গল্প লিখেছেন সাহানা দত্ত। ধারাবাহিকের প্রোমো দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছে ছবিটি পারিবারিক ড্রামার সঙ্গে অলৌকিক কিছু ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে। নয়নতারা এই ধারাবাহিকের মুখ্য চরিত্র, যে আত্মার সঙ্গে কথা বলতে পারে। গল্পের মোড় কোন দিকে যাবে তার আভাস পাওয়া গিয়েছে প্রোমোতে। অর্জুন চক্রবর্তীর লুক ও অভিনয় জাতীয় স্তরের দর্শকদের কতটা মনে ধরে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে।

পরেশের বিরুদ্ধে অক্ষয়ের মামলা

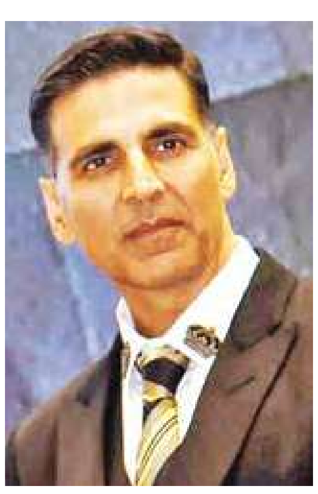

পরেশ রাওয়াল হেরা ফেরি ৩ থেকে সরে গিয়েছেন। তার মধ্যে খবর, ছবির অন্যতম প্রধান অভিনেতা অক্ষয় কুমার পরেশ রাওয়ালের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এভাবে চুক্তিপত্রে সাক্ষর করার পরেও ছবি থেকে সরে যাওয়াকে অপেশাদার বলে চিহ্নিত করেছেন অভিনেতা এবং এর জন্য পরেশকে ২৫ কোটি টাকা মূল্যের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলেও তিনি দাবি করেছেন। কারণ ছবির প্রাক্তন প্রযোজক ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালার কাছ থেকে স্বত্ব কিনে তিনিই এখন ছবিটি প্রযোজনা করছেন। তাঁর বক্তব্য, ছবি না করার হলে চুক্তি সই করার আগে বা পারিশ্রমিক নেওয়ার আগেই বলতে পারতেন। তাহলে প্রযোজকের এত টাকা ক্ষতি হত না। বলিউডের অভিনেতাদেরও হলিউডের অভিনেতাদের মতো বুঝতে হবে যে, এখানকার প্রযোজকরাও আর অভিনেতাদের খেয়ালখুশিমতো চলাকে সমর্থন করবেন না। এতে অবশ্যই পরেশের সঙ্গে অক্ষয়ের সম্পর্ক খারাপ হবে।

সহ অভিনেতার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে পরেশ বলেছিলেন, অক্ষয় তাঁর বন্ধু নয়। এ নিয়ে বেশ চর্চা শুরু হলে পরেশ নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলেন, 'মাসে ৪-৫ বার দেখা হলে বন্ধু হয়। অক্ষয় আমার সহকর্মী। তাঁর সঙ্গে মাঝেমাঝে দেখা হয়।'

উল্লেখ্য, এর আগেও চিত্রনাট্য পছন্দ হয়নি বলে পরেশ ও মাই গড ২ বা বিল্লু ছবি থেকে সরে যান। হেরা ফেরি ৩ থেকে বেরিয়ে যাবার কারণ হিসেবে পরেশ বলেছেন, 'প্রিয়দর্শনজির সঙ্গে সৃজনশীল ভাবনায় ফারাকের জন্য হেরা ফেরি ৩ ছাড়িনি। ওঁর মতো পরিচালকের জন্য আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজির সাফল্য মনে রেখেই তার পরের ভাগগুলো পরপর করে যাওয়া ঠিক নয়। ভালো কিছু, নতুন কিছু থাকা দরকার। মনে রাখা দরকার, ৫০০ কোটির ব্যবসা করেছে আগের ছবিগুলো।'

'বাবুভাইয়া'কে 'রাজু' আর 'শ্যাম'-এর সঙ্গে দেখার ইচ্ছে নিয়ে দর্শকরা আশা করছেন, পরেশ নিশ্চয় তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাবেন।

অপারেশন খুকরি নিয়ে আসছেন রণদীপ

জাট ছবির সাফল্যের পর রণদীপ হুড়া তাঁর আগামী ছবি অপারেশন খুকরির কথা ঘোষণা করলেন। ভারতীয় সেনার সাহসিকতার অন্যতম সেরা নিদর্শন নিয়েই ছবি। ২০০০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সিয়েরা নিয়ন-এ ২৩৩ জন সেনা আটক ছিলেন। তাঁদের উদ্ধারে ভয়ংকর যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন জেনারেল রাজপাল পুনিয়া। রণদীপ, পুনিয়ার চরিত্রেই অভিনয় করবেন। তিনি বলেছেন, এই যুদ্ধ শুধু বন্দুক আর গর্বের বিষয় নয়, বলিদান, ভ্রাতৃত্ব আর কঠিন বাধা পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছোনোর যে অসীম সাহস দেখিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী, এই যুদ্ধ তারও গাথা।' এই যুদ্ধে কাইলাহুন অঞ্চলে শান্তিরক্ষা বাহিনীর কাজ ৭৫ দিন ধরে চলেছিল। কোনও খাবার বা অন্য রসদ না থাকলেও শেষ পর্যন্ত ইচ্ছাশক্তির জোরে সেনা এই যুদ্ধ জিতেছিল। রণদীপ বলেছেন, 'আমরা ভারতীয় সেনার দুর্জয় সাহসের এই অধ্যায় মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই, যা আরও অনেক বেশি স্বীকৃতি দাবি করে। এই সেনারা আত্মসমর্পণের থেকে মরে যাওয়াকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে। আমার আশা, এই ছবি সব ভারতীয়কে উদ্বুদ্ধ করবে।'

কান-এ রাজকীয় শর্মিলা, সিমি

নামটাই যে 'কান'। জৌলুষ কি কম? কিংবা সেই মায়াবি গ্ল্যামার? হোক, তবে আভিজাত্য আর শিল্পের মায়া ছড়াচ্ছে এবারের কান। তার জ্যোতি আরও বেড়ে গেল শর্মিলা ঠাকুর ও সিমি গারেওয়ালের রাজকীয় উপস্থিতিতে। পাশাপাশি হেঁটে তাঁরা বোঝালেন আসল স্টারডম, সৌন্দর্য এবং সাফল্যের তেজটা ঠিক কেমন। তাঁদের একসঙ্গে পারতপক্ষে দেখা যায়। এবার কান-এ সেই ঘটনা ঘটার কারণ সত্যজিৎ রায়ের অরণ্যের দিনরাত্রি-র প্রদর্শন। কান-এর ক্লাসিক বিভাগে ছবির ফোর কে-র সংরক্ষিত ভার্সান দেখানো হবে। ছ বছরের চেষ্টায় এই সংরক্ষণের কাজ করেছেন পরিচালক ওয়েস অ্যান্ডারসন এবং তাঁর এই সাফল্যই এই দুই আইকনিক সুন্দরী অভিনেত্রীকে কান-এ নিয়ে গিয়েছে।

শর্মিলা পরেছিলেন সবুজ শাড়ি—তাতে তাঁর চিরকালীন সৌন্দর্য আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁর কন্যা সাবা পরেছিলেন হলুদ রঙের পোশাক। সিমির পরনে সাদা গাউন—তাতে তিনি যেমন আকর্ষণীয় থাকেন, তেমনই ছিলেন। অ্যান্ডারসন তাঁদের স্বাগত জানান। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই দুই ভারতীয় তারকার আবির্ভাব অতীত ও বর্তমানের সিনেপ্রেমিকদের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করাল। কমেন্ট বক্স উপচে গিয়েছে দুই তারকার প্রশংসায়। অধিকাংশই লিখেছেন, শেষ পর্যন্ত কান-এ ভারতের সঠিক প্রতিনিধিত্বের দেখা পাওয়া গেল। কেউ লিখেছেন, কান-এ কেমন পোশাক পরা উচিত, ওঁরা দেখালেন। অনেকের কাছে এই মুহূর্তটা সাংস্কৃতিক গৌরবপ্রাপ্তির। মুভি ইন্ডিয়া এই আনন্দ এবং আবেগের মাত্রা আরও বাড়িয়েছে অরণ্যের দিনরাত্রি ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত শর্মিলা ঠাকুরের ছবি পোস্ট করে।

অভিষেকের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে নির্বাসিত রাঠি

ঋষভকে নিয়ে ফের ক্ষোভ গোয়েঙ্কার

প্লে-অফের আশা শেষ লখনউ সুপার জায়েন্টসের। হালকা মেজাজে অধিনায়ক ঋষভ পন্থের কাঁধ মালিশ কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার।

লখনউ, ২০ মে : যত কাণ্ড নবাবের শহরে।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়া, ঋষভ পন্থের আরও একটা ব্যর্থতা নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ক্ষোভ, বিরক্তি সবকিছু ছাপিয়ে দিগ্বেশ রাঠি-অভিষেক শর্মার অপ্রীতিকর মেঠো ঝামেলা। লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত লখনউ সুপার জায়েন্টস-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে ঘটনার ঘনঘটা।

অভিষেককে আউটের পর লখনউ স্পিনার রাঠির সেলিব্রেশন উত্তাপ ছড়ায় মাঠে। ২০৫ রান তাড়া করে ১০ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নেয় আগেই প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়া সানরাইজার্স। আর প্যাট কামিন্স ব্রিগেডের যে ধাক্কায় 'আউট' লখনউ। জয়ের অন্যতম কারিগর অভিষেক ২০ বলে ৫৯ রান করে বোল্ড হন রাঠির বলে।

অভিষেক শর্মাকে আউট করার পর নোটবুক সেলিব্রেশন দিগবেশ রাঠির। তাঁর এই সেলিব্রেশনের ধরন নিয়ে ক্ষোভ জানাচ্ছেন অভিষেক। লখনউয়ে সোমবার।

অভিষেকের উইকেট নেওয়ার পর রাঠির দৃষ্টিকটু উচ্ছ্বাস ঘিরে ঝামেলা বেধে যায়। রাঠি হাতের ইশারায় মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন ব্যাটারকে। তারপর নোটবুক সেলিব্রেশন (যার জন্য দুইবার আর্থিক জরিমানাও হয়)। পালটা দিতে ছাড়েননি ডাগআউটের পথে রওনা দেওয়া অভিষেকও। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আম্পায়ারদের হস্তক্ষেপ করতে হয়। দুই দলের বাকিরাও দুজনকে শান্ত করেন।

ঘটনার জের রাঠির নির্বাসন। ফলে পরবর্তী গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে রাঠিকে পাবে না লখনউ। অবশ্য প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর প্রথম একাদশের কম্বিনেশন কী হবে, তার চেয়ে অনেক বেশি মাথাব্যথা অধিনায়ক ঋষভ পন্থের একটানা ব্যর্থতা। মিচেল মার্শ (৬৫), আইডেন মার্করাম (৬১) ওপেনিং জুটিতে ১১৫ রান যোগ করে মঞ্চ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। যদিও তা কাজে লাগাতে ফের ব্যর্থ। মাত্র ৬ বল স্থায়ী হয় ঋষভের (৭) ইনিংস।

ঋষভ আউট হতেই সঞ্জীব গোয়েঙ্কার প্রতিক্রিয়াতে হতাশার চেয়ে অনেক বেশি ছিল বিরক্তির ছাপ। স্পেশাল বক্সের ব্যালকনি থেকে রাগে ভিতরে চলে যান। চলতি লিগে ঋষভকে নিয়ে নিজের বিরক্তির কথা মুখে না বললেও বারবার তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ম্যাচের পর ঋষভের সঙ্গে খোশমেজাজে আলোচনার ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করলেও ভিতরের খবর আলাদা। সুযোগ থাকলে বিকল্প রাস্তায় যে দল হাঁটবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অতীতে ব্যর্থতার জন্য ভারতের সফলতম অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকে (তখন দলের নাম ছিল রাইজিং পুনে সুপারজায়েন্ট) নিজের দলের নেতৃত্ব থেকে ছেঁটে ফেলতে দ্বিধা করেননি। গ্রুপ লিগেই টিম লখনউয়ের (১২ ম্যাচে ১০) বিদায়ঘণ্টার পর কয়েকদিনের মধ্যে তেমন কোনও চাঞ্চল্যকর 'পদক্ষেপ' দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

বেচারা ঋষভ। না জাতীয় দল, না আইপিএল- ব্যর্থতার বহরে চাপা পড়ছেন। ইংল্যান্ড সফরের আগে নিশ্চিতভাবে চিন্তার জায়গা গৌতম গম্ভীরদের জন্যও। ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দল বাছাইয়ে যার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। লখনউ অধিনায়ক যদিও অজুহাতের রাস্তায়। ঋষভের দাবি, প্রথম থেকে পুরো দল পাননি। একাধিক বোলারের চোট-আঘাতের সমস্যা গোটা লিগেই ভুগিয়েছে। দলে যা নিয়ে বারবার কথা হলেও সেই শূন্যতা পূরণ করা যায়নি।

ঋষভের দাবি, নিলামে বোলিং লাইনআপ যেভাবে তৈরি করা হয়েছিল, চোট সমস্যা না থাকলে পরিস্থিতি অন্যরকম হত। বাকি দুই ম্যাচে (গুজরাট টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু) ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে নামবেন। আশাবাদী,

> মরশুমের দ্বিতীয়ার্ধটা কঠিন ছিল। কিন্তু এর থেকে অনেক কিছু শিখলাম। দলের মনোবল, হার না মানা মনোভাব আর কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে দেবে। এখনও দুইটি ম্যাচ বাকি। গর্বের সঙ্গে খেলব, সম্মানের সঙ্গে মরশুমটা শেষ করতে হবে।
>
> **সঞ্জীব গোয়েঙ্কা**

চলতি লিগের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার পাশাপাশি ইতিবাচক দিকগুলিকেও '২৬-এর আইপিএলে কাজে লাগাতে সক্ষম হবেন তাঁরা। ঋষভের দাবি, ব্যাটিংয়ে আগুনের অভাব নেই। এটা নিশ্চিতভাবে প্রাপ্তি। প্রথমবার আইপিএলে নেমে রাঠিও ভরসা জুগিয়েছে।

জেতা ছাড়া রাস্তা নেই অক্ষরদের

মুম্বই, ২০ মে : প্লে-অফে তিনটি দল নিশ্চিত। গুজরাট টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, পাঞ্জাব কিংস ইতিমধ্যেই নক আউটে। চতুর্থ দল কে হবে, প্রশ্নটাকে ঘিরে লড়াই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যে। মুম্বই ১২ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। দিল্লি সেখানে সমসংখ্যক ম্যাচে ১৩।

সাপ-লুডোর আইপিএলে পরস্পরকে টেক্কা দিতে আগামীকাল মুম্বই-দিল্লি দ্বৈরথ। জিতলে শেষ চারের টিকিট যেখানে নিশ্চিত পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বইয়ের, সেখানে দিল্লির সামনে আশা বাঁচিয়ে রাখতে জিততেই হবে পরিস্থিতি। উত্তেজক যে সমীকরণ নিয়ে ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দিল্লির হৃদয় ভাঙার পণ হার্দিক পান্ডিয়া ব্রিগেডের।

লিগের দ্বিতীয় পর্বে বিধ্বংসী ফর্মে মুম্বই। শেষ ৬ ম্যাচের পাঁচটিতেই জিতেছে নীতা আম্বানির দল। দুরন্ত প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে হোম অ্যাডভান্টেজ, জোড়া ফ্যাক্টরে এগিয়ে মুম্বই। রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, ট্রেন্ট বোল্ট, জসপ্রীত বুমরাহদের পারফরমেন্স তফাত গড়ে দিচ্ছে। বুধবার যা থামানোই অন্যতম চ্যালেঞ্জ টিম দিল্লির।

পহলগাম পরবর্তী সময়ে ধাক্কা খেয়েছে দিল্লি। মিচেল স্টার্কের অনুপস্থিতি পেস ব্রিগেডের ধার কমিয়েছে। মুস্তাফিজুর রহমান, দুষ্মন্ত চামিরা, মুকেশ কুমারদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। স্পিন বিভাগে কুলদীপ যাদব সাফল্য পেলেও গত কয়েক ম্যাচে সামগ্রিক বোলিং চিন্তার জায়গা। হাতেগরম উদাহরণ গত গুজরাট ম্যাচ। লোকেশ রাহুলের অপরাজিত সেঞ্চুরির সুবাদে দুইশো প্লাস স্কোর হাতে নিয়েও ১০ উইকেটে হার হজম করতে হয়েছে। বি সাই সুদর্শন-শুভমান গিলের অবিচ্ছিন্ন যুগলবন্দি প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেয়। ওয়াংখেড়ে শোয়ে আগামীকাল সেখানে রোহিত, সূর্য, হার্দিক, তিলক ভার্মাদের সামলানো। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দায়বদ্ধতা পূরণে দেশে ফেরার আগে উইল জ্যাকস, রায়ান রিকেলটন, করবিন বশরা (প্লে-অফে নেই) বাড়তি তাগিদ নিয়ে নামবেন।

মুম্বই ম্যানেজমেন্ট আশাবাদী প্লে-অফ নিয়ে। আগাম পরিকল্পনায় এদিনই বিকল্প তিন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করল তারা। জ্যাকস, রিকেলটন, বশদের বদলি ইংল্যান্ডের জনি বেয়ারস্টো (৫.২৫ কোটি), রিচার্ড গ্লেসনের (১ কোটি) সঙ্গে শ্রীলঙ্কার চরিথ আসালঙ্কা (৭৫ লক্ষ)। ডাক পেয়ে বেয়ারস্টো বলেছেন, 'সিদ্ধান্তটা সহজ ছিল না। ইয়র্কশায়ারের নেতৃত্ব উপভোগ করছিলাম। ক্লাবকে ধন্যবাদ (আইপিএল খেলার অনুমতি)। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ, মুখিয়ে আছি।'

দিল্লি যদিও সহজে জমি ছাড়তে নারাজ। লোকেশ রাহুল, বাংলার অভিষেক পোড়েল গত ম্যাচে রান পেয়েছেন। তবে অভিষেকের সমস্যা, ভালো শুরু করেও ইনিংসটা লম্বা করতে না পারা। পাশাপাশি ফাফ ডুপ্লেসি, ট্রিস্টান স্টাবস, করুণ নায়ারদের ধারাবাহিকতার অভাব চাপ বাড়াচ্ছে কেভিন পিটারসেনদের (দিল্লির মেন্টর)। চাপ ঝেড়ে টিকে থাকতে মূল কাঁটা বুমরাহ-বোল্টের ওপেনিং স্পেল।

প্রতি ম্যাচেই পাওয়ার প্লে-তে ব্যাটারদের ব্যাকফুটে ঠেলে দিচ্ছেন বুমরাহরা। ওয়াংখেড়ের যে দ্বৈরথের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে ম্যাচের ভাগ্য। থাকছে মাঝের ওভারে সূর্য-তিলকের ব্যাটিং বনাম কুলদীপ-অক্ষরের স্পিনের টক্কর। রয়েছে বৃষ্টির ভ্রূকুটিও। সবমিলিয়ে দিল্লির হৃদয় বুধবারই চূর্ণ হবে নাকি মুম্বইয়ের অপেক্ষা আরও লম্বা হবে, সেটাই এখন দেখার।

ব্যাটিং প্রস্তুতির মাঝে রোহিত শর্মা।

ডু অর ডাই ম্যাচের চ্যালেঞ্জ নিতে মুম্বইয়ে অক্ষর।

দিল্লির 'দিল' ভেঙে প্লে-অফে চোখ হার্দিকদের

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পরিবর্ত

উইল জ্যাকসের বদলে জনি বেয়ারস্টো (৫.২৫ কোটি)

রায়ান রিকেলটনের জায়গায় রিচার্ড গ্লেসন (১ কোটি)

করবিন বশের পরিবর্তে চরিথ আসালাঙ্কা (৭৫ লক্ষ)

আইপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : মুম্বই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

নিজের স্টাইলেই ভরসা রাখো, ঋষভকে জাদেজা

> ঋষভ পন্থের নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। যার জন্যই বাকিদের থেকে আলাদা। আমিও ঋষভের ভক্ত। একটা আইপিএলে সাদামাঠা পারফরমেন্সের জন্য ব্যাটিং স্টাইল বদলানো ভুল হবে। ওর আগ্রাসী মানসিকতা ঋষভকে ম্যাচ উইনার তৈরি করেছে। হাজারো চাপের মধ্যেও যা ধরে রাখা।
>
> -অজয় জাদেজা

নয়াদিল্লি, ২০ মে : ব্যাটিং স্টাইল বদলিও না। একটা আইপিএলে ব্যর্থতার কারণে নিজেকে বদলে ফেললে ভুল করবে ঋষভ পন্থ। যেভাবে খেলে এসেছে সেটাই বজায় রাখুক। সাফল্য ঠিক পাবে। টানা ব্যর্থতায় চাপে থাকা ঋষভকে পরামর্শ অজয় জাদেজার।

জাদেজার যুক্তি, 'ঋষভ পন্থের নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। যার জন্যই বাকিদের থেকে আলাদা। আমিও ঋষভের ভক্ত। একটা আইপিএলে সাদামাঠা পারফরমেন্সের জন্য ব্যাটিং স্টাইল বদলানো ভুল হবে। ওর আগ্রাসী মানসিকতা ঋষভকে ম্যাচ উইনার তৈরি করেছে। হাজারো চাপের মধ্যেও যা ধরে রাখা।'

নিলামে ২৭ কোটির বিশাল অঙ্ক পাওয়া। সঙ্গে অধিনায়কের গুরুভার। জাদেজা যদিও জোড়া চাপকে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে দেখতেও নারাজ। জানান, এমন দাবি মেনে নিতে তৈরি নন তিনি। বয়স অল্প হলেও ঋষভ দীর্ঘদিন ধরে খেলছে। আইপিএলে অনেকগুলো মরশুম হয়ে গিয়েছে। এহেন চাপ সামলাতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

টেস্টে ফের বিরাটদের চান যোগরাজ

এদিকে যোগরাজ সিং দাবি করেছেন, ৫ মিনিটেই নাকি ঋষভের সমস্যার সমাধান করে দেবেন। তাঁর মতে, ব্যাটিং স্টান্সেই গলদ। বাঁ কাঁধ প্রয়োজনের তুলনায় ওপেন করছে। এই জায়গায় পরিবর্তন করলে পুরোনো ঋষভকে পাওয়া যাবে। দ্রুত রানে ফিরবে।

পাশাপাশি বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট বাঁচাতে অবসর ভেঙে ফেরার আবেদন করলেন। যোগরাজের মতে, এখনও ১০ বছর ক্রিকেট বাকি রয়েছে বিরাটের। রোহিত তাঁর কাছে এলে নাকি ফিটনেসের চুড়োয় পৌঁছে দেবেন। নিজেদের কথা নয়, দেশ এবং সমর্থকদের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে আসা উচিত বিরাট-রোহিতদের।

ফাইনালে সমর্থকরাই শক্তি ইউনাইটেডের

বিলবাও, ২০ মে : বুধবার রাতে ইউরোপা লিগের ফাইনাল স্পেনের বিলবাওয়ে। ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার থেকে দূরত্বটা দেড় হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। তবুও গ্যালারি ভরাবেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড সমর্থকরা। টটেনহাম হটস্পারের বিরুদ্ধে খেতাবি লড়াইয়ে সেই সমর্থকরাই শক্তি রুবেন অ্যামোরিমের দলের।

প্রস্তুতিতে খোশমেজাজে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিম।

হোক না ইউরোপের দ্বিতীয় সারির টুর্নামেন্ট। ইউরোপা ফাইনালের আগে লাল ম্যাঞ্চেস্টার সমর্থকদের উন্মাদনায় এতটুকুও কমতি নেই। প্রিমিয়ার লিগে 'সবচেয়ে খারাপ মরশুমেও' এটাই একমাত্র আশার আলো রেড ডেভিলদের। সেই সমর্থকদের জন্যই শিরোপাটা জিততে চান লাল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচ অ্যামোরিম। বলেছেন, 'সমর্থকরা যে গ্যালারি ভরাবে তা আমার অজানা নয়। ওরা যেভাবে হোক সবসময় দলের পাশে থাকে। এবারও থাকবে। প্রয়োজনে সাঁতরে বা বিনা টিকিটেও। ওদের জন্যই যেভাবে হোক জিততে হবে ট্রফিটা।' ফাইনালে সেরা একাদশটাই নামাবেন ইউনাইটেড কোচ। তারকা নির্ভর নয়, দলগত সংহতিতেই জোর দিচ্ছেন তিনি। তবে কাজটা সহজ নয়। তাই নিজের দলকে অ্যামোরিম বারবার সতর্ক করে দিচ্ছেন। বলেছেন, 'খেতাব জিততে না পারলে কেউ মনে রাখবে না।'

ইউরোপা লিগের ফাইনালে আজ

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড

বনাম **টটেনহাম হটস্পার**

ম্যাচ শুরু : রাত ১২.৩০ মিনিটে, **স্থান :** বিলবাও

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলে অবনমনের আওতায় থাকা দলগুলির ঠিক ওপরেই রয়েছে ইউরোপা খেতাবের দুই দাবিদার। খারাপ পারফরমেন্সের নিরিখে একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে। অথচ ইউরোপা লিগে টটেনহাম হেরেছে মাত্র একটা ম্যাচ। এই পরিস্থিতিতে ইউরোপার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। তবে বাকিরা যতই বলুক, নিজেদের কৃতিত্বকে কোনওভাবেই খাটো করে দেখতে নারাজ স্পার্সের কোচ অ্যাঞ্জে পস্তেকোগ্লু। বলেছেন, 'প্রিমিয়ার লিগে আমরা ভালো খেলতে পারিনি ঠিকই। তার মানে এই নয় যে আমরা ইউরোপা ফাইনালে খেলার যোগ্য নই। এটা আমরা অর্জন করেছি। এর বাইরে কে কোন জায়গায় রয়েছে তা নিয়ে ভাবছি না।' আর ট্রফি জিতেই সব সমালোচনার জবাব দিতে চান তিনি।

হংকং ম্যাচের প্রস্তুতিতে সুহেল আহমেদ বাট।

সুহেলের প্রশংসায় মানোলো-শুভাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : সুহেল আহমেদ বাটের প্রংশসায় জাতীয় দলের হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজ থেকে ক্লাবে তাঁর সিনিয়ার শুভাশিস বসু।

এবারই প্রথম জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন এই কাশ্মীরি তরুণ স্ট্রাইকার। দলে যোগ দিয়েই যে তিনি নজর কেড়েছেন তা বোঝা যায় যখন মানোলো বলেছেন, 'আক্রমণভাগে সুহেলের নড়াচড়া সত্যিই খুব তারিফযোগ্য। ওকে সুপার কাপে দেখেই আমার মনে ধরে। কারণ সেসময় দেখেছিলাম বক্সের মধ্যে ও অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আক্রমণ শানাচ্ছে, সঙ্গে গোলও করছে। ওর প্রশংসা করতেই হয়।' শুভাশিস গত বছর থেকেই ক্লাব দলে তাঁকে দেখছেন। তাই সুহেলের খেলার স্টাইলও তাঁর জানা। গত মরশুমের বর্ষসেরা বাগান অধিনায়ক ক্লাবে যেমন জাতীয় দলেও আপাতত আগলে রাখছেন তার এই সতীর্থকে। শুভাশিস বলেছে, 'সুহেল অত্যন্ত প্রতিভাবান ফুটবলার। যার প্রমাণ ও দিয়েছে সুপার কাপে। সুযোগ পেয়ে সেখানেই নিজেকে প্রমাণ করতে পারার ফলেই আজ ও জাতীয় দলে। ওকে অবশ্যই গাইড করার চেষ্টা করি। কারণ না হলে এই তরুণদের পক্ষেও নিজেদের মেলে ধরা কঠিন। ওকে বলেছি ভুল ত্রুটি মাথায় না রেখে সামনের দিকে তাকাতে।' তাঁরা নিজেরাও আগের ম্যাচে যেসব ভুল ত্রুটি হয়েছে তা ভুলে গিয়ে নিজেদের সেরাটা মেলে ধরতে চান হংকংয়ের বিরুদ্ধে। বলেছেন, 'বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কী কী ভুলত্রুটি হয়েছে সে সব ভুলে গিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাই। মানোলো স্যর আমাদের এই শিবিরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোথায় আমাদের উন্নতি করতে হবে। দলের মধ্যে নবীন-প্রবীণের একটা ভারসাম্য রয়েছে। সিনিয়ার হিসেবে চেষ্টা করি নতুনদের গাইড করতে। আশা করি হংকং -এর বিরুদ্ধে আমরা ভালো খেলে জয়ে ফিরতে পারব।'

মানোলো হংকং ম্যাচের আগে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, 'হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচটা খুব সহজ হবে না। তাই ওই ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে থাইল্যান্ড ম্যাচটা প্রস্তুতির জন্য সঠিক ম্যাচ হিসাবে দেখছি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওদের ম্যাচটা আমি দেখেছি।'

আপাতত ব্যাংকক যাওয়ার আগে এই শিবিরটা ভালোভাবে কাজে লাগাতে চাইছে ভারতীয় দল।

শেষ ওভারে বাংলাদেশকে হারাল আমিরশাহি

শারজা, ২০ মে : শেষ ওভারে প্রয়োজন ১২ রান। হাতে ৩ উইকেট। এই পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। বাংলাদেশের দেওয়া ২০৬ রানের লক্ষ্য তারা ছুঁয়ে ফেলল ১৯.৫ ওভারে। আন্তর্জাতিক টি২০-তে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এটাই তাদের প্রথম জয়। ফলে তিন ম্যাচের সিরিজ এখন ১-১। আজ শেষ ম্যাচেই হবে সিরিজের ফয়সালা।

সোমবার শুরুটা অবশ্য ভালো করেছিল বাংলাদেশ। প্রথম ৯ ওভারেই তারা কোনও উইকেট না হারিয়ে ৯০ রান তুলে নেয়। ৩৩ বলে ৫৯ রান করেন ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন অধিনায়ক লিটন দাস (৪০)। স্লগ ওভারে তৌহিদ হৃদয়ের ঝোড়ো ৪৫ রানে বাংলাদেশ ২০০ রানের গণ্ডি পার করে।

রান তাড়ায় নেমে আমিরশাহির জয়ের মঞ্চ গড়ে দেন অধিনায়ক মুহাম্মদ ওয়াসিম (৪২ বলে ৮২)। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঠান্ডা মাথায় জয় এনে দেন হায়দার আলি (৬ বলে ১৫)।

ফের হার চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলের

ব্রাইটন, ২০ মে : প্রিমিয়ার লিগের খেতাব নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর হলটা কী লিভারপুলের? টানা তিন ম্যাচ জয় অধরা। যার সর্বশেষ সংযোজন সোমবার রাতে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের কাছে ৩-২ গোলে হার।

ব্রাইটনের মাঠে নেহাত খারাপ খেলেনি লিভারপুল। ম্যাচে প্রথমার্ধের শেষে এগিয়েছিল আর্নে স্লটের দলই। ৯ মিনিটে হার্ভে এলিয়ট ও প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ডমিনিক সোবোসলাই গোল করেন অল রেডসের হয়ে। মাঝে গোল শোধ ব্রাইটনের। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল হজম করে হার। তার আগেই অবশ্য ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল লিভারপুল।

> সালাহ দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছে। সবদিন তো কারও সমান যায় না। সবাই মানুষ।
>
> **আর্নে স্লট**

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সহজতম সুযোগটা নষ্ট করেন মহম্মদ সালাহ। লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটও মনে করছেন, তৃতীয় গোলটা পেয়ে গেলে ফল অন্যরকম হতেও পারত। যদিও তার জন্য সালাহকে দোষারোপ করতে নারাজ তিনি। বলেছেন, 'সালাহ দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছে। সবদিন তো কারও সমান যায় না। সবাই মানুষ।'

ফাইনালের আহমেদাবাদ যাত্রার নেপথ্যে ব্রডকাস্টারদের হুমকিও

বৃষ্টির চোখরাঙানিতে স্বপ্নভঙ্গ ইডেনের

তারিখ	ম্যাচ	স্থান	সময়
২৯ মে	প্রথম কোয়ালিফায়ার	মুল্লানপুর	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৩০ মে	এলিমিনেটর	মুল্লানপুর	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১ জুন	দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার	আহমেদাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৩ জুন	ফাইনাল	আহমেদাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাতের অপারেশন সিঁদুর ছিল অনেকটাই প্রত্যাশিত। ঠিক তেমনই প্রত্যাশিত ছিল ইডেন গার্ডেন্স থেকে আইপিএল ফাইনাল সরে যাওয়া।

দিন কয়েক আগে ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির পর যখন স্থগিত আইপিএল ফের শুরুর মঞ্চ তৈরি হয়েছিল, ঠিক সেই সময়ই সামনে এসেছিল নয়া তথ্য। ইডেন থেকে সরে যাচ্ছে আইপিএল ফাইনাল। বদলে সেই ফাইনাল হবে আহমেদাবাদে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ সেই সম্ভাবনার প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই প্রতিবেদনেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিলমোহর দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের গভর্নিং কাউন্সিল। বিকেলে গভর্নিং কাউন্সিলের ভার্চুয়াল বৈঠক চলেছে প্রায় ৫০ মিনিট। প্লে-অফ ও ফাইনালের কেন্দ্র নির্ধারণের একমাত্র অ্যাজেন্ডার বৈঠকে ইডেনে ফাইনাল ধরে রাখার জন্য সিএবি-র শীর্ষ কর্তারা মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে বোর্ডের গভর্নিং কাউন্সিলের কাছে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতার আবহাওয়া শেষ কয়েক বছর কেমন ছিল, তুলে ধরা হয়েছিল। সঙ্গে জানানো হয়েছিল, ৩ জুন কলকাতার আবহাওয়া কেমন থাকবে। আর এখানেই কাহানি মে টুইস্ট!

জানা গিয়েছে, ৩ জুন কলকাতায় বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ৬৫ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই তথ্য গভর্নিং কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা জেনে যাওয়ার পর ইডেন থেকে আইপিএল ফাইনাল সরিয়ে আহমেদাবাদে নিয়ে যেতে সমস্যা হয়নি। কলকাতার পাশাপাশি হায়দরাবাদের ম্যাচও সরে গিয়েছে নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে। কিন্তু কেন এমন হল? ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে ছানবিন চালিয়ে জানা গিয়েছে চমকপ্রদ তথ্য। শুধু বৃষ্টির সম্ভাবনাই ইডেন থেকে ম্যাচ সরে যাওয়ার একমাত্র কারণ নয়। আরও রয়েছে। সেটা হল ব্রডকাস্টারদের হুমকিও। সূত্রের খবর, আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রতিনিধি অভিষেক ডালমিয়া প্রবল চেষ্টা করেছিলেন ম্যাচ কলকাতায় রাখার। কিন্তু ব্রডকাস্টারদের হুমকির পর তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ব্রডকাস্টারদের তরফে বোর্ডকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারত-পাক যুদ্ধের সম্ভাবনার কারণে আইপিএল স্থগিত হওয়ায় তাদের বিস্তর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তাই আইপিএল প্লে-অফের ম্যাচ ও ফাইনাল এমন কোনও কেন্দ্রে করা যাবে না, যেখানে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শেষপর্যন্ত যদি বোর্ড কলকাতাতেই ম্যাচ করতে চায়, তাহলে সেই ম্যাচের ইনসুরেন্স করা যাবে। ফলে বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে গেলে বড় আর্থিক ক্ষতির সামনে পড়বে ভারতীয় বোর্ড।

ব্রডকাস্টারদের অনড় মনোভাব বুঝে যাওয়ার পর বিসিসিআই কর্তারা আর কোনও ঝুঁকির পথে হাঁটেননি। আহমেদাবাদ ও মুল্লানপুরে আইপিএল প্লে-অফ ও ফাইনাল আয়োজনের সরকারি ঘোষণা করে দেওয়া হয়। প্লে-অফ ও ফাইনালের কেন্দ্র সরকারিভাবে ঘোষণার পাশাপাশি গভর্নিং কাউন্সিলের তরফে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজ। চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালসের মঙ্গলবারের ম্যাচ থেকে শুরু করে বাকি থাকা আইপিএলের সব ম্যাচে বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়ালে 'কাটঅফ' সময় এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতদিন বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ফের খেলা শুরু অথবা অন্তত পাঁচ ওভারের ম্যাচ আয়োজনের জন্য রাত ১০.৫৬ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করা হত। এখন থেকে সেই অপেক্ষার সময় এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হল।

আইপিএল ফাইনাল হয়তো আহমেদাবাদেই

বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর প্রকাশিত খবরে সিলমোহর দিল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।

হতাশায় ডুবে ইডেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : ইঙ্গিত আগেই ছিল। কিন্তু তারপরও মরিয়া চেষ্টা হয়েছিল। বাংলা ক্রিকেটের শীর্ষকর্তারা ৩ জুন ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএল ফাইনাল আয়োজনে মরিয়া ছিলেন। তাঁরা স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসের খোঁজ যেমন নিয়েছিলেন। ঠিক তেমনই শেষ কয়েক বছর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতার আবহাওয়া কেমন ছিল, তার তথ্যও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে পাঠিয়েছিলেন। বাস্তবে সিএবি-র যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ। আজ সন্ধ্যার দিকে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের তরফে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, ইডেনে ফাইনাল ও কোয়ালিফায়ার টু-র ম্যাচ হচ্ছে না।

বিসিসিআইয়ের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণার পর সন্ধ্যার দিকে সিএবিতে গিয়ে দেখা গেল হতাশার ছবি। সচিব নরেশ ওঝা, সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়দের শরীরীভাষায় হতাশা। একরাশ হতাশা নিয়ে সিএবি সভাপতি বলছিলেন, 'আমরা চেষ্টা করেছিলাম। আবহাওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যও আমরা বিসিসিআইয়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরও ফাইনাল হল না কলকাতায়। আমরা হতাশ। বোর্ড যা ভালো বুঝেছে, তাই করেছে।' বাংলা ক্রিকেটের অন্দরমহল থেকে দাবি করা হচ্ছে 'অবিচারের' শিকার হল বাংলা। অনেকে আবার রাজনৈতিক সমীকরণের অঙ্ক তুলে ধরে বোঝাতে চাইছেন, সিএবি বা ইডেনের মতো মাঠের জন্য এমন অসম্মান প্রাপ্য ছিল না।

- ৩ জুন ফাইনালের দিন কলকাতায় বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ৬৫ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
- কলকাতার পাশাপাশি হায়দরাবাদের ম্যাচও সরে গিয়েছে নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে।
- ব্রডকাস্টাররা আইপিএল প্লে-অফের ম্যাচ ও ফাইনাল এমন কোনও কেন্দ্রে চাইছিলেন না, যেখানে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
- বাকি আইপিএলে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ফের খেলা শুরু অথবা অন্তত পাঁচ ওভারের ম্যাচ করার জন্য সময়সীমা এক ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে।

বেঙ্গালুরুর ম্যাচ সরে লখনউয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ মে : ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি শেষে আইপিএল প্রত্যাবর্তনের রাতে 'ভিলেন' হিসেবে হাজির হয়েছিল বৃষ্টি। গত ১৭ মে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। প্লে-অফের লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছিল কেকেআর।

আরসিবি বনাম এসআরএইচ

মাঝে কয়েকদিন পার। বেঙ্গালুরুর আকাশের এখনও মুখ ভার। আগামী কয়েকদিনে উদ্যাননগরীতে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সেই কারণেই ২৩ মে বেঙ্গালুরুতে নির্ধারিত থাকা আরসিবি বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ বেঙ্গালুরু থেকে সরিয়ে দেওয়া হল লখনউয়ে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে আজ এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, ২৩ মে লখনউয়ে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচটি বিরাট কোহলিদের হোম ম্যাচ হিসেবে দেখা হবে।

৪৩ রানের ইনিংসে চেন্নাই সুপার কিংসকে ভরসা জোগালেন আয়ুষ মাত্রে।

ধোনিদের ব্যর্থতার মাঝে উজ্জ্বল আয়ুষ

চেন্নাই সুপার কিংস-১৮৭/৮ রাজস্থান রয়্যালস-৮৫/১ (৯ ওভার পর্যন্ত)

নয়াদিল্লি, ২০ মে : এবারের আইপিএলের হতাশা ভুলে ভবিষ্যতের দিকে নজর দিতে হবে, প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরের এমনটাই ভাবনা ছিল। কিন্তু সমস্যা হল, সুক্তোর মশলা দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করা যায় না। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন সিএসকে-র অবস্থাও সেরকমই। সঙ্গে রয়েছে ব্যাটিং লাইনআপ ঠিক করতে না পারা। মঙ্গলবার যা আরও একবার চেন্নাইয়ের খেলায় প্রকট হল। মহেন্দ্র সিং ধোনিদের ব্যর্থতার দিনে কিছুটা লড়াই পাওয়া গেল তরুণ ওপেনার আয়ুষ মাত্রের (২০ বলে ৪৩) থেকে। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এদিন টসে হেরে মাঠে নেমে শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে চেন্নাই। অখ্যাত যুধবীর সিংয়ের (৪৭/৩) পেস সামলাতে না পেরে ৭৮/৫ হয়ে যায় হলুদ ব্রিগেড। ডেভন কনওয়ে (১০), উর্ভিল প্যাটেল (০), রবিচন্দ্রন অশ্বীন (১৩), রবীন্দ্র জাদেজাদের (১) ব্যর্থতা দেখে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসার ডেল স্টেইনের টুইট, 'সিএসকে শুরুতে তিন উইকেট হারানোর পর দুই বোলারকে নামাল। ওদের অঙ্ক মাথায় ঢুকছে না।'

আয়ুষের আটটি চার ও একটি ছক্কায় সাজানো ইনিংসের ইতি টানেন তুষার দেশপান্ডে (৩৩/১)। আয়ুষের আউটের পর চেন্নাইকে টেনে তোলার কাজ করেন ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (২৫ বলে ৪২)। শিবম দুবের (৩৯) সঙ্গে ৫৯ রানের পার্টনারশিপে দলকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দেন ব্রেভিস। একটি ছয় মারলেও ১৭-তে আটকে যান ধোনি। প্রথমে ব্রেভিসকে তুলে নেওয়ার পর ফিরতি স্পেলে দুবে, মাহিকে তুলে নেন আকাশ মাধওয়াল (২৯/৩)। চেন্নাই থামে ১৮৭/৮ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত রাজস্থান ৯ ওভারে ১ উইকেটে ৮৫ রান তুলেছে। ক্রিজে সঞ্জু স্যামসন (২১) ও বৈভব সূর্যবংশী (২৮)। যশস্বী জয়সওয়াল ১৯ বলে ৩৬ রান করে অংশুল কম্বোজের বলে আউট হন।

কোচবিহার দল ঘোষিত

কোচবিহার, ২০ মে : উত্তর ২৪ পরগণার কাঁচরাপাড়ায় বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্য জুনিয়ার ভলিবল শুরু হচ্ছে। সেখানে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ছেলে ও মেয়েদের দল অংশ নেবে। ছেলেদের দলে খেলবে ইয়াসিন হোসেন, অভিজিৎ আর্য, মন্টাই রায়, সৌরভ বর্মন, ঈশ্বর রায়, বিকি রায়, প্রসেনজিৎ রায়, শুভ রায়, রাজু মিয়াঁ, ফিরদৌস শেখ, বর্ণময় রায়বসুনিয়া ও সোহেল মিয়াঁ। কোচ ও সহকারী কোচ যথাক্রমে, আসরাফুল আলম ও ফতেমা খাতুন। মেয়েদের দলে রয়েছে- মেহেঘ পারভিন, কৌশানি বিশ্বাস, রিয়া সাহা, মল্লিকা বর্মন, পল্লবি বর্মন, সুমন বিন, প্রিয়াংকা দাস, সঙ্গীতা দাস। কোচ অরিত্রিমা রায়। বুধবার তারা রওনা দেবে।

গুড্ডুর ৭০

পারডুবি, ২০ মে : পারডুবি ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার টিচার্স ইউনিট ৫ উইকেটে কিং চ্যালেঞ্জার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে চ্যালেঞ্জার্স ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৬ রান তোলে। গুড্ডু বিশ্বাস ৭০ রান করেন। জবাবে টিচার্স ৫ উইকেটে ১২৭ রান তুলে নেয়। অসিত রায়শর্মা ৩৪ রান করেন।

অন্য ম্যাচে থান্ডার বোল্টস ৬৯ রানে সানসাইন ওয়ারিয়রের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে থান্ডার ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৮ রান তোলে। আশরাফুল ইসলাম ৪৭ রান করেন। জবাবে ওয়ারিয়র ১১.৩ ওভারে ৫৯ রানে গুটিয়ে যায়।

ইউনিকের ফুটবল শুরু

হলদিবাড়ি, ২০ মে : শান্তিনগর ইউনিক ক্লাবের শংকর সরকার ও অনিতা মজুমদার ট্রফি ফুটবল মঙ্গলবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে বেরুবাড়ি ১-০ গোলে হলদিবাড়ি টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। ইউনিকের মাঠে গোল করেন ম্যাচের সেরা কাবুল হক। বুধবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে সাতকুড়া ইয়ং স্টাফ।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে রাইজিং এসপি

কামাখ্যাগুড়ি, ২০ মে : কামাখ্যাগুড়ি প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে উঠল রাইজিং এসপি ইলেভেন। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৯ উইকেটে হারিয়েছে বারোবিশা টাইটান্সকে। টাইটান্স প্রথমে ১২ ওভারে ৯ উইকেটে ১১২ রান তোলে।

জবাবে এসপি ৯.১ ওভারে ১ উইকেটে ১১৫ রান তুলে নেয়। অপরাজিত ৭৩ রান করে ম্যাচের সেরা টুটন দাস।

আগে লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে বারোবিশা টাইটান্স ৮ উইকেটে হারায় গুরুকুলম একাদশকে। গুরুকুলম প্রথমে ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১১২ রান করে। অন্তু পালের অবদান ৩৭ রান। ডনিল দত্ত ৬ রানে ২ উইকেট নেন।

জবাবে টাইটান্স ৮.৩ ওভারে ২ উইকেটে ১১৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ডনিল দত্ত রেখে এসেছেন ৫১ রান।

৮ দলীয় মহিলা ফুটবল শুরু

মেখলিগঞ্জ, ২০ মে : মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমির ৮ দলীয় ফুটবল মঙ্গলবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে মোহিতনগর ফুটবল একাদশ ৩-০ গোলে ভুটান গার্লস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। সঞ্জনা কেরকেট্টা জোড়া গোল করেন। অন্যটি সোহিনী রায়ের। বুধবার খেলবে পুরুলিয়া ফুটবল একাদশ ও কুচলিবাড়ি ফুটবল একাদশ।

আন্সেলোত্তির সহকারী হতে প্রস্তুত কাকা

ব্রাসিলিয়া, ২০ মে : প্রাক্তন গুরু-শিষ্য আবারও জুটি বাঁধতে পারেন ব্রাজিল জাতীয় দলে। ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে সেই সম্ভাবনা।

রিকার্ডো কাকাকে ব্রাজিলে সহকারী হিসাবে চাইছেন কার্লো আন্সেলোত্তি। গত কয়েকদিন ধরেই খবরটা ঘোরাফেরা করছে। এবার কাকা নিজেও ব্রাজিল জাতীয় দলে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বলেছেন, 'ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন চাইলে আমি জাতীয় দলকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।' তাঁর সংযোজন, '২০১৭ সালে খেলা ছাড়ার পর ক্রীড়া বাণিজ্য এবং ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের কোচিং ডিগ্রি অর্জন করেছি। দীর্ঘ ১৫ বছর ব্রাজিলের হয়ে খেলেছি। সুযোগ পেলে নতুন ভূমিকায় জাতীয় দলে ফিরতে চাই।'

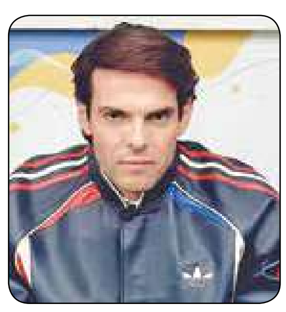

আগামী মাসের শুরুতেই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলবে আন্সেলোত্তির ব্রাজিল। এই পর্বে সম্ভবত পুরোনো সহকারীদের নিয়েই কাজ করবেন ইতালিয়ান কোচ। যদিও তাঁদের কারোর সঙ্গেই স্থায়ী চুক্তি হচ্ছে না। তাছাড়া কাকার সঙ্গে আন্সেলোত্তির সম্পর্কও দীর্ঘদিনের। তাঁর অধীনেই ক্লাব ফুটবলে সেরা সময়টা কাটিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ফলে সবদিক থেকে কাকার সহকারী হওয়ার পথ খোলাই থাকছে।

বাগানের ড্র, হার লাল-হলুদের

জামশেদপুর, ২০ মে : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৫ জুনিয়ার লিগের মূলপর্বে গ্রুপের শেষ ম্যাচে আটকে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মুম্বই সিটি এফসি-র সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল সবুজ-মেরুনের খুদেরা। অন্যদিকে, গ্রুপের শেষ ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসি-র কাছে ৮-২ গোলে হার ইস্টবেঙ্গলের। আট গোল হজমের দিনেও জোড়া গোল করে খানিকটা হলেও লাল-হলুদ জার্সির মান রাখলেন শিশির সরকার। পয়েন্ট খোয়ালেও গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল বাংলার দুই দলই।

The all-new Škoda Kylaq. Own Your Dream.

Best-in-class

Boot space of 446 L

6-way electrically adjustable seats for driver and co-driver

R17 Dual tone alloy wheels

Powerful, efficient and reliable 1.0 TSI engine

1 Year Complimentary SuperCare Package

3 Year Standard Warranty** Roadside Assistance

280+ touchpoints across India

Toll-free 1800 2700 260 www.skoda-auto.co.in

Test drive now

Sales: Siliguri: Global Motocorp LLP: 1800 1230 737; **Kolkata:** (AJC Bose Road, Mullick Bazar): Global Motocorp LLP: 1800 1230 737; (VIP Road, Baguiati): Global Motocorp LLP: 1800 1230 737; (Howrah): Global Motocorp LLP: 1800 1230 737; **Durgapur:** Global Motocorp LLP: 1800 1230 737

Service: Siliguri: Global Motocorp LLP: 1800 1230 737; **Kolkata:** Global Motocorp LLP: 1800 1230 737

T&C apply. *Sub-4 metre ICE vehicles, as per the BNCAP Rating. **The Škoda Kylaq comes with a standard warranty of 3 years or 100,000 km, whichever comes first. Škoda reserves the right to alter the details of specifications and service offerings without any prior notice. Images are for representation purposes only. Actual colour, features and specifications may vary. Above car picture is created with the help of computer graphics solely for the purpose of advertising. All disputes are subject to Mumbai court's jurisdiction only.